A

TALE

FROM

THE RATNAVALEE

OF

SREEHARSHA DEVA

BY

JADUNATH TARKARATNA.

শ্রীহর্ষদেব প্রণীত রত্নাবলী নাটিকার

উপাখ্যান ভাগ।

শ্রীযদুনাথ তর্করত্ন প্রণীত।

CALCUTTA:

THE SANSKRIT PRESS.

1867.

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া রত্নাবলী প্রার্থনায় সিংহলেশ্বরের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন, কহিয়া দিলেন, তুমি সিংহলেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া সমুচিত সম্মান পুরঃসর কহিবে, মহারাজ! মহারাজ উদয়ন আপনকার তনয়ার পাণিপীড়নাভিলাষী হইয়া তৎপ্রার্থনায় আমাকে আপনকার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, আপনকার অভিপ্রায় কি? দূত কিয়দ্দিন মধ্যে সিংহলে উপস্থিত হইয়া রাজার নিকট অমাত্যের উপদেশানুরূপ সমস্ত নিবেদন করিল। রাজা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, উদয়ন সৎকুলোদ্ভব ও সর্ব্বাংশে আমার কন্যার যোগ্য পাত্র, কিন্তু তিনি ভাগিনীর সম্বন্ধে আমার জামাতা হন, তাঁহাকে কন্যাদান করিলে কন্যা ও ভাগিনেয়ী উভয়েরই বক্ষঃস্থলে সাপত্ন্যশল্য রোপণ করা হয়, আমি জানিয়া শুনিয়া এ বিষয়ে কিরূপে সম্মত হই-বল।

দূত রাজবাক্য শ্রবণে অভিলষিত বিষয়ে হতাশ হইয়া কৌশাম্বী প্রত্যাগমনপূর্ব্বক মন্ত্রীর নিকটে আদ্যোপান্ত সমুদায় সবিশেষ বর্ণন করিল। মন্ত্রী শুনিয়া আপাততঃ দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু প্রার্থিতসিদ্ধি বিষয়ে একবারে নিরাশ না হইয়া কি রূপে অভীষ্টসিদ্ধি

হয়, সমাধাই উহা ভাবিতে লাগিলেন, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পরিশেষে স্থির করিলেন, দেবী [illegible] অনলেতে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এই কথা সিংহল দ্বীপে প্রচার করিয়া দিলে সিংহলেশ্বরের কন্যা দান বিষয়ে আর আপত্তি থাকিবে না। অতএব সাংযা-ত্রিক মুখে সিংহলে এই কল্পিত বৃত্তান্ত প্রেরিত করি-লেন, যে "রাণী উদয়নের মহিষী [illegible] দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।" রাজা [illegible] [illegible] বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহে [illegible] [illegible]লেন। কিন্তু ইহাও কহিয়াছেন অনুরূপ কন্যা না মিলিলে মহিষী করিবেন না। এই সংবাদ কর্ণপরম্পরায় সিংহলেশ্বরেরও কর্ণগোচর হইল, তিনি শুনিয়া [illegible] [illegible] হইলেন।

কিয়দ্দিবস অতীত হইলে যৌগন্ধরায়ণ-প্রেরিত বাভ্রব্য নামা এক কঞ্চুকী সিংহলে উপস্থিত হইয়া প্রবাদানুরূপ সংবাদ রাজার কর্ণগোচর করিয়া কহিল, মহারাজ! অন্য কোন স্থানে আমাদের মহারাজের উপযুক্ত কন্যা না পাইয়া পরিশেষে আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনকার কন্যা সর্ব্ব প্রকারে তাঁহার পরিণয়ের যোগ্য পাত্রী। আমাদিগের মহারাজ সৎ

রাজের পূর্ব্বকুটুম্ব, তাঁহার সমুদয় বিষয় মহারাজের সবিশেষ বিদিত আছে, তৎপরিচয় প্রকাশের আবশ্যকতা নাই। তাঁহার নিতান্ত অভিলাষ রাজতনয়ার পাণিগ্রহণ করেন, এবিষয়ে মহারাজের আজ্ঞা ও অভিরুচি বলবতী।

কঞ্চুকী এইরূপ ভূমিকা করিয়া স্বকার্য্যোপযোগী আর আর নানা কথা কহিল, পরে রাজা মহিষীর সহিত পরামর্শ করিয়া কন্যা প্রতিপাদনে সম্মত হইলেন, এবং কন্যার প্রেরণোপযোগী দ্রব্য সামগ্রী আয়োজন করিতে লাগিলেন। সমস্ত আহরণ হইলে রত্নাবলীকে সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত করিয়া কণ্ঠে একাবলী রত্নাবলী মালা প্রদান পূর্ব্বক বাভ্রব্য ও নিজ অমাত্য বসুভূতির সমভিব্যাহারে পোতোপরি উঠাইয়া দিলেন। পোত যাবৎ দৃষ্টিপথের বহির্ভূত না হইল, রাজা, অমাত্য ও আত্মীয় বর্গ সমভিব্যাহারে তাবৎ তীরে দণ্ডায়মান রহিলেন। অদৃশ্য হইলে তনয়ার বিরহে বিষণ্ণ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

তাহারা কিয়দ্দিবস নির্ব্বিঘ্নে গমন করিলে দৈবের প্রতিকূলতায় এক দিন অকস্মাৎ এরূপ প্রবল বাত্যা উত্থিত হইল যে, গাম্ভীর্য্যশালী সাগরকেও অস্থির হই-

তে হইল। তখন উত্তাল তরঙ্গমালা সমন্ততঃ উদ্গত হওয়ায় বোধ হইল যেন সাগর কর প্রসারণ করিয়া বাত্যা নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। ফলতঃ তাৎকালিক তরঙ্গের রঙ্গ দেখিয়া এই প্রতীতি হইতে লাগিল যেন তরঙ্গ সকল বাত্যা ভয়ে ভীত হইয়া পরস্পর গাত্রে নিপতিত হইতেছে, আর পরস্পর আঘাতজাত তুমুল শব্দে যেন আর্ত্তনাদ করিতেছে। এই বিষম সঙ্কটে সেই পোত বাতভরে অনায়ত্ত হইয়া জলমগ্ন হইল। লোক জন কে কোন্ দিকে ভাসিয়া গেল কিছুই স্থির রহিল না। কেবল রাজতনয়া নিজ নিয়তি বলে এক ফলক মাত্র অবলম্বন করিয়া অপার পারাবারে ভাসিতে লাগিলেন।

রাজা উদয়নের রাজ্যবাসী এক পোতবণিক্ সিংহলে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিল। সে তথায় ব্যবসায় দ্বারা বিপুল অর্থ লাভ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে পোতারোহণে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে ছিল; সুকুমারী সিংহলেশ্বর-কুমারী সৌভাগ্য ক্রমে তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। কন্যার রূপ লাবণ্যের মাধুরী দর্শনে বণিক প্রথমতঃ এই বোধ করিলেন, বুঝি পিতৃদর্শন মানসে সমাগতা ভগবতী কমলালয়ার দর্শন করিলাম। পরে যত নিক

টবর্ত্তী হইতে লাগিলেন ততই তাঁহার ভ্রান্তির খর্ব্বতা হইয়া গেল। পরিশেষে নিতান্ত সন্নিহিত হইয়া দেখিলেন সিংহলপতি যাহাকে কৌশাম্বী পতির সহিত পরিণয়ার্থে প্রেরণ করিয়াছিলেন এ সেই কুমারী। কণ্ঠে একাবলী রত্নাবলী রহিয়াছে। কন্যা প্রাণভয়ে নিতান্ত কাতর হইয়া হা তাত! হা মাতঃ! হা সখীগণ! তোমরা কোথায় রহিলে! তোমরা জানিতে পারিতেছ না এই হতভাগিনীর কি বিষম দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে! ইত্যাকার নানা প্রকার বিলাপ করিতেছে: নয়নযুগল হইতে অনবরত অশ্রুধারা বিনির্গত হইতেছে। কেবল এক ফলক মাত্র অবলম্বন, সলিলে শরীরের প্রায় অর্দ্ধাধিক নিমগ্ন, প্রতি ক্ষণেই বিনাশ শঙ্কায় শঙ্কিত।

কন্যাকে এইরূপ বিপদাপন্ন দেখিয়া বণিকের অন্তঃকরণে কারুণ্যরসের সঞ্চার হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে স্বীয় প্রবহণে তুলিয়া লইলেন এবং নানা প্রকার আশ্বাস দিয়া ভয় ভঞ্জন করিয়া সঙ্গে লইয়া চলিলেন। মনে মনে স্থির করিলেন বন্দরে উপস্থিত হইয়া অগ্রেই ইহাকে রাজবাটীতে পহুছিয়া দিব।

কিছু দিন যাইতে যাইতে অনুকূল বায়ু বশে তদীয় পোত জাত নির্ব্বিঘ্নে বন্দরে গিয়া উপস্থিত

হইল। তখন বণিক্ সামগ্রী সমগ্র রক্ষণার্থে কতিপয় বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে পোতোপরি সংস্থাপিত করিয়া কন্যা-রত্ন রত্নাবলীকে লইয়া প্রথমেই রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় মন্ত্রিপ্রবর যৌগন্ধরায়ণের সহিত সাক্ষাৎ ও আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তাঁহার হস্তে রত্নাবলীকে সমর্পণ করিলেন। মন্ত্রী চিরপ্রার্থিত কন্যারত্নলাভে পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া সমুচিত পুরস্কার প্রদানে উদ্যত হইলেন। বণিক্ কহিলেন মহাশয়! যাঁহার প্রসাদে দুর্ব্বলের বলী হইতে আশঙ্কা নাই, ধনিগণের দীনজনের উপর অত্যাচার নাই, দস্যু শব্দ আকাশ কুসুমের ন্যায় অলীক হইয়াছে, অনাথ কাণ খঞ্জ কুব্জ কুষ্ঠী প্রভৃতিরা ধন্বন্তরি বিশেষ শত শত চিকিৎসক দ্বারা সম্যক্ চিকিৎসিত হইতেছে এবং অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া অপেক্ষাকৃত সচ্ছন্দে কালহরণ করিতেছে, বালক বালিকারা সম্যক শিক্ষিত ও বিনীত হইয়া গুরুজনের প্রমোদ বৃদ্ধি করিতেছে, জলকষ্ট কথাটী কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না, পথ সকল বিস্তৃত পরিষ্কৃত সুরক্ষিত, সচ্ছন্দে ও নিরুদ্বেগে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারা যায়। যাঁহার প্রসাদে ও শাসন প্রভাবে ইত্যাদি কত শত শুভ

কর ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে, যদি কোন প্রভু-পরায়ণ প্রজা আয়াস দ্বারা এতাদৃশ দেশহিতৈষী প্রজা-রঞ্জক পৃথিবীপতির কোন কার্য্য সম্পন্ন করে, তাহা হইলে তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান মাত্র হয়। আমি প্রভুর ভাবি ভার্য্যার প্রাণ রক্ষা করিয়া তাঁহাকে এখানে পঁহুছাইয়া দিয়া আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মই করিয়াছি; এমন স্থলে আপনি পুরস্কারের কথা উত্থাপন করিতেছেন কেন?

মন্ত্রী বণিকের ভদ্রতা দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন তুমি স্বকীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছ বটে, কিন্তু ভদ্রতার পুরস্কার না করিলে লোকের সৎ কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মিবে কেন?। অতএব আমি যে কেবল তোমারই পুরস্কার করিতেছি এমন নহে। অন্যেরা যে এরূপ সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে এই পুরস্কার এক প্রকার তাহার উদ্দীপন স্বরূপ হইবেক। অতএব তোমাকে অবশ্যই এই পুরস্কার গ্রহণ করিতে হইবেক। বণিক্ মন্ত্রীর নির্ব্বন্ধ উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া পারিতোষিক গ্রহণ পূর্ব্বক স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর মন্ত্রিবর রত্নাবলীকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং রাজমহিষী বাসবদত্তার সহিত

প্রথম অঙ্ক।

সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন দেবি! আমি এক সাংযাত্রিকের নিকট এই কন্যা পাইয়াছি; সে আমাকে এই বলিয়া সমর্পণ করিয়া গেল যে "আমি ইহাকে সাগরে প্রাপ্ত হইয়াছি" কিন্তু কাহার কন্যা, কি উদ্দেশে কোথায় যাইতেছিল, অথবা কি রূপে সাগরজলে পতিত হইয়াছিল, তাহার কিছুই বলিতে পারিল না। আকার প্রকার দেখিয়া ভদ্র কন্যা বোধ হইতেছে। অন্তঃপুরে রাখিলে এই অনাথা কন্যার রক্ষণাবেক্ষণ হইতে পারিবে এই বিবেচনায় এখানে আনিয়াছি। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহাকে রাজবাটীতে রাখিয়া দেন। মন্ত্রী এইরূপে প্রকৃত বিষয় গোপন করিয়া রত্নাবলীকে রাজ্ঞীর নিকট রাখিয়া দিলেন।

মহিষী স্বামীর সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর একাধিপত্য-বিধায়িনী সেই কামিনীকে লইয়া স্বীয় পরিচারিকার মধ্যে পরিগণিত করিলেন, আর সাগর হইতে প্রাপ্তি নিমিত্ত উহার নাম সাগরিকা রাখিলেন। এই সংসারে কাহারও অবস্থা চিরকাল এক রূপ নহে। দেখ যে রাজকুমারী সতত শত শত পরিচারিকায় পরিবেষ্টিত থাকিতেন, তাঁহাকেও দৈববিড়ম্বনায় অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া পরিচারিকা বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইল। রত্নাবলী অগত্যা এই রূপে তথায় কাল হরণ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে নীরনিমগ্ন বাভ্রব্য ও বসুভূতি কথঞ্চিৎ সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কোশল বিজয়ে প্রস্থিত রাজা উদয়নের সেনাপতি রুমণ্বানের সহিত মিলিত হইলেন। এইরূপে প্রায় সকলেই প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাইল কেহই জীবনে জীবনত্যাগ করিল না।

অনন্তর সকলজনমনোহর সুমধুর বসন্ত সময় সমাগত হইলে শিশিরের সমতা হইল, পক্ষিগণের সুমধুর কলরবে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল, পাদপেরা পাণ্ডু পত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নব পল্লবে সুশোভিত হইয়া যেন বসন্ত দর্শনাভিলাষে রক্ত পরিচ্ছদ পরিধান করিল, মলয়াচল হইতে সুগন্ধ সমীরণের মন্দ মন্দ সঞ্চারে নবকুসুমিত সহকার তরু তরঙ্গিত হইয়া স্বকীয় মকরন্দ গন্ধ ইতস্ততঃ বিস্তার করিতে লাগিল, কোকিল কোকিলারা কুহরব করিয়া যেন বসন্তের আগমন সংবাদ প্রচারে প্রবৃত্ত হইল, ভ্রমর ভ্রমরীরা মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া মধুলোভে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ধাবমান হইল, বাতোৎক্ষিপ্ত পরাগপুঞ্জ মণ্ডলীকৃত হইয়া যেন গগনমণ্ডলে বিতান বিস্তার করিল, প্রোষিতপতিকারা নিরন্তর কামশরে শীর্ণ হইতে লাগিল, বিরহিকুল নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া গৃহাভিমুখে ধাবমান হইল। বসন্ত কালে মহাসমারোহে মদনোৎসব নামে এক

প্রসিদ্ধ উৎসবের প্রথা ছিল, সর্ব্বত্র তাহার আরম্ভ হইল। রাজা উদয়ন নিজ নগরের ঐ উৎসব দর্শনাভিলাষে স্বীয় প্রিয় বয়স্য বসন্তক নামা ব্রাহ্মণের সহিত সমুচিত পরিচ্ছদ পরিধান-পূর্ব্বক প্রাসাদোপরি আরোহণ করিলেন এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন লোকেরা চারি দিকে মহোৎসবে মদনোৎসবে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তখন রাজা সম্বোধন করিয়া বসন্তককে কহিলেন বয়স্য! দেখ কেমন উৎসবে আমোদ হইতেছে, আমার বোধ হয় ভাই। আমি যেরূপ এক্ষণে নির্বৃত আছি তাহাতে এ উৎসব কেবল আমারই, মদনের কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। দেখ। রাজ্য অকণ্টক, তদীয় সমস্ত ভার উপযুক্ত সচিব হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, প্রজারা নিরুপদ্রবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, বাসবদত্তা প্রিয়তমা মহিষী, তুমি প্রিয় বয়স্য, মধুর মধুসময়ও সম্মুখীন, অতএব যাহা কহিলাম তোমার মতে সঙ্গত কি না?

বসন্তক রাজার কথায় ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন মহারাজ! যে উৎসবের কথা আপনি আপনার বলিয়া বলিতেছেন, উহা মহারাজেরও নয়, মদনেরও নয়; বরং আমারই এক দিন সম্ভব হইতে পারে; আপনি আপনার বলিলেই যদি আপনার হইত, তবে সমুদয় পৃথিবী আমার রাজ্য। আপ-

নি রূন প্রস্থান করিয়া দেখুন দেখি আমি শাসন করিতে পারি কি না। রাজা রহস্যকারী বয়স্যের কথায় হাস্য করিয়া কহিলেন ভাল বয়স্য তাহাই হইবে। অদ্যকার মত উৎসবের ঘটা দেখিয়া নি। তখন বসন্তক কহিলেন প্রিয়বয়স্য! তবে নিরীক্ষণ করিয়া দেখুন ঐ পৌরেরা একবারেই প্রমত্ত হইয়াছে, নাগরিকেরা নৃত্য করিতেছে, কামিনীরা মধুমদে মত্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় প্রিয়তমদিগের কর গ্রহণ করিয়া বিচরণ করিতেছে, মধুর মর্দলানুগত সঙ্গীত শব্দে রথ্যা মুখরিত হইতেছে, চারি দিক প্রকীর্ণ পটবাস পুঞ্জে শোণিত হইয়া পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে, রাজমার্গ পিষ্টাতক পুঞ্জে পরিপূর্ণ হইয়া বালাতপ সম্পৃক্ত সাগরের ন্যায় শোভিত হইয়াছে, সকলেই কুসুম্ভরাগরঞ্জিত বস্ত্র ব্যবহার করিতেছে, কেহ বা গান করিতেছে, আর কেহ মৃদঙ্গ, কেহ কাংস্য, কেহ শঙ্খ, কেহ বা অন্যবিধ বাদ্য বাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কেহ বা কুমকুম সম্লিষ্ট পিষ্টাতক জলে শৃঙ্গক পরিপূর্ণ করিয়া বিদগ্ধ ভাবে বেশ্যাগণের প্রতি নিক্ষেপ করিতেছে। রাজা এই সকল ব্যাপার সকৌতুকে নিরীক্ষণ করিতেছেন এমন সময়ে বসন্তক কহিলেন মহারাজ! এদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন মদনিকা ও চূতলতিকা কেমন নৃত্য করিয়া আসিতেছে! রাজা বসন্তক-

বচনে সকৌতুক মনে তাহাদিগকে তানলয়বিশুদ্ধ স্বরে সুমধুর গান করিতে করিতে আসিতে দেখিয়া কহিলেন বয়স্য! দেখ ইহারা ক্রীড়া রসে একবারেই মগ্ন হইয়াছে। ইহারা ক্ষীণতর মধ্য ভাগ ভাঙ্গিবার কিছু মাত্র আশঙ্কা করে নাই। বেণীবেষ্টিতমালা শিথিল হইয়া পতনোন্মুখ হই; তেছে, চরণের নূপুর দ্বিগুণতর রব করিতেছে, হার অনবরত পতনোৎপতনচ্ছলে কুপিত হইয়াই যেন উরঃস্থলে প্রহার করিতেছে। বয়স্য! ইহাদেরই যথার্থ উৎসব,ইহারাই নাচিয়া গাইয়া উৎসব সফল করিতেছে। বসন্তক রাজার কথা শুনিয়া হাসিয়া কহিলেন বয়স্য! অনুমতি হইলে আমিও ইহাদের মধ্যে গিয়া নাচিয়া গাইয়া মদনোৎসব সার্থক করি। রাজা বয়স্যকে নিতান্ত উৎসুক দেখিয়া কহিলেন ভাল যদি তোমার একান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে তাহাতে আমার অসম্মতি নাই। বসন্তক রাজার সম্মতি জানিয়া নানারঙ্গে তাহাদের মধ্যে গিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এবং নাচিতে নাচিতে কহিলেন মদনিকে! চুতলতিকে! ভাল তোরা যে চর্চ্চরী গাইতেছিস আমাকে শিখাইয়া দে। আমি অসাধারণ বুদ্ধিমান,এবং ওবিষয়ে বড় পণ্ডিত বলিলেই শিখিতে পারিব।

তাহারা হাসিয়া কহিল আর পরিচয় দিতে হইবে না;

তোমার বিদ্যা বক্তৃতা কিছুই আমাদের অগোচর নাই। মর হতভাগা এ যে চর্চ্চরী নয়, আমরা দ্বিপদী খণ্ড গাইতেছি। বসন্তক খণ্ডের কথায় খাঁড় গুড় মনে করিয়া আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং কহিলেন ভাল ঐ খণ্ডে মোদক বা লাডু কি প্রস্তুত হয়, তাহারা পুনর্ব্বার হাসিয়া কহিল হতভাগা ইহাতে মোদক বা লাডুর কিছুই হয় না। কেবল গাইতে হয়। বসন্তক বিষণ্ণ মনে, যদি গাইতে হয়, খাইতে হয় না তবে আমার ইহাতে কি প্রয়োজন; বরং বয়স্যের নিকটে যাই, উৎসবের দিনে সেখানে উপস্থিত থাকিলে অবশ্যই কিছু না কিছু মিলিতে পারে। ইহা বলিয়া গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। উহারা দুই জনে তাঁহার বস্ত্র ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল, তিনি বস্ত্র মোচনের বিস্তর চেষ্টা পাইলে মদনিকা কহিল হতভাগ্য! কোথায় যাস? আয়না কেন একত্র হইয়া ক্রীড়া করি। ইত্যবসরে বস্ত্রমোচন করিয়া পলায়ন পূর্ব্বক রাজার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন বয়স্য! এতক্ষণ আমি উহাদের সঙ্গে নৃত্য করিয়া একান্ত ক্লান্ত হইয়াছি কিছু আহার দিয়া আমার শ্রম দূর করুন। আপনি দেখিয়া থাকিবেন কেবল পরিহাস করিয়া আসি নাই। রাজা বয়স্যের বাক্যে হাস্য করিতেছেন এমত

মধুকরেরা মধুকরীর সহিত মধুপানে প্রবৃত্ত হইয়া নিরন্তর গুন গুন ধ্বনি করিতেছে, কোকিলের কুহুস্বরে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইতেছে। প্রফুল্ল কমল, কুবলয়, কহ্লার প্রভৃতি জলপুষ্পে সরোবর সুশোভিত হইয়া সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত করিতেছে, আহা! উহাদের কি অপূর্ব্ব সৌরভ! দূরবর্ত্তী অন্ধ ব্যক্তিও সরোবর সন্নিহিত বলিয়া অনায়াসে জানিতে পারে। হংস, বক, চক্রবাক, সারস প্রভৃতি নানা জাতি জলচরপক্ষী তীরে, নীরে নিরন্তর ক্রীড়া ও সুমধুর কলরব করিয়া দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিতেছে। কি আশ্চর্য্য! বয়স্য! এ দিকে এক বার নিরীক্ষণ করিয়া দেখুন খঞ্জনেরা সুনয়না কামিনী-গণের নয়নের অনুরূপ হইবার বাসনায় যেন চাঞ্চল্য শিক্ষা করিতেছে। রাজা দেখিয়া শুনিয়া ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন বয়স্য! উত্তম বর্ণন করিলে, উদ্যানে যেমন নিরীক্ষণ করি-তেছি তোমার মুখেও তদনুরূপ শুনিলাম। ভাই! তুমি মধুমদে মত্ততার কথা কি কহিতেছ, আমার বোধে মহী-রুহেরাও মধুমদে মত্ত হইয়াছে। দেখ উহারা নব কিস-লয়ে শোভিত হইয়া ললিত লোহিত কান্তি ধারণ করি-য়াছে মলয়মারুতে মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইয়া যেন টলিয়া পড়িতেছে আর মুখর মধুকরনিকরের গুন গুন রবে যেন

আধ আধ কথা কহিতেছে। বসন্তক শুনিয়া কহিলেন বয়স্য! ও ভ্রমরগুঞ্জিত নহে; বোধ করি দেবী আসিতেছেন, তাঁহার পরিজনের নূপুরধ্বনি হইতেছে। রাজা বসন্তকের কথা শুনিয়া কহিলেন বয়স্য! বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছ, প্রিয়তমার সমাগমে তদীয় সহচরীগণ সঙ্গে আসিতেছে, তাহাদের নূপুরের শব্দই বটে।

রাজা ও রাজবয়স্য উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে কাঞ্চনমালা ও সাগরিকা প্রভৃতি সহচরি সমভিব্যাহারে মহিষী বাসবদত্তা উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, কাঞ্চনমালে! যে মহীরুহমূলে ভগবান্ মন্মথের অর্চনা করিব, সে রক্তাশোক কোথায়, আমায় দেখাইয়া দাও। কাঞ্চনমালা কহিল এই তোমার মাধবীলতা, আর যাহার অকালে কুসুম হইবে বলিয়া মহারাজ আয়াস পাইয়া থাকেন, সেই নবমালিকা ঐ, উহা অতিক্রম করিলেই আমরা অশোকমূলে উপস্থিত হইব। তখন মহিষী, বিলম্বের প্রয়োজন কি, আইস বলিয়া রক্তাশোক লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। সকলেই তাঁহার সমভিব্যাহারে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলে, তিনি আদেশ করিলেন পূজার সামগ্রী লইয়া আইস, কামদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হই। সাগ-

রিকা তাঁহার সমীপে আসিয়া নিবেদন করিল, দেবি! পূজার সামগ্রী সজ্জিত রহিয়াছে গ্রহণ করুন। বাসবদত্তা সাগরিকাকে সম্মুখীন দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরিজনেরা কি অসাবধান! এ কি আপদ! এ কেন এখানে? মহারাজ পাছে দেখেন বলিয়া যাহাকে সর্ব্বদা গোপনে রাখি সেই সাগরিকা আসিয়া উপস্থিত। অতএব আর্য্যপুত্রের উপস্থিতির পূর্ব্বেই ইহাকে বিদায় করিয়া দিই, তাহা হইলে কোন বিরুদ্ধ ঘটনার সম্ভাবনা থাকিবে না। এই বিবেচনায় রাজ্ঞী সাগরিকাকে কহিলেন, সাগরিকে! তুমি এখানে আসিয়া অতি গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছ, পরিজনেরা উৎসবে মাতিয়া অদ্য আত্ম বিস্মৃত হইয়াছে; এ সময়ে তুমি কি বিবেচনায় শারিকাকে একাকিনী রাখিয়া আসিলে? যাহা হউক, এখন কাঞ্চনমালার হস্তে পূজোপকরণ সমর্পণ করিয়া শীঘ্র যাও, তাহার কি হইল দেখ।

সাগরিকা রাজ্ঞীর কথায় অগত্যা সম্মতা হইয়া প্রস্থান করিল এবং যাইতে যাইতে মনে মনে বিবেচনা করিল আমি শারিকাকে সুসঙ্গতার হস্তে সমর্পণ করিয়া আসিয়াছি; সে অতি সাবধান, কোন মতেই সারিকার বিনাশ বা নির্গমের সম্ভাবনা নাই; অতএব সেখানে

যাইয়া আর কি করিব বিশেষতঃ আমার পিত্রালয়ে ভগবান্ কুসুমবাণের যেরূপ অর্চ্চনা হইয়া থাকে, এখানেও সেইরূপ কি না জানিবার নিতান্ত বাসনা আছে, অতএব নিভৃত থাকিয়া নিরীক্ষণ করি, কিন্তু এখনও পূজার কালবিলম্ব আছে, যদি পুষ্পচয়ন করি, অনায়াসে অর্চ্চনাও করিতে পারিব। এই বলিয়া পুষ্পচয়নে প্রবৃত্ত হইল।

এদিকে মহিষী কাঞ্চনমালাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন কাঞ্চনমালে! তুমি রক্তাশোকমূলে ভগবান্ পঞ্চবাণের প্রতিষ্ঠা কর। কাঞ্চনমালা যে আজ্ঞা বলিয়া মহিষীর আজ্ঞা সম্পাদনে সত্বর হইল।

এ দিকে বসন্তক রাজাকে বলিলেন বয়স্য। যখন নূপুর নীরব হইয়াছে, তখন বোধ করি দেবী অশোকমূলে উপস্থিত হইয়া থাকিবেন, রাজা কহিলেন যথার্থই কহিয়াছ। ঐ দেখ প্রিয়তমা উদ্যান আলো করিয়া রহিয়াছেন। বসন্তক কহিলেন বয়স্য! না হবে কেন, আমি ব্রাহ্মণসন্তান, আমার কথা কি কখন অন্যথা হইয়া থাকে। আপনি চিরকাল দেখিয়া আসিতেছেন এ শর্ম্মা মনে করিলে জলে জল আগুনে আগুন করিতে পারেন। রাজা শুনিয়া সহাস্য বদনে কহিলেন বয়স্য! আমার কাছে পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। আমি তোমাকে

বিশেষ জানি, তোমার কথায় সর্ব্বস্ব পাওয়া যায়; এখন আইস, প্রিয়তমার নিকটে যাই। ইহা কহিয়া উভয়ে প্রস্থান করিলেন। যাইতে যাইতে রাজা কহিলেন বয়স্য! দেখ দেখ, দেবীর শরীর কুসুমের ন্যায় সুকুমার, মধ্যভাগ স্বভাবতই ক্ষীণ, বিশেষতঃ অদ্যকার উপবাসে আরও ক্ষীণ হইয়াছে, সুতরাং মনোভবের পার্শ্ববর্ত্তিনী চাপ-যষ্টির ন্যায় শোভা পাইতেছেন। এই বলিতে বলিতে উভয়ে রাজ্ঞীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। রাজা রাজ্ঞীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন প্রেয়সি! কতক্ষণ আসিয়াছ?। রাজ্ঞী রাজাকে সমাগত দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন এবং পরম সমাদরে মধুর সম্ভাষণ করিয়া কহি-লেন আর্য্যপুত্র! আপনার আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বেই আসিয়াছি। পূজার আর বিলম্ব নাই, অনুগ্রহ করিয়া আসন পরিগ্রহ করিলে স্থান পবিত্র ও শোভিত হয়। সকলই প্রস্তুত আছে, কেবল আর্য্যপুত্রের আগমন প্রতি-ক্ষাই প্রতিবন্ধক ছিল।

রাজা রাজ্ঞীর বচনে প্রীতমনে আসনে উপবেশন করিলে কাঞ্চনমালা কহিল দেবি! আপনার আদেশা-নুসারে অশোকমূলে ভগবান্ অনঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, আপনি আসিয়া অর্চনা করুন। রাজ্ঞী কহিলেন পূজার

সামগ্রী সকল আনয়ন কর। কাঞ্চনমালা গন্ধপুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি বিবিধ পূজোপকরণ লইয়া মহিষীর সমীপে উপস্থিত হইল। বাসবদত্তা স্বহস্তে তৎসমস্ত দিয়া ভগবান কামদেবের অর্চনা আরম্ভ করিলেন। তখন রাজা মহিষীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন প্রিয়ে! তোমার ও প্রবালতরুসম্ভূত লতার কোন বিভেদ বোধ হয় না। কেন না, সে নিরন্তর নীরে থাকিয়া নির্ম্মল, তুমিও সম্প্রতি পূজার্থে অবগাহন করিয়া নির্ম্মলাঙ্গী হইয়াছ; সে স্বভাবতঃ রক্তবর্ণা, তোমারও কৌসুম্ভ রাগরুচির মনোহর অম্বর পরিধানে শরীরের শোণিমা জন্মিয়াছে। আর আরাধনার্থে যত বার এই অশোকোপরি কর প্রদান করিতেছ, তত বারই বোধ হইতেছে যেন উহাতে অভিনব পল্লব উদ্গত হইতেছে এবং ইহাও আমি সম্ভাবনা করি অদ্য অনঙ্গ নিজ অনঙ্গতা বিষয় ভাবিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইবেন; কারণ, তাঁহার শরীর না থাকায় তোমার এমত সুকুমার করস্পর্শসুখে বঞ্চিত হইলেন। রাজা এইরূপে প্রেয়সীর রূপের প্রশংসা করিতেছেন। এমন সময়ে মহিষী মনোভবের পূজা করিয়া উঠিলেন। তখন তাঁহাকে কাঞ্চনমালা কহিল দেবি! যথাবিধানে মকরকেতুর পূজা সমাপন করিলেন, এখন সত্বর হইয়া কুসুম

কুমকুম চন্দন প্রদান পূর্ব্বক মহারাজের পূজা সমাধান করুন। রাজ্ঞী কহিলেন পুষ্পাদি লইয়া আইস। কাঞ্চনমালা প্রশস্ত পাত্রস্থিত সমস্ত বস্তু হস্তে লইয়া উপস্থিত হইলে রাজ্ঞী তদ্দ্বারা রাজপূজায় প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে কতকগুলি পুষ্প চয়ন হইলে সাগরিকা আক্ষেপ করিতে লাগিল হায়! আমি কুসুম লোভে কি করিলাম? হয় ত এতক্ষণ পূজাবিধি সমাধা হইয়াছে. এ হতভাগিনীর ভাগ্যে বুঝি দেখাও ঘটিল না। আর এখানে থাকিয়াই বা কি করি, ভাল! দেখিয়াই আসি না কেন, কি পর্য্যন্ত হইয়াছে। এই বলিয়া সিন্ধুবার বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া দেখিতে লাগিল, রাজ্ঞী রাজার পূজা করিতেছেন।

ইহার পূর্ব্বে সাগরিকা কখন রাজাকে নয়নগোচর করে নাই, সুতরাং রাজপূজা দর্শনে তাহার মদনপূজা বলিয়াই প্রতীতি জন্মিল। তখন সে অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া হর্ষোৎফুল্ল নেত্রে মনে মনে কহিতে লাগিল আমার পিত্রালয়ে চিত্রময়ই মন্মথের পূজা হইয়া থাকে, কি সৌভাগ্য! এখানে মূর্ত্তিমান্ অনঙ্গ অবলোকন করিলাম। আমার জন্ম সার্থক, চক্ষু চরিতার্থ ও জীবন অবশ্য রক্ষণীয় হইল, মরিতে মরিতে যে বাঁচিয়াছি তাহাও অদ্য সফল হইল, ওখানে মহিষী আছেন নিকটে যাইয়া পূজা-

করা দুষ্কর, কি করি, উপায়ান্তর নাই, কাজেই এখানে থাকিয়া উদ্দেশে পূজা করিতে হইল। দেবতারা অন্তর্যামী, অবশ্য আমার ভক্তি দর্শনে প্রসন্ন হইবেন সন্দেহ নাই। এই বলিয়া সমধিক শ্রদ্ধা সহকারে কামদেবোদ্দেশে কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিয়া কহিল ভগবন্ কামদ কামদেব! আমি অনাথা তপস্বিনী কামিনী, কৃপা করিয়া এ অবলার প্রতি প্রসন্ন হও; যাহা দেখিবার দেখিলাম। এই বলিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া কহিল কি আশ্চর্য্য! এই মাত্র দেখিয়া প্রণাম করিলাম, আবার যে মন উৎসুক হইতেছে, যত দেখি, নয়নের কোন রূপেই তৃপ্তি হইতেছে না, প্রাণ কেমনই করিতেছে, কি করি আর ত এখানে থাকিতেও পারি না, কি জানি মহিষী পাছে জানিতে পারেন। কেহ না দেখিতে দেখিতেই ভালয় ভালয় এস্থান হইতে প্রস্থান করাই শ্রেয়ঃ। এই বলিয়া গমনে উদ্যত হইল।

ওদিকে রাজপূজা সমাপ্ত হইলে কাঞ্চনমালা বসন্তককে কহিল, সম্প্রতি আপনিও দেবীর নিকট হইতে স্বস্তিবাচনিক গ্রহণ করুন। বসন্তক আস্তে ব্যস্তে সন্নিহিত হইলেন। বাসবদত্তা বিলেপনাদি প্রদান করিয়া "আর্য্য গ্রহণ করুন" এই বলিয়া স্বস্তিবাচনিক প্রদান করিলেন। বস-

ন্তক প্রীত মনে স্বস্তি স্বস্তি বলিয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন।

ইত্যবসরে বৈতালিকেরা বেলাববোধার্থে উচ্চৈঃস্বরে রাজার স্তুতিপাঠ আরম্ভ করিল "হে মহারাজ উদয়ন! সম্প্রতি ভগবান্ উষ্ণদীধিতি অস্তাচলে চলিলেন, সায়ংকাল উপস্থিত, নিদেশবর্ত্তী নৃপমণ্ডলী সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া নয়নানন্দদায়ী ভবদীয় চরণারবিন্দ দর্শনে উৎসুক রহিয়াছেন।"

সাগরিকা শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া অপার আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইল এবং তৎক্ষণাৎ গমনে বিরত হইয়া সতৃষ্ণ নয়নে রাজাকে নিরীক্ষণ করত কহিতে লাগিল, যাঁহার সহিত বিবাহবিধি নির্ব্বাহ নিমিত্ত পিতা আমায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইনিই সেই রাজা! ইহাঁরই নাম উদয়ন! হায়! আমি কি হতভাগিনী! যদি অপার পারাবার পার হইতে না হইত, যদি নিশাচরীর ন্যায় বাত্যা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি না ধরিত, যদি জলনিধির জল কল্লোল বিস্তার না করিত, যদি প্রবলতর তরঙ্গে যানভঙ্গ না হইত, যদি হত বিধি এ হতভাগিনীর প্রতি প্রতিকূলাচরণ না করিত তবে কি আমায় এ দুর্দ্দশায় পড়িতে হয়! তবে কি ঈদৃশ দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ

করিতে হয়! তবে কি আমায় অনঙ্গ পূজা দর্শনে বঞ্চিত হইতে হয়! তবে কি আমায় সতত ভয়ে শঙ্কিত থাকিতে হয়! কোথায় শত শত দাসীগণে বেষ্টন করিয়া থাকিবে, কোথায় বচন শ্রবণার্থ আমার মুখপানে চাহিয়া থাকিবে, কোথায় আমার আদেশ সম্পাদনে আত্মাকে চরিতার্থ করিবে; না আমাকেই দাসী হইতে হইল! মহিষীর স্নেহ ভাজন হইবার বাসনা করিতে হইল! পাছে কুপিত হন এই ভয়ে সদা শঙ্কিত থাকিতে হইল! হায় বিধি! তোমার কি অপরাধ করিয়াছি! তোমার কি মনে এই ছিল! আমায় কি এইঅভিপ্রায়েই সৃষ্টি করিয়াছিলে! যাহা হউক এখানে যে পঁহুছাইয়াছ ও এবাটীর পরিচারিকার মধ্যে পরিগণিত করিয়াছ,ইহাতেই তোমায় ধন্যবাদ দিই,ইহাতেই তোমার গুণোৎকীর্ত্তন করি, ইহাতেই তোমায় দয়াময় বলিয়া বলি, তুমি আমাকে সাগর সলিলে ডুবাইলেও ডুবাইতে পারিতে, তুমি আমাকে দেশান্তরে নিক্ষেপ করিলেও করিতে পারিতে, অন্যের দাসী করিলেও করিতে পারিতে, আমার এ নয়নদ্বয়কে একান্ত বঞ্চিত রাখিলেও রাখিতে পারিতে, তাহা না করিয়া যখন আমার জন্মের সার্থকতা, লোচনযুগলের চরিতার্থতা, দেহের অবশ্যরক্ষণীয়তা, অশেষ ক্লেশ ভোগের সফলতা ও যে জীবনকে

একান্ত পরিত্যাজ্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল সেই জীবনেরই নিতান্ত স্পৃহনীয়তা সম্পাদন করিলে তখন তুমি সাগরকে সুখাইতে, অনলকে শীতল করিতে, অনিলকে নিশ্চল রাখিতে, অন্ধকে সুনয়ন করিতে, মূককে বাচাল করিতে পার আমি বিনীত ভাবে ভক্তি সহকারে সর্ব্বান্তঃকরণে ম্লান বদনে সাশ্রু নয়নে গদ্গদ বচনে কাতরস্বরে প্রার্থনা করিতেছি তুমি আমার প্রতি অনুকূল হইয়া আমার পিতার অভিলায ও আমার মনোরথ পূর্ণ কর।

এ দিকে রাজা বৈতালিক বচন শ্রবণে উৎসুক হইয়া মহিষীকে কহিলেন প্রিয়ে! উৎসবের মহিমা কি অসীম দেখ, দিন গিয়াছে, সন্ধ্যাও উত্তীর্ণ, কিছুই আমাদের উপলব্ধি নাই; এখন পূর্ব্বদিকের পাণ্ডুতা দর্শনে বোধ করি, ভগবান্ কলানিধি কর প্রসারণ করিয়া তিমিরাবৃত জগতের উদ্ধার করিবেন বলিয়াই যেন উদ্যত হইতেছেন। আর এখানে থাকার প্রয়োজন নাই, চল সকলে প্রস্থান করি। রাজবাক্য অনুমোদন করিয়া মহিষী প্রস্থানের উপক্রম করিলেন।

এ দিকে তাঁহার গমনোদ্যম দেখিয়া সাগরিকা কহিল, দেবী ত চলিলেন; আমিও সত্বর হই। আর এখানে

থাকিয়া কেন দেবীর নিকট অপমানিত হইব। ইহা কহিয়া সাগরিকা সস্পৃহনয়নে একমনে রাজার বদন দর্শন করত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল এবং মনোদুঃখে ম্রিয়মাণা হইয়া কহিল, হায়! আমার কি পোড়া কপাল, মন ভরিয়া দেখিবারও অবসর নাই। কি করি, না যাইলেও নয়, কিন্তু নয়ন ও মন কেহই ক্ষণেকও ছাড়িতে চাহে না, চরণও চলিতে সম্মত নহে; কেবল ঐ মুখসুধাকর নিরন্তর নিরীক্ষণ করি এই বাসনাই বলবতী হইতেছে। করুণাময় পরেমেশ্বর! [illegible]পাত কর, বিষম দারুণ বিপদে পড়িয়াছি, কিছুই অ[illegible]ন নাই; তুমিই এক মাত্র অবলম্বন। হে দয়াময়! আমি চারিদিকই বিপদসাগরময় দেখিতেছি, একবার সাগরে ডুবিয়াছিলাম তাতে কথঞ্চিৎ বাঁচিবার আশা ছিল, সে বার তুমিই রক্ষা করিয়াছিলে, এবারে কোন আশাই নাই। কেবল তুমিই আশা, তুমিই ভরসা, তোমাকেই বলি, আর কাকে বলিব, এমন কৃপাসিন্ধু জগতে আর কে আছে। অন্যের কাছে দুঃখ নিবেদন কেবল ব্যক্ত করাই মাত্র, তাতে কি কাজ দেখিবে, কি ফল হইবে, অতএব তোমাকেই জানাইতেছি তোমার কাছেই ব্যক্ত করিতেছি—তোমারই শরণাগত হইতেছি; তুমি সর্ব্বশক্তিমান্, মনে করিলে এক ক্ষণেই

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করিতে পার, সচরাচর জগৎ তোমার অধীন—তোমার নিয়মের অধীন—তোমার ইচ্ছার অধীন। দয়াময়! এ দীন হীনের উপর দয়া কর, অনুকূল হও, কৃপা করিয়া কৃপাদৃষ্টি বিতরণ কর, এই দুস্তর বিষম দুঃখের অবসান কর। এই বলিয়া অশ্রুধারায়, অভিষিক্ত হইয়া সাগরিকা কথঞ্চিৎ প্রস্থানে প্রবৃত্ত হইল।

রাজা গমন সময়ে মহিষীকে কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার অমল মুখকমলের অলৌকিক কান্তি দর্শন করিয়া পাছে লোকে স্বীয় শোভায় হেয়তা প্রকাশ করে এই ভাবনা নিরন্তর ভাবিয়া সুধাকর মলিনান্তর হইয়াছেন। ঐ দেখ পদ্মেরাও ঐ ভাবনায় বিবর্ণ হইয়া যাইতেছে; ভ্রমরীরা তোমার—পরিচারিকাগণের গীত শ্রবণে লজ্জিত হইয়াই যেন মুকুল মধ্যে লীন হইতেছে। ইহা কহিতে কহিতে রাজা, রাজমহিষী ও তৎপরিজন সকলেই উদ্যান হইতে নির্গত হইলেন।

রত্নাবলী।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

পঞ্জরস্থ শারিকা লইয়া সুসঙ্গতা সাগরিকার অন্বেষণে নির্গত হইল। অনেক অনুসন্ধানেও তাহাকে দেখিতে পাইল না। পরিশেষে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া কহিতে লাগিল, প্রিয়সখী সাগরিকা আমার হস্তে শারিকা দিয়া কোথায় গেল? এত অনুসন্ধান করিলাম কোথাও দেখিতে পাইলাম না? আর কোথায় অন্বেষণ করি, একান্ত শ্রান্ত হইয়াছি; কাহাকেও দেখি না যে জিজ্ঞাসা করি। অনন্তর রাজ্ঞীর পরিচারিকা নিপুণিকাকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া বিবেচনা করিল, ইহার নিকট প্রিয়সখীর সমাচার জানিতে পারিব, কোথাও না কোথাও প্রিয়সখীর সহিত ইহার দেখা হইয়া থাকিবে। এই ভাবিয়া সুসঙ্গতা তথায় দণ্ডায়মান আছে, এমন সময়ে নিপুণিকা তাহার নিকট দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। সুসঙ্গতা তাহাকে প্রস্থিত দেখিয়া কহিল। নিপুণিকে! এত ব্যস্ত কেন? চিরপরিচিত প্রণয়ভাজন যে জন পথের মধ্যে তোমারই অপেক্ষায়

দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহাকে উপেক্ষা করিয়া কি নিমিত্ত অনন্যমনে চলিয়া যাইতেছে? বল দেখি এ কথাটা কি? নিপুণিকা সুসঙ্গতার কথা শ্রবণে গমনে বিরত হইয়া তাহাকে তথায় দণ্ডায়মান দেখিয়া কহিতে লাগিল সখি! তুমি যে এখানে? সুসঙ্গতা কহিল আমার কথা পরে বলিব, তুমি যে এত ব্যস্ত সমস্ত, কারণ কি? কোথায় যাইতেছ? নিপুণিকা কহিল শ্রীপর্ব্বত হইতে শ্রীখণ্ডদাসনামা এক মহানুভব সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তিনি তন্ত্র,মন্ত্র নানা বিষয়ে নিপুণ, মহারাজ তাঁহার নিকট কুসুমজননী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া নিজ নবমালিকাকে অকালে কুসুমিতা করিবেন! ইহা জানিবার নিমিত্ত দেবী আমাকে পাঠাইয়াছিলেন, আমি মহারাজের নিকট সবিশেষ জানিয়া আসিতেছি যে, যথার্থই নবমালিকা অকালে পুষ্পিতা হইবেক। তাহাতেই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দেবীকে সংবাদ দিতে যাইতেছি। সখি! তুমি যে এখানে? সুসঙ্গতা কহিল সখি! সাগরিকার অন্বেষণে অনেক ভ্রমণ করিলাম, কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না; পরিশেষে তোমাকে দেখিতে পাইয়া তোমারই প্রতীক্ষা করিতেছি; যদি দেখিয়া থাক বল, আমার প্রিয়সখী কোথায়? নিপুণিকা কহিল সখি! আমি তাহাকে কদলীগৃহে প্রবেশ করিতে

দেখিয়াছি ; বোধ হয়, সে সেই খানেই আছে। সখি ! আমি এখন দেবীর নিকটে যাই, তিনি পথ চাহিয়া আছেন। এই বলিয়া নিপুণিকা প্রস্থান করিল। সুসঙ্গতাও সাগরিকার অন্বেষণে চলিল।

এ দিকে রাজাকে দেখিয়া অবধি সাগরিকার পূর্ব্বরাগসম্ভব সমস্ত স্মরদশার আবির্ভাবে কি দিবা, কি রাত্রি, কি সুখ, কি দুঃখ কিছুই বোধ নাই। শরীর নিতান্ত কৃশ ও একান্ত বিবর্ণ হইয়াছে, গণ্ডদেশে পাণ্ডুতা স্পষ্টই প্রকাশ পাইয়াছে। কিসে রাজার সহিত মিলন হয়, এই চিন্তাতেই সর্ব্বদা নিমগ্ন ; মুখে কথামাত্র নাই, কি করে, কাহাকেই বা জিজ্ঞাসে, কেই বা উপায় বলিয়া দেয়। উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা প্রিয়তমের প্রতিকৃতি লিখিয়া তদ্দর্শন দ্বারাও আত্মাকে কিছু সুস্থ করিতে পারিব। এই প্রত্যাশায় ফলক, বর্ত্তিকা ও বর্ণক লইয়া কদলীগৃহে প্রবেশ করিয়াছে। লিখিবার নিমিত্ত বর্ত্তিকা লইয়া কহিতে লাগিল, অরে অবোধ হৃদয় ! যাহাকে পাইবার কোন প্রত্যাশাই নাই তাহার নিমিত্ত কেন এত উথলা হও, যাহার মুহূর্ত্ত দর্শনমাত্র তোমার এত ক্লেশ হইতেছে, তাহাকেই কেন পুনর্ব্বার দেখিতে অভিলাষ কর, যাহাকে পাছে দেখিতে পাই, এই আশঙ্কায় মহিষী আমাকে উ-

স্থান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন তুই তাহারই নিমিত্ত এত উৎকণ্ঠিত হইতেছিস্? সে কেমন লোক বিবেচনা করিয়া দেখ্? ওরে কৃতঘ্ন নির্দ্দয় হৃদয়! কি বুঝিয়াছিস্? কিছুই বুঝিতে পারি না, দেখ? যাহার সহিত জন্মাবধি বাড়িয়াছিস্? ও বাড়িবি, সেই চিরপরিচিত তোমার আশ্রয়ভূত আশ্রিতপ্রতিপালককে ত্যাগ করিয়া ক্ষণ-পরিচিত উদাসীনের অনুগামী হইতে প্রবৃত্ত হইতেছিস্? তোর কি লজ্জা নাই, তুই অতি কৃতঘ্ন ও নির্দয়; তোর ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা নাই, বিবেচনা করিয়া দেখিলে তোর মত পামর আর কে আছে? দেখ্ দেখি? যে তোকে সুখী করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন পাইতেছে তুই তাহারই সর্ব্বনাশের অভিসন্ধি করিতেছিস্? ক্ষান্ত হ, ক্ষান্ত হ, ভ্রান্তি ক্রমেও আর সে দিকে চাহিস্ না, আমার এই অনুরোধ রক্ষা কর, পাছে তোর নিন্দা হয়, আমি এই মাত্র আশঙ্কা করি, নতুবা মরণের ভয় রাখি নাই, যে দিন সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছি, যে দিন মহিষী আমায় পরিচারিকার পদে নিযুক্ত করিয়াছেন, যে দিন আমার রত্নাবলী নাম গিয়া সাগরিকা নাম হইয়াছে, সে দিন অবধি আর মরণে কাতর নহি। অথবা বৃথা তোমায় প্রবোধ দিতেছি ও তিরস্কার করিতেছি তুমিত স্বভাবতঃ

এরূপ নীচাশয় বন্ধু, অবিনীত মদন তোমায় ঈদৃশ দুর্ব্বি-
নীত করিয়াছে, তাহারই শরে আজি তুমি অপথে পাদা-
র্পণ করিয়াছ; সেই তোমার এ দুর্নয় ঘটাইয়াছে। নতুবা
তোমায় চিরকাল দেখিতেছি, কখনত কোন অবিনয়ের
কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও নাই। এক্ষণে সেই দুর্ব্বিনীত দুরাচার
নিষ্ঠুরেরই ভৎসনা করি, অরে অবলাজনপ্রাণহারিন্
পাপ পিশাচ মদন! কে তোরে দেবতার মধ্যে পরিগণিত
করিল, কেই বা তোরে এ নিষ্ঠুরতার ক্ষমতা প্রদান
করিল, ছি, ছি, ছি, এ সব কর্ম্মে প্রবৃত্তি পরিত্যাগ কর,
জানিস্ত একবার মহাদেবের নিকট কি দুর্দ্দশা ঘটিয়া-
ছিল, ঠেকিয়াও কেন শিখিতে পারিলি নাই, আবার
কোনদিন কি ঘটিবে বিবেচনা করিয়া দেখ? আমি যেন
অবলা বলিয়াই পার পাইলি, শক্তের হাতে পড়িলে আজ
জানিতে পারিতিস্? এতক্ষণ তুই বা কোথায় থাকিতিস্?
তোর ধনুর্ব্বাণ প্রভাবইবা কোথায় থাকিত? ধিক্ তোকে
ধিক্ তোর কিছুই লজ্জা নাই, অতি প্রভাবশালী সুরাসুর
জয় করিয়া পরিশেষে স্ত্রীহত্যায় প্রবৃত্ত হইলি? অরে পা-
মর! লোকে যে দুর্নাম করিবে, অযশ ঘুষিবে, ইহা একবার
মনেও ভাবিলি নাই? এ পাপে কিসে পরিত্রাণ পাইবি বল?
অথবা তোর এ তিরস্কার অরণ্যে রোদন হইতেছে, তুই

অনঙ্গ; অঙ্গ থাকিলে কত যাতনা হয় জানিতে পারিতস্‌? হায় আমি অতি হতভাগ্য! নতুবা কেন ঈদৃশ দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইবে।

ইহা কহিতে কহিতে সাগরিকার নয়ন অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল। অঞ্চলে অশ্রু মোচন করিয়া ভাবিতে লাগিল আর ত কিছুই উপায় দেখিতেছি নাই, কেবল স্থানটী নির্জ্জন, এমন সুবিধা আর ভাগ্যে ঘটিবে না, এই সময় প্রিয়তমে চিত্রিত করিয়া নয়নযুগল চরিতার্থ করি। ইহা কহিয়া বাম হস্তে ফলক ও দক্ষিণ হস্তে বর্ত্তিকা লইল। কিন্তু রাজাকে মনে করিতে করিতেই চক্ষুঃ হইতে বাষ্পবারি নিঃসৃত হইতে লাগিল, শরীর অবসন্নপ্রায় হইল, হস্ত অস্থির হইয়া উঠিল, কি করে, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিতে লাগিল, হায় যদি এ সময় এ উপদ্রব উপস্থিত হইল, তবে ত প্রিয়তমের দর্শনে একেবারেই বঞ্চিত হইলাম, এ অবস্থায় অবিকল যে চিত্রিত করিব তার আর প্রত্যাশা নাই, যেমন হয় সেইরূপই লিখিয়া দর্শনে দর্শনেন্দ্রিয়ের সার্থকতা করি। ইহা স্থির করিয়া সাগরিকা যত্ন সহকারে পুনর্ব্বার লিখিতে প্রবৃত্ত হইল।

অনন্তর সুসঙ্গতা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিতে

পাইল সাগরিকা চিত্র করিতেছে, কিন্তু দূরপ্রযুক্ত কি চিত্রিত করিয়াছে কিছুই বুঝিতে পারিল না। তখন সে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কৌতুকাবিষ্টমনে মনে করিতে লাগিল। ভাল, প্রিয়সখী সংজ্ঞাশূন্য ও অনন্যমনা হইয়া কি লিখিতেছে, আমি যে এখানে আসিয়া এতক্ষণ রহিলাম, এ ত তার কিছুই জানিতে পারিল না। যাহা হউক, এখন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে যাইয়া দেখি, সখী কি চিত্র করিতেছেন। এই ভাবিয়া আস্তে আস্তে সাগরিকার পশ্চাদ্ভাগে গিয়া দেখিতে পাইল ভূপতির প্রতিকৃতি চিত্রিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতেই তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল, আনন্দভরে চিত্ত গদ্গদ হইতে লাগিল, মন মন্থর হইয়া উঠিল, তখন সে বিস্ময়বিকসিতনয়নে ধন্যবাদ দিয়া মনে মনে কহিতে লাগিল ধন্য সখি, তুমিই ধন্য! তোমার এ সদাশয়তার কর্ম্মে পরমপ্রীতি প্রাপ্ত হইলাম। লোকে যে বলিয়া থাকে "কমলাকর পরিত্যাগ করিয়া রাজহংসী পল্বলে কখন ক্রীড়া করে না"। এ কথা যথার্থ, তার সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এখন জগদীশ্বরের নিকট বিনীতভাবে আমার এই প্রার্থনা, সখি তুমি অবিলম্বেই যেন অভিলাষানুরূপ ফল প্রাপ্ত হও। এইরূপে সুসঙ্গতা সাগরিকার বিচিত্র চিত্র

নিরীক্ষণ করিতেছে। এমত সময়ে সাগরিকা চিত্রকর্ম্ম সমাপন করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে কহিতে লাগিলেন হায়! এ কি বিষম বিপদ! অভাগিনীর কোন প্রকারেই সুখের সম্ভাবনা নাই।

যদিও যথা কথঞ্চিৎ প্রিয়তমের প্রতিকৃতি লিখিলাম, তাতে আবার পোড়া বিধাতা বাদসাধিতে লাগিল, নয়ন হইতে নিরন্তর বারিধারা নির্গত হইতেছে, ভাল করিয়া দেখিয়া মনের সাধ মিটাইব, তাহেও বাধা হইল। ইহা কহিয়া সাগরিকা ঊর্দ্ধমুখে যেমন চক্ষুর জল মুছিবে, অমনি সুসঙ্গতাকে পশ্চাদ্ভাগে দেখিতে পাইল। তখন সে মুখে, সখি সুসঙ্গতে! বলিতে বলিতে উত্তরীয় বস্ত্রে ফলক আচ্ছাদন করিয়া কহিল সখি, কত ক্ষণ? এস সখি এস, দুজনে একত্র উপবেশন করি। সুসঙ্গতা উপবেশনানন্তে সখি উত্তরীয় ঢাকা কি? বলিয়া বলে ফলক লইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণের পর কহিল সখি! এ চিত্রপটে কার প্রতিমূর্ত্তি লিখিয়াছ? সাগরিকা কহিল সখি। মহোৎসব উপস্থিত দেখিয়া ভগবান রতিপতির প্রতিকৃতি লিখিয়াছি। সুসঙ্গতা স্মিতবিকসিতনয়নে কহিতে লাগিল সখি! তোমার এ শিল্পনৈপুণ্য দর্শনে অতি চমৎকৃত হইলাম। কিন্তু যে যাহার সহচর

নি যে তদ্বিহীন হইলে সুখী ও অন্যেরও নয়নের সুখ-কর হয় না আর বিশেষতঃ অদ্য মদন মহোৎসব, এ উৎ-সবে কামদেবকে রতিবিরহিত করা অবিধেয় হইয়াছে; অতএব আমি উহাতে রতির প্রতিকৃতি লিখিতে বাসনা করি। এই বলিয়া বর্ত্তিকা লইয়া লিখিতে প্রবৃত্ত হইল। সাগরিকা দেখিয়া কুপিত হইয়া কহিল, সখি! তুমি কি নিমিত্ত চিত্রফলকে আমার প্রতিমূর্ত্তি লিখিলে? সুসঙ্গতা ঈষৎ হাসিয়া কহিল সখি! অকারণে কেন কোপ করি-তেছ? তুমি যেমন রতিপতি লিখিয়াছ, আমিও সেইরূপ রতি লিখিলাম, তোমার আমার শরীরভেদমাত্র, কেন আমার সহিত চাতুরী কর, তুমি আমার কাছে কখন কোন কথাই গোপন কর নাই; অতএব অদ্যও অশঙ্ক-মনে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন কর।

সাগরিকা লজ্জিত হইয়া মনে করিতে লাগিল, প্রিয়-সখীর নিকট আমার মনোরথ প্রকাশ পাইল, এখন না বলিয়াই কি করি। এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া কহিল প্রিয়সখি! আমার লজ্জা ত জান, দেখও যেন কেহ শুনে না। সুসঙ্গতা কহিল সখি! লজ্জা কি? তোমার যেরূপ রূপ ও গুণ, তাহাতে এরূপ অভিলাষ হওয়া কোন রূপেই অযুক্ত ও অন্যায্য নহে। আর আমি যে এ কথা কাহারও

কাছে ব্যক্ত করিবে ইহা তুমি মনেও করিও না, তবে সারিকা অত্যন্ত মেধাবিনী, আমাদের সকল কথাই শুনিয়াছে, কি জানি কাহারও কাছে পাছে প্রকাশ করিয়া ফেলে। সাগরিকা শুনিতে শুনিতেই মদনবেদনায় অধীর হইয়া অতিকষ্টে কহিল, সখি কি করি। ক্রমশঃ সন্তাপ বৃদ্ধিই হইতেছে, যাহা কর্ত্তব্য হয় কর। ইহা কহিয়া বিচেতনা হইল।

সুসঙ্গতা আস্তে ব্যস্তে তাহার হৃদয়ে হস্ত দিয়া কহিতে লাগিল, সখি স্থির হও, ধৈর্য্য ধর। আমি তৎপর হইয়া এই দীর্ঘিকা হইতে নলিনীদল ও মৃণাল আনিতেছি। ইহা কহিয়া গিয়া নলিনীদল ও মৃণাল লইয়া ত্বরায় উপস্থিত হইল এবং নলিনীপত্রে শয্যা ও মৃণালে বলয় করিয়া দিয়া সন্তাপশমতাভিলাষে সুশীতল কমলিনীদল হৃদয়ে অর্পণ করিল। সাগরিকা কিয়ৎ ক্ষণের পর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া কহিল সখি! এপদ্মিনীপত্র ও মৃণালবলয় ফেলিয়া দাও? ইহাতে কি হইবে? বৃথা কেন ক্লেশ পাইতেছ? এসন্তাপ উপশম হইবার নহে, দেখ যাঁহার প্রতি আমার অনুরাগ জন্মিয়াছে, তিনি অতি দুর্লভ, তাঁহাকে পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই, লজ্জাও অতি বলবতী, আর নিজেও স্বতন্ত্র নহি, পরের দাস্যশৃঙ্খলে বদ্ধ

আছি. কি কারি দাসীর একপ প্রত্যাশা অতি অন্যায় জানিয়াও চঞ্চলচিত্তকে কোন রূপেই নিবৃত্ত করিতে পারি নাই। সখি! প্রেম অতি বিষম পদার্থ, ইহাতে নানা অনর্থ ঘটে, মাদৃশ কত শত কুলকামিনী কুলে ও লজ্জা ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া কলঙ্কিত হইয়াছে। কেহ বা কুললজ্জার অনুরোধে প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিয়াছে। আমার মতে লজ্জা ভয় ত্যাগ অপেক্ষায় প্রাণ পরিত্যাগই শ্রেয়স্কর। তাহা হইলে কাহারও নিকট নিন্দাস্পদ বা দোষভাজন হইতে হয় না; একপ ছুর্বিসহ বিষম যন্ত্রণাও ভোগ করিতে হয় না। ইহা কহিয়া সাগরিকা পুনর্ব্বার মুর্চ্ছিত হইল।

এমত সময়ে একটা বানর কণ্ঠস্থিত ছিন্নাবশিষ্ট হিরণ্ময় শৃঙ্খলের কিয়দংশ লইয়া মন্দুরা হইতে রাজভবনে প্রবিষ্ট হইল। বেগে গমন করাতে তাহার চরণস্থিত কিঙ্কিনী সকল মুখর হইয়া সুমধুর ধ্বনি করিতে লাগিল; তৎকালে দৃষ্ট হইল অশ্বপালেরা তাহাকে ধরিবার আশয়ে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে, তত্রস্থ জনগণ ভয়বিহ্বল হইয়া চিত্রিতের ন্যায় কাতরনয়নে নিরীক্ষণ করিতেছে। কঞ্চুকীরা পৌরুষাভাবে রক্ষকতা কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া লজ্জাভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া প্রাণ

পথে পলাইতেছে, দ্রুতগমনে অক্ষম বামনগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া কঞ্চুকীর কঞ্চুকমধ্যে লুক্কায়িত হইতেছে, পর্বান্তাশ্রয়ী কিরাতেরা ত্রাসিতচিত্তে স্বীয় নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে, পাছে বানরে দেখিতে পায় এই ভয়ে কুজেরা হামাগুড়ি দিয়াই পলায়ন করিতেছে। ফলতঃ তৎকালে বানরোপদ্রবে রাজভবনে ভয়ানক কোলাহল হইয়া উঠিল।

সুসঙ্গতা দেখিয়া শুনিয়া ব্যগ্র হইয়া সাগরিকাকে কহিল, সখি! উঠ, উঠ, দুষ্ট বানর এদিকেই আসিতেছে। অগ্রে সাবধান হওয়া ভাল, আইস পলাইয়া যাই। সাগরিকা গাত্রোত্থান করিয়া সসম্ভ্রমে কহিতে লাগিল, তাইত সখি! উপায় কি? আমি ভয়ে বিহ্বল হইয়াছি। সুসঙ্গতা কহিল সখি! এখন ভাবিবার সময় নয়; চল শীঘ্র যাই। ঐই নিবিড় অন্ধকারময় তমাল বনে প্রবেশ করি। যাবৎ ও পাপ চলিয়া না যায়, তাবৎ ঐখানেই থাকিব। এই বলিয়া সাগরিকার হস্তাকর্ষণ করিয়া তমালবনে প্রবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সাগরিকা সুসঙ্গতাকে কহিল সখি! কেমন করিয়া ফলক ফেলিয়া আসিলে? যদি কেহ দেখিতে পায়, বল দেখি তখন কি হইবে? সুসঙ্গতা

কহিল, সখি! তুমি কেবল ফলকের ভাবনাই ভাবিতেছ, দধিভক্তলম্পট দুষ্ট মর্কট পঞ্জর ভগ্ন করাতে শারিকা যে উড়িয়া গেল, তার কি ভাবিলে বল, সে যেমন মেধাবিনী তা ত তুমি জান। যখন যা শুনে সকলই তাহার কণ্ঠস্থ থাকে। কদলীগৃহে আমাদের আলাপ সকলই শুনিয়াছে। আমার ভয় হইতেছে পাছে কাহারও কাছে ব্যক্ত করিয়া ফেলে। এস অগ্রে তাহারই অনুবর্ত্তী হই; পরে ফলক লইয়া আসিব। সাগরিকা কহিল সখি। তবে আর বিলম্বে কাজ নাই; চল শীঘ্র যাই, তাহারই অনুসন্ধান করি, উড়িতে উড়িতেও আমাদের কথা সে ব্যক্ত করিতে পারে। ইহা কহিয়া দুজনে শারিকার অন্বেষণে নির্গত হইতেছে এমত সময়ে, কি আশ্চর্য্য। কি আশ্চর্য্য! ইত্যাকার শব্দ উভয়ের কর্ণগোচর হইল। সাগরিকা শ্রবণে ভীত ও ত্রস্ত হইয়া কহিল সখি! দেখ কি, আবার বুঝি সেই দুষ্ট বানরই আসিতেছে। সুসঙ্গতা শব্দানুসারে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, অয়ি কাতরে! এত ভীত হও কেন? ইনি যে মহারাজের প্রিয়বয়স্য আর্য্য বসন্তক, ইহাঁকে দেখিয়া ভয়ের আশঙ্কা কি? সাগরিকা রাজবয়স্য শুনিয়া সস্পৃহ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। বসন্তক পুনর্ব্বার কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! ভাল রে শ্রীখণ্ড দাস, ভাল ভাল। এই

কথাই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ভুয়োভূয়ঃ কহিতে লাগিলেন। সুসঙ্গতা হাসিয়া কহিল সখি! ইহাঁকে দেখিয়া আর কি হইবেক, চল আমরা যাই শারিকা এত ক্ষণ কতদূর উড়িয়া গেল। এই বলিয়া সুসঙ্গতা সাগরিকাকে লইয়া শারিকার অন্বেষণে চলিল।

বসন্তক পুনর্ব্বার সাধু রে শ্রীখণ্ড দাস, সাধু সাধু বলিয়া কহিতে লাগিলেন। যাহা হউক, তোমারই বিদ্যাশিক্ষা সার্থক। ঔষধ দিবামাত্রই নবমালিকা কুসুমিতা হইয়া উঠিল। এখন মহিষীর বিকসিতকুসুমরাশিসুশোভিত মাধবীলতাকে উপহাস করিতেছে। কি চমৎকার! অকালে কুসুমোৎপত্তি, যাহা কখন চক্ষেও দেখি নাই ও কর্ণেও শুনি নাই, তাহা আজি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিলাম; এখন এই বিস্ময়াবহ প্রাকৃতিক ব্যাপার বয়স্যকে জানাই। তিনিও নবমালিকাকে কুসুমিতা দেখিয়া, নয়নদ্বয়ের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া প্রীতি লাভ করুন। ইহা কহিয়া বসন্তক রাজসমীপে প্রস্থান করিতেছেন, দেখিতে পাইলেন ভূপাল আসিতেছেন। রাজদর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন। যাহা হউক বড় ক্লেশ পাইতে হইল না। এই যে বয়স্য! ঔষধের সজীবতাবোধে অবশ্যই নবমালিকা পুষ্পিত হইবে জানিয়া সত্বরে আসিতেছেন।

এই সময় গিয়া ইহাঁকে শুভ সংবাদ অবগত করি এই বলিয়া বসন্তক রাজসন্নিধানে প্রস্থান করিলেন। রাজাও ভক্তিমুখে আসিতে লাগিলেন।

অনন্তর উভয়ে, উভয়ের সন্নিহিত হইলে বসন্তক মহারাজের জয় হউক বলিয়া কহিলেন, প্রিয় বয়স্য! তোমার ভাগ্যের কথা আর কি বলিব। ঔষধ দিবামাত্রেই নবমালিকা কুসুমস্তবকে সুশোভিত হইয়াছে। হয় নয়, স্বয়ং যাইয়া চক্ষে দেখিবেন চলুন। রাজা কহিলেন বয়স্য! অবশ্য দর্শনীয় বটে; কিন্তু দেখিতে গেলে তোমার কথায় অবিশ্বাস করা হয়। বসন্তক কহিলেন না বয়স্য! আপনি দেখিয়া দর্শনেন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবেন চলুন। রাজা বয়স্যের আগ্রহে স্বীকার পাইয়া কহিলেন, ভাল ক্ষতি কি, চল যাই; কিন্তু আমি তোমার কথায় ক্ষণকালও সন্দিহান নহি। মণিমন্ত্রঔষধের প্রভাবও সামান্য নয়। দেখ অসুরেরা সমরে ভগবান্ নারায়ণের কণ্ঠস্থ কৌস্তুভমণি দর্শনে পরাজিত হইয়াছিল। মন্ত্রবলে নাগকুল পাতালে অবস্থিতি করিতেছে। মহাবীর লক্ষ্মণ ও বানরগণ হত হইয়াও গুণনিধি মহৌষধির গন্ধে পুনর্জীবিত হইয়াছিলেন। বসন্তক কহিলেন বয়স্য! আপনি যদিও বুঝিয়াছেন নবমালিকা কুসুমিতা হইয়াছে, তথাপি চলুন

একবার তাহার শোভা কিরূপ, দেখিয়া আসিবেন। রাজা কহিলেন বয়স্য! তবে অগ্রসর হও।

বসন্তক রাজবাক্যে অগ্রসর হইয়া কিয়দ্দূর গিয়া সভয়ে রাজার দিকে ফিরিলেন এবং তাঁহাকে ধরিয়া আস্তে ব্যস্তে কহিতে লাগিলেন বয়স্য! দেখেন কি! এই বকুলগাছে একটা ভূত বসিয়া আছে, আসুন আমরা পলাইয়া যাই। রাজা কহিলেন সে কি হে! এখানে ভূত! বিশেষতঃ দিনের বেলায়, বিশ্বাস হয় না।

বসন্তক কহিলেন বয়স্য! বিশ্বাস না হয়, অগ্রসর হইয়া দেখুন, ঐ যে স্পষ্ট কথা কহিতেছে। রাজা অগ্রসর হইয়া শুনিলেন, বাস্তবিক উহা কথা বটে। তখন তিনি বসন্তককে কহিলেন বয়স্য! সুমধুর পরিস্ফুট অক্ষর শুনিয়া বোধ হয়, যেন শারিকার কথা; অন্যথা এত স্ফুট ও মধুর হইত না। এই বলিয়া উর্দ্ধমুখে ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন বয়স্য! সারিকাই ত বটে। বসন্তক রাজবাক্যে সাহসী হইয়া অগ্রে যাইয়া দেখিতে দেখিতে কহিলেন বয়স্য! হাঁ হাঁ বটে বটে। যাহা হউক, আপনি এত ভীরু যে শারিকাকেও ভূত বলিয়া নিশ্চয় করিলেন। ভাগ্যে আমি সঙ্গে ছিলাম তাই রক্ষা; নতুবা কি করিতেন বলিতে পারি না। রাজা বসন্তকের পরিহাসে হাসিয়া

কহিলেন যাহা হউক, ভায়া বিলক্ষণ বট; আপনার বোঝা আমার ঘাড়েই চাপাইলে? বসন্তক কহিলেন বয়স্য! যদি আমাকেই ভীরু নিশ্চয় করিতেছেন, তবে নিবারণ করিবেন না। ইহা বলিয়া সরোষে এক খান দণ্ডকাষ্ঠ লইয়া শারিকাকে মারিবার উদ্যমে কহিতে লাগিলেন ভাল শারিকে! তুই নিশ্চয় বুঝিয়াছিস্ যে, ব্রাহ্মণ জাতি স্বভাবতঃ ভীরু, ইহাকে ভয় দেখাইব। জানিস্ না, যেমন পক্ক কপিত্থ লোষ্ট্রাঘাতে পাতিত হয়, সেইরূপ তোকে দণ্ডাঘাতে এই দণ্ডে বকুল পাদপ হইতে পাতিত করিব। এইরূপ তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বসন্তক প্রহার করিবার উপক্রম করিলেন। রাজা তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন মূর্খ! পক্ষিজাতি কি জানে? উহাকে মারিলে কি পুরুষত্ব বাড়িবে? শুন ও মধুর স্বরে কেমন কথা কহিতেছে।

বসন্তক কহিলেন বয়স্য! শারিকার কথা শুনিলেন? ও বলিতেছে মহারাজ! এই ব্রাহ্মণকে পরিপাটী রূপে ভোজন করান। রাজা কহিলেন বয়স্য! পেটুকের পেটই সর্ব্বস্ব। যে যাহা বলে সকলই খাবার করিয়া তুলে; সত্য করিয়া বল শারিকা কি কহিল। বসন্তক কহিলেন বয়স্য শারিকা বলিতেছে, "সখি! তুমি কি নিমিত্ত চিত্রফলকে আমার প্রতিমূর্ত্তি লিখিলে? সখি! অকারণে কেন কোপ করিতেছ? তুমি

যেমন কামদেব লিখিয়াছ, আমিও সেইরূপ রতি লিখিয়াছি।” ইহা কহিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসিলেন বয়স্য! ইহার মর্ম্ম কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। রাজা কহিলেন বয়স্য! বোধ করি, কোন নবানুরাগিণী কামিনী চিত্তবিনোদের নিমিত্ত স্বহস্তলিখিত প্রিয়তমের প্রতিমূর্ত্তি নিজ সখীসন্নিধানে কামদেবের বলিয়া গোপন করিয়াছিল, তাহাতে চতুরা সখী ও মর্ম্ম বুঝিয়া, ঐ ফলকে তাহার প্রতিকৃতি লিখিয়া রতির বলিয়া স্বীয় বৈদগ্ধী প্রকাশ করিয়াছে। কেমন বয়স্য! সম্ভব হয় কি না? বসন্তক কহিলেন হাঁ বয়স্য! আমিও পূর্ব্বে ইহাই স্থির করিয়াছিলাম, তবে তুমি বুঝিয়াছ কি না, জানিবার জন্য আমার জিজ্ঞাসা। আমাকে নিতান্ত নির্ব্বোধ বোধ করিবেন না। রাজা কহিলেন বয়স্য! মধ্যে কি বলিয়াছে শুনা গেল না। চুপ কর, কুকুলিতেছে, আর বা কি বলে। ক্ষণকাল বিলম্বে বসন্তক কহিলেন বয়স্য! এখন কি বলিল বলি শুনুন, “সখি! লজ্জা কি? তোমার যেরূপ রূপ ও গুণ, তাহাতে এরূপ অভিলাষ হওয়া কোন রূপেই অযুক্ত ও অন্যায্য নহে। আর আমি যে একথা কাহারও কাছে ব্যক্ত করিব, ইহা তুমি মনেও করিও না।” রাজা শুনিয়া কহিলেন বয়স্য! ইহাতে কিছু নিগূঢ় তত্ত্ব আছে। বসন্তক কহিলেন

বয়স্য! নিজে পণ্ডিত বলিয়া আমার কাছে গর্ব্ব করিবেন না। আমি অগ্রে সমস্ত শ্রবণ করি, পরে তোমাকে বুঝাইয়া দিব। ফলতঃ বয়স্য! যে কন্যার প্রতিমূর্ত্তি লিখিত হইয়াছে, সে কন্যা ভুবনধন্যা পরমসুন্দরী সন্দেহ নাই। রাজা কহিলেন বয়স্য! আর কেন গোল কর, কি বলিল শুনিতে পাইলাম না। কি বলিতেছে শুন, যাহা তোমার বক্তব্য পরে বলিও। বসন্তক কহিলেন বয়স্য! এবার অবহিত হইয়া শুনুন উত্তরোত্তর অতি চমৎকার কথাই কহিতেছে। "সখি নলিনীপত্র ও মৃণালবলয় ফেলিয়া দাও? ইহাতে কি হইবে। বৃথা কেন ক্লেশ পাইতেছ।" রাজা কহিলেন বয়স্য! শুনিলাম ও মর্ম্মগ্রহও করিলাম। বসন্তক কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া কহিলেন বয়স্য! এবার যে চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণের মত নানা বাক্যই উচ্চারণ করিতে লাগিল। রাজা কহিলেন বয়স্য! অন্যমনস্ক থাকায় সবিশেষ শুনি নাই, বল ও কি বলিল? বসন্তক, "দেখ? যাঁহার প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে, তিনি অতি দুর্লভ! তাঁহাকে পাইবার কোন সম্ভাবনাই নাই," ইত্যাদি সাগরিকার পূর্ব্বোক্ত কথা সমুদায় বলিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন বয়স্য! বল দেখি ইহার মর্ম্ম কি?

রাজা কহিলেন বয়স্য! আর কি, প্রিয়সমাগমে নি-

তাস্ত নিরাশ হইয়া শ্লাঘ্যযৌবনা কোন কামিনী জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া মর্ম্মভেদী হৃদিদারক আক্ষেপোক্তি প্রকাশ করিয়াছে। বসন্তক কহিলেন হাঁ হাঁ বয়স্য! বুঝা গিয়াছে, আর বক্রোক্তি করেন কেন? সরল হইয়া স্পষ্টই বলুন না যে, সেই প্রমদা আমারই সমাগমসুখে বঞ্চিত হইয়া জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়াছে; নতুবা, আর আপনাকে কামদেবব্যপদেশে গোপন করিবে? ইহা কহিয়া হাততালি দিয়া হি হি করিয়া বিকটশব্দে হাসিয়া উঠিলেন। রাজা ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন ভাই! তুমি অত্যন্ত অরসিক ও অদূরদর্শী। পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ না; দেখদেখি কি করিলে? সারিকা যে তোমার বিকট হাস্যে ভীত হইয়া উড়িয়া গেল, আরও কত কি বলিত। বুঝ দেখি শ্রবণেন্দ্রিয়কে কি সুখে বঞ্চিত করিলে। বসন্তক লজ্জায় অধোমুখ হইয়া কহিলেন সারিকা কদলীগৃহাভিমুখে যাইতেছে। চলুন, বয়স্য! তথায় গিয়া অনুসন্ধান করি।

রাজা কদলীগৃহাভিমুখে যাইতে যাইতে কহিলেন বয়স্য! দুর্নিবার বিরহবেদনায় অধীর হইয়া অবলা বালা স্বীয় সখীসমক্ষে মর্ম্মান্তিক হৃদয়বিদারক যে সকল দুঃখের কথা ব্যক্ত করিয়াছে, সে কথায় ত কথাই নাই। সারিকা

মুখবিনির্গতও ঐ আলাপ যাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হই- য়াছে তাহাকেও ধন্য ও পুণ্যবান্ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। বসন্তক কহিলেন বয়স্য! যথার্থ বলিতেছেন। পূর্ব্বতন পুণ্যসঞ্চয় ব্যতিরেকে এরূপ অপরূপ আলাপ শ্রুতিপথে পতিত হইতে পারে না। এইরূপ কথোপ- কথন করিতে করিতে উভয়ে কদলীগৃহসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। বসন্তক কহিলেন বয়স্য! এই কদলীগৃহে প্রবেশ করুন। আর সারিকার কোথায় অন্বেষণ করিব, এখানে ত দেখিতেছি না; শ্রমও হইয়াছে। রাজা কহি- লেন বয়স্য! যদি একান্ত শ্রান্তি দূর করিতে ইচ্ছা হয়, প্রবেশ কর। বসন্তক প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তথায় সারিকার পঞ্জর ভগ্ন ও পতিত রহিয়াছে। তখন তিনি রাজাকে কহিলেন বয়স্য! বোধ করি সেই দুষ্ট বানর আসিয়া এই পঞ্জর ভাঙ্গিয়া থাকিবে, তাহাতেই সারিকা উড্ডীন হইয়াছিল। রাজা কহিলেন বয়স্য! তবে সারিকা এই খানেই সেই সব আলাপ শুনিয়াছিল, সন্দেহ নাই। দেখ দেখি, কোন চিহ্ন মেলে কি না? বসন্তক ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া কহিলেন বয়স্য! আমি চিত্রফলক পাই- য়াছি। কিন্তু আপনাকে দেখাইব না। এই বলিয়া ফলক লইয়া দেখিতে লাগিলেন।

রাজা কহিলেন বয়স্য! সত্য নাকি, কই দেখাও দেখি। বসন্তক পুনর্ব্বার কহিলেন বয়স্য! আপনাকে দেখাইব না। আপনার সৌভাগ্য ইহাতে পুঞ্জীকৃত ও দেদীপ্যমান হইয়াছে। রাজা কৌতুকপরতন্ত্র হইয়া নির্ব্বন্ধসহকারে বারংবার কহিতে লাগিলেন কি ভাই? কি সৌভাগ্য? উহাতে কি চিত্রিত রহিয়াছে? দাও, দেখি। বসন্তক কহিলেন বয়স্য! আমি ত আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সেই কামিনী আপনারই সমাগমসুখে বঞ্চিত হইয়া জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়াছে। নতুবা আর কাহাকে কামদেবব্যপদেশে গোপন করিবে বলুন। আপনি ত তখন গ্রাহ্য করিলেন না; এখন কেন এত ব্যস্ত. আমিই বা কেন দেখাইব? রাজা কহিলেন বয়স্য দেখি দেখি, যথার্থ কি? না পরিহাস করিতেছ। বসন্তক কহিলেন না রাজা! পরিহাস করিব কেন? আমি দেখাইব না, এই কথাই ভাল। সারিকার মুখে যে কামিনীর আলাপ শুনিয়াছেন, সেও এই আলেখ্যে লিখিত হইয়াছে; কিন্তু পারিতোষিক না পাইলে কি এ অমূল্য রত্ন দেখান যায়? রাজা আস্তে ব্যস্তে হস্ত হইতে বলয় খুলিয়া এই তোমার পারিতোষিক বলিয়া যেমন বসন্তকের হস্তে সমর্পণ করিলেন, অমনিই ফলক কাড়িয়া লইলেন এবং উহা সদভাব করিয়া

একতান মনে নিশ্চল নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণের পর কহিলেন বয়স্য! এ যে এক নূতন বিধাতার সৃষ্টি। এমন ত অসুলভ রূপনিধান কন্যানিধান কুত্রাপি কখন নয়নগোচর করি নাই। আজি আমাদের কি শুভক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল, কি শুভক্ষণেই বা এখানে আসিলাম। যাহা হউক; ভাই! বিধিকৃত নেত্র-নির্ম্মাণপরিশ্রম আজি সফল হইল। আমি ত জানিতাম না যে, জগতে এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্ত্রীরত্নের সৃষ্টি হইয়া থাকে। জানি না বিধাতা নির্জ্জনে বসিয়া কত কাল ধরিয়া ইহার সৃষ্টি করিয়াছেন। শুনিয়াছি, দেবলোকে অপ্সরা-রাই অপরূপ সুন্দরী। আমার বোধ হয়, যদ্যপি তাহারা এ স্বরূপ কোন রূপে নিরীক্ষণ করে, তাহা হইলে সম্পূর্ণ রূপেই পরাজিত হয়।

রাজা এইরূপে সাগরিকার রূপের পক্ষপাতী হইয়া মুগ্ধচিত্ত হইয়াছেন। এমত সময়ে, সুসঙ্গতা সারিকাকে না পাইয়া অতিশয় ক্ষুণ্ণমনে সাগরিকাকে কহিল সখি! পোড়া সারিকাকে ত কোথাও দেখিলাম না। এখন চল, আমরা কদলীঘর হইতে ফলক লইয়া আসি। কেন এ কুল ওকুল দুকুলই হারাইব। সাগরিকা কহিল হাঁ সখি! চল, সেখানে যাই। ইহা কহিয়া দুজনে কদলীগৃহ সন্নি-

ধানে উপস্থিত হইল। বসন্তক রাজাকে কহিলেন বয়স্য! চিত্র দেখিয়া তুমিও যে চিত্রপ্রায় হইলে? বলুন দেখি, কেন ইহাকে অবনতমুখী লিখিয়াছে? সুসঙ্গতা বসন্তকের কণ্ঠস্বর বুঝিয়া কহিল সখি! বসন্তক যখন এখানে কথা কহিতেছেন, বোধ করি, তখন মহারাজও উপস্থিত থাকিতে পারেন। অতএব আমরা এখন গোপনে থাকিয়া ইহাঁরা কি কথা কহেন শুনি. আইস। উক্ত করিয়া উভয়ে অন্তরালে দণ্ডায়মান রহিল। রাজা পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ সাগরিকার সৌন্দর্য্যেরই প্রশংসা আরম্ভ করিলেন। সুসঙ্গতা শুনিয়া কহিল সখি! শুনিলে ত; তোমার প্রিয়তম তোমার রূপের কতই প্রশংসা করিতেছেন। সাগরিকা কহিল সখি! একে ত মরিয়া আছি, আবার কেন পরিহাস করিয়া মৃতশরীরে খড়্গাঘাত কর। বসন্তক কহিলেন বয়স্য! আমি যা জিজ্ঞাসিলাম তার কি? কেন ইহাকে অবনতমুখী লিখিয়াছে? রাজা কহিলেন আমি আর কি কহিব। সারিকা ত সকলই প্রকাশ করিয়াছে। সুসঙ্গতা সারিকার নাম শুনিয়া সাগরিকাকে কহিল সখি! শুনিলে ত? মাথা খাইয়া সারিকা যে সকলই ব্যক্ত করিয়াছে। বসন্তক কহিলেন বয়স্য! এতক্ষণ ত দেখিতেছ, কেমন তোমার নয়নের প্রীতিদায়ক হইয়াছে, কি

না? সাগরিকা এই বাক্য শুনিয়া অমনি আকুল হইয়া উঠিল, মনে করিতে লাগিল, মহারাজ এ প্রশ্নের কি উত্তর প্রদান করেন; এখন আমি মরণ জীবনের মধ্যেই পড়িলাম। রাজা কহিলেন বয়স্য! প্রীতির কথা কি কহিতেছ, আমার যা হইয়াছে; আমিই জানি, ব্যক্ত করিয়া কি বলিব! ভাইরে আমার দৃষ্টি অতিকষ্টে ঊরুযুগল অতিক্রম করিয়া নিতম্বস্থলে দীর্ঘকাল সুখ সঞ্চারে কাল হরণ করিয়াছে; পরিশেষে ত্রিবলীতরঙ্গবিষম মধ্যভাগে পড়িয়া নিতান্ত নিষ্পন্দ হইয়াছিল; এক্ষণে ক্রমে ক্রমে পীনোন্নতপয়োধরভূধরশিখরে আরোহণ করিয়া তৃষিতের ন্যায় সস্পৃহ হইয়া বাষ্পবাহী নেত্রদ্বয়কে নিরীক্ষণ করিতেছে। সুসঙ্গতা কহিল সখি! কেমন পরিহাস করিতেছিলাম? এখন ত প্রিয়তমের বাক্য শুনিলে? সাগরিকা কহিল সখি! তোমারই শিল্পনৈপুণ্যের প্রশংসা হইতেছে, তুমিই শুন। বসন্তক রাজাকে সাগরিকার প্রতিমূর্ত্তি ফলক দেখিতে দেখিয়া কহিলেন বয়স্য! যাহা হউক, তোমার কি পক্ষপাত! যাহার সমাগমাভিলাষে ঈদৃশ কামিনীরাও অশেষ আয়াস ভোগ করিয়া থাকে; তুমি একত্র লিখিত সেই আত্মার উপর একবারও কেন ভুলিয়া দৃষ্টিপাত করিতেছ না? রাজা আপন প্রতি

মূর্ত্তিতে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন বয়স্য! অবশ্য দেখিতে হয়; সুলোচনার স্বহস্তলিখিত ও প্রতিকৃতি সন্নিহিত আছে বলিয়া, নিরীক্ষণে বিলক্ষণ অনুরাগ জন্মিয়াছিল। দেখ ভাই! লিখিবার কালে কৃশাঙ্গীর যে বাষ্পবারি তাহার চিত্রিত শরীরে পতিত হইয়াছিল, বোধ হয়, যেন উহার করস্পর্শে সাত্ত্বিকোদয়ে স্বেদোদ্গম হইয়াছে। সারসিকা মনে মনে হৃদয়কে সম্বোধন করিয়া বুঝাইতে লাগিল, হৃদয়! আশ্বাসিত হও, তোমার মনোরথ এত দূর পর্য্যন্ত উঠিবে, ইহা কখন স্বপ্নেও জানি নাই। সুলক্ষণা কহিল সখি! তুমিই ধন্য ও শ্লাঘ্যতম। দেখ মহারাজ তোমা হইতে অদ্য কি পর্য্যন্ত সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন।

বসন্তক পার্শ্বদেশে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন বয়স্য! দেখুন এই আর এক চমৎকার; সরস কমলিনীদলের শয্যা ও মৃণালবলয় পতিত রহিয়াছে। মদনাবস্থাসূচক নানা লক্ষণ দেখিয়া বোধ করি, এ তাহারই শয়নীয়, নতুবা এরূপ বিরূপ ভাবে থাকিয়াও এত সুদৃশ্য হইল কেন? রাজা কহিলেন বয়স্য! ভাল কহিয়াছ। এ সেই প্রাণদার শয়নীয়, সন্দেহ নাই। দেখ উন্নতকুচযুগল ও নিবিড় নিতম্বভরে উভয়পার্শ্ব ম্লান হইয়াছে। আর মধ্যভাগ ক্ষীণমধ্যার মধ্যভাগে সুসংশ্লিষ্ট না হওয়ায় স্বাভাবিক

হরিতবর্ণ অবস্থাতেই রহিয়াছে; বিশেষতঃ দেখ, শিথিল ভুজলতার সঞ্চালনদ্বারা ইতস্ততঃ নিতরাং ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে; অতএব ভাইরে এই নলিনীদলশয়নীয় সর্ব্বতোভাবে কৃশাঙ্গীর সন্তাপ বৃত্তান্তের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে সন্দেহ নাই। আর দেখ, যাহা তন্বীর সন্তাপশমতার নিমিত্ত উরঃস্থলে অর্পিত হইয়াছিল, সেই এই বিশাল কমলিনীদল, বিরহজনিতসন্তাপসম্পর্কে সমধিক ম্লান হইয়াছে বটে, তথাপি ইহা দেখিয়া যেমন স্পষ্টরূপে স্তনপরিণাহ প্রতীত হইতেছে, মদনাবস্থার তত ইহাতে প্রতীতি হইতেছে না। বসন্তক কহিলেন বয়স্য। একথা অন্যথা নহে; আপনি যথার্থ অনুভব করিয়াছেন। দেখুন এই এক তাহার স্তনভরে নিতান্ত ক্লান্ত মৃণালহার পতিত রহিয়াছে। রাজা গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিলেন এবং অয়ি জড়প্রকৃতে! বলিয়া সম্বোধন পুরঃসর কহিতে লাগিলেন, অরে অবোধ মৃণালহার। তোর কোন জ্ঞানই নাই। নতুবা কেন তন্বীর স্তনদ্বয়ের মধ্য হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় শুষ্ক হইয়া যাইবি। দেখ্ যেখানে তোর এক সূক্ষ্ম সূত্রেরও অবস্থিতির অবকাশ হওয়া অসম্ভব, সেখানে তুই স্বয়ং কেমন করিয়া থাকিতে পারিবি।

সুসঙ্গতা রাজার এই প্রকারে প্রগাঢ় ভাবোদয় দর্শনে

মনে করিতে লাগিল মহারাজ অনুরাগান্ধ হইয়া উন্মত্তের ন্যায় যাহা মুখে আসিতেছে, তাহাই বলিতে লাগিলেন। আর দাঁড়িয়া রহস্য দেখা উচিত হইতেছে না; যাইতে হইল। এই ভাবিয়া, সাগরিকাকে বলিল সখি! তুমি যাহার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ, তাহা ত তোমার সম্মুখেই রহিয়াছে; গিয়া গ্রহণ কর। সাগরিকা, সখীর পরিহাস বুঝিতে পারিয়া কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া কহিল, আমি কিসের নিমিত্ত আসিয়াছি? সুসঙ্গতা কহিল সখি! তুমি এক বলিলে আর ভাবিয়া সমস্ত চিত্রফলক এখানে রহিয়াছে, গ্রহণ করিবে না? সাগরিকা কোপাবিষ্ট হইয়া কহিল সখি! তোমার কথার ভাব বুঝা ভার। আমি আর এখানে থাকিব না, চলিলাম। এই বলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। সুসঙ্গতা, অয়ি অসহনে! বলিয়া কহিল সখি! তোমার যাইতে হইবে না, না পার, মুহূর্ত্ত কাল এখানে থাক, আমি লইয়া আসিতেছি। সাগরিকা কহিল ভাল সখি! যাও। সুসঙ্গতা সাগরিকাকে সম্মত করিয়া রাজ সমীপে চলিল।

বসন্তক সুসঙ্গতাকে আসিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে রাজাকে কহিলেন বয়স্য! ফলক গোপন করুন; দেবীর পরিচারিকা সুসঙ্গতা এখানে আসিতেছে। রাজা উত্তরীয় বস্ত্রে

কলঙ্ক আচ্ছাদন করিলেন। সুসঙ্গতা উপস্থিত হইয়া মহা-
রাজের জয় হউক বলিতেছে, এমত সময়ে রাজা তাহাকে
কহিলেন কি সুসঙ্গতে! ভাল ত? উপবেশন কর। সুস-
ঙ্গতা রাজবাক্যে উপবেশন করিল। রাজা কহিলেন সুস-
ঙ্গতে! আমি যে এখানে আছি, তুমি কেমন করিয়া
জানিলে? সুসঙ্গতা কহিল মহারাজ! কেবল আপনাকেই
জানিয়াছি এমন নহে, কলঙ্কঘটিত সমুদয় কথাবার্ত্তাও
অবগত করিয়াছি; এখন দেবীকে জানাইতে চলিলাম।
ইহা কহিয়া সুসঙ্গতা গমনের উপক্রম করিতেছে এমত
সময়ে বসন্তক ভয়ে রাজাকে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন,
বয়স্য! বড় আশ্চর্য্য নয়, এ অতিমুখরা, দেবীর নিকটে
বলিলেও বলিতে পারে। অতএব ইহাকে কিঞ্চিৎ দিয়া
পরিতুষ্ট করুন। রাজা কহিলেন বয়স্য! সুবুদ্ধির মত উপ-
দেশ দিলে। ইহা কহিয়া কর্ণাভরণ ও বলয় লইয়া সুসঙ্গ-
তার হস্তে দিলেন এবং কহিলেন সুসঙ্গতে! এ আমাদের
ক্রীড়ামাত্র হইতেছিল, বৃথা তুমি দেবীর মনে ব্যথা দিও
না। সুসঙ্গতা পারিতোষিক হস্তে লইয়া কহিল মহারাজ!
শঙ্কিত হইতে হইবে না; আপনি আমার উপরে চিরপ্রসন্ন
আছেন, এই সাহসে আমিও মহারাজের সহিত কৌতুক
করিলাম। পারিতোষিকের আবশ্যকতা নাই। দেবীকে

নিবেদন করিব ইহা আমার মনোগত নহে। আপনকার আভরণ আপনাতেই শোভা পায়, অপরের যোগ্য নহে; আপনি গ্রহণ করুন। কৃপা করিয়া আমার প্রতি এই অনুগ্রহ হইলেই চরিতার্থ হই সখি! কি নিমিত্ত চিত্রফলকে আমার প্রতিমূর্ত্তি লিখিলে এই বলিয়া প্রিয়সখী সাগরিকা আমার প্রতি যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়াছেন; আপনি কৃপাবলোকন করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেই কৃতার্থতার পরাকাষ্ঠায় অধিরূঢ় হই। রাজা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র সত্বর হইয়া কহিলেন সুসঙ্গতে। তোমার ইহার জন্য উপরোধ করিতে হইবে না। কোথায় আছেন দেখাইয়া দিবে চল। সুসঙ্গতা কহিল মহারাজ! ঐ, ঐখানে রহিয়াছে। বসন্তক রাজাকে ফলক ফেলিয়া উত্থিত দেখিয়া মনে করিতে লাগিলেন, যাহা হউক, এই সময়ে ফলক লইয়া রাখি, অবশ্য কখন কোন কাজে লাগিতে পারে। ইহা কহিয়া ফলক লইয়া কক্ষে নিক্ষিপ্ত করিলেন। সুসঙ্গতা মহারাজ! এদিকে আসুন বলিয়া নৃপতিকে লইয়া চলিল। বসন্তকও বসুধাধিপের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন।

সাগরিকা রাজাকে আসিতে দেখিয়া, হৃষ্ট ভীত ও কম্পিত হইয়া উঠিল এবং মনে করিতে লাগিল, এ কি! প্রিয়তমকে দেখিয়া কেন আর এক পাও চলিতে পারি

না; কিইবা করি। বসন্তক সাগরিকার দর্শনে পুলকিত মনে কহিতে লাগিলেন। আহা কি আশ্চর্য্য! এমন কন্যা-রত্ন কখনই দেখি নাই। বোধ করি, নির্ম্মাণ করিয়া প্রজা-পতিরও বিস্ময় জন্মিয়াছিল। রাজা কহিলেন বয়স্য! আ-মারও ঐ বিতর্ক। যখন তাঁহার এই কমনীয় লাবণ্যরাশির সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন তিনি বিলক্ষণ বিস্ময়াকুল হইয়া-ছিলেন, সন্দেহ নাই। তাঁহার মস্তক বিকম্পিত ও চক্ষু বিস্ফারিত হইয়াছিল। চারি মুখেই একবারে সাধু সাধু বলিয়া ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। সাগরিকা সুসঙ্গতার প্রতি ভ্রূকুটি করিয়া, কহিল সখি! যাহা হউক, বিলক্ষণ চিত্র-ফলক আনিয়াছ, আমি আর এখানে থাকিব না; চলি-লাম। এই বলিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিল। রাজা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিলেন সুন্দরি! সখীজনের প্রতি কি কুপিত হওয়া উচিত? দেখ, যদিও তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া কটু বাক্য প্রয়োগ কর, তথাপি তোমার প্রিয়সখী বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইবেন না; এতই বা তোমার শীঘ্র গমনের প্রয়োজন কি? যদি নিতান্তই যাইতে চাহ; আস্তে আস্তে গমন কর; দ্রুত গমনে নিতম্বভরে যথেষ্ট ক্লেশ পাইবে। বিধাতা দ্রুত যাইতে না পারিবার অভিপ্রায়েই তোমার নিতম্ব গুরুতর করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সুসঙ্গতা কহিল

মহারাজ! সখী আমার অতিকোপনা; আপনি করে ধরিলেই এখই প্রসন্ন হইবেন। রাজা সুসঙ্গতার সম্মতি বুঝিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন, কহিলেন সুসঙ্গতে! তোমার বাক্য লঙ্ঘন করিব না। এই বলিয়া সাগরিকার কর গ্রহণ পূর্ব্বক নিমীলিতনয়নে স্পর্শসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। বসন্তক কহিলেন বয়স্য! যাহা হউক, আপনি এক্ষণে অপূর্ব্ব শ্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজা কহিলেন তাই শ্রীই বটে।

সুসঙ্গতা সাগরিকাকে কহিল সখি! তোমার ত দাক্ষিণ্যের লেশমাত্রও নাই। মহারাজ করগ্রহণ করিয়া প্রসাদনের নিমিত্ত এত আয়াস পাইতেছেন, তবু তুমি প্রসন্ন হইলে না? সাগরিকা সুসঙ্গতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কৃত্রিম কোপ প্রদর্শনপূর্ব্বক ভ্রূভঙ্গি করিয়া কহিল সখি! এই বুঝি তোমার মনে ছিল? রাজা সাগরিকার ক্রোধোদয় দেখিয়া কহিলেন সুন্দরি! পরিহাস করিয়া সখীজনেরা কত কথাই কহিয়া থাকে; তাহাতে কোপ করা কি ভাল দেখায়? বসন্তক সাগরিকাকে তাদৃশ ভাবাপন্ন দেখিয়া কহিলেন বালে! কেন বুভুক্ষিত ব্রাহ্মণের মত কুপিত হইয়াই রহিলে? অন্ততঃ আমাদের উপরোধ রাখা উচিত। সাগরিকা সুসঙ্গতাকেই কহিল আর ত তোমার

সহিত আলাপ করিব না; যাহা হউক, তুমি যেমন লোক বুঝিলাম। রাজা অয়ি কোপনে! এই রূপ সম্বোধন করিয়া সাগরিকাকে আরো কিছু কহিবার উপক্রম করিতেছেন এমত সময়ে, বসন্তক কহিলেন বয়স্য! তোমার বাসবদত্তা যে উপস্থিত। রাজা যথার্থই বাসবদত্তা উপস্থিত বোধে, তৎক্ষণাৎ সাগরিকার হস্ত ছাড়িয়া দিলেন। সাগরিকাও সসম্ভ্রমে সুসঙ্গতাকে কহিল সখি! শুনিলে ত, এখন কি করি? সুসঙ্গতা আশ্বাস দিয়া কহিল সখি! ভয় কি, চল আমরা তমাল বৃক্ষের অন্তরাল দিয়া পলাইয়া যাই। ইহা কহিয়া উভয়ে সত্বর হইয়া প্রস্থান করিল।

রাজা ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট মনে কহিলেন বয়স্য! মহিষী কোথায়? বসন্তক কহিলেন বয়স্য! তিনি কোথায় আমি কিরূপে জানিব? সাগরিকাকে এত যত্নেও অপ্রসন্ন দেখিয়া ইনিও বাসবদত্তার ন্যায় অসহন এই অভিপ্রায়ে সাগরিকাকে বাসবদত্তাশব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছি। নতুবা যথার্থই যে বাসবদত্তা আসিয়াছেন এমত আমার অভিপ্রায় নহে।

রাজা শুনিয়া নানা প্রকার অনুতাপ করিতেছেন এমত সময়ে, বাসবদত্তা কাঞ্চনমালার সহিত অকালে কুসুমিত নবমালিকার দর্শনাভিলাষে অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইয়া

কহিলেন, ভাল কাঞ্চনমালে! আর্য্যপুত্রের নবমালিকা আর কত দূরে? কাঞ্চনমালা কহিল দেবি! এই কদলী-ঘর, ইহাকে অতিক্রম করিলেই দেখা যাইতে পারে। বাসবদত্তা কহিলেন চল তবে দেখিয়া আসি। কাঞ্চনমালা আসুন বলিয়া তাহার অগ্রে অগ্রে চলিল। রাজ্ঞীও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

এ দিকে রাজা বসন্তককে বলিলেন বয়স্য! বল কি করি। এখন প্রিয়তমাকে কোথায় দেখিতে পাই। কাঞ্চন-মালা রাজার কণ্ঠশব্দ বুঝিয়া কহিল দেবি! বোধ করি মহারাজ এখানে আপনার অপেক্ষায় অবস্থিতি করিতে-ছেন। আপনি গিয়া তাঁহার মনোরথ সম্পন্ন করুন। বাসবদত্তা, কাঞ্চনমালে! চল বলিয়া রাজার নিকটবর্ত্তিনী হইলেন। রাজা তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া বসন্তককে কহিলেন বয়স্য! ফলক গোপন কর। দেখ কি; দেবী আসিতেছেন। বসন্তক কহিলেন বয়স্য! সাবধান করিতে হইবেক না; আমি তাহাকে গোপন করিয়া বহুকাল বগলে রাখিয়াছি।

বাসবদত্তা রাজার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন আর্য্যপুত্রের জয় হউক। রাজা রাজ্ঞীকে উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন দেবি! আসিতে ত কোন ক্লেশ হয় নাই? বাসব-

দত্তা, না আর্য্যপুত্র! বলিয়া কহিলেন আপনার নবমালিকা নাকি কুসুমিতা হইয়াছে? রাজা হাসিতে হাসিতে কহিলেন দেবি! শুনিয়াছি বটে; কিন্তু তোমার অপেক্ষায় প্রত্যক্ষ করা হয় নাই। অতএব চল সকলে মিলিয়া তাহাকে দর্শন করি। বাসবদত্তা কহিলেন আপনার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি নবমালিকা পুষ্পিতা হইয়াছে। তা আর যাইবার প্রয়োজন কি? বসন্তক কহিলেন আপনি ত স্বীকার করিয়া লইলেন এখন আমাদেরই জয়। ইহা কহিয়া আনন্দে হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে কক্ষ হইতে ফলক পতিত হইল। বসন্তক দেখিয়া বিষণ্ণভাবাপন্ন হইলেন। রাজা বসন্তকের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ইঙ্গিত দ্বারা ফলক দেখাইলেন। বসন্তকও সঙ্কেত করিয়া জানাইলেন বয়স্য! আপনি এত কাতর হন কেন? আমি আপনার হইয়া জবাবদিহি করিব।

কাঞ্চনমালা এই অবকাশে ফলক তুলিয়া লইল এবং স্বয়ং দেখিতে দেখিতে রাজ্ঞীকে দেখাইয়া কহিল দেবি! দেখুন, ইহাতে কি চিত্রিত হইয়াছে। বাসবদত্তা দর্শন করিয়া মনে মনে জানিতে পারিলেন, ইনি ত আর্য্যপুত্র, ইহাকে সাগরিকা দেখিতেছি। ভাল! আর্য্যপুত্রকেই

জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, কি বলেন। ইহা স্থির করিয়া রাজাকে কহিলেন আর্য্যপুত্র! এ কি? এই বলিয়া ফলক দেখাইলেন। রাজা লজ্জিত হইয়া হাসিতে হাসিতে বসন্তকের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। বসন্তক বাসবদত্তাকে কহিলেন দেবি! আপনার মূর্ত্তি আপনি চিত্রিত করা যায় না, আমার এই কথা শুনিয়া বয়স্য ফলকে আপন প্রতিমূর্ত্তি লিখিয়াছেন। রাজা কহিলেন দেবি! বসন্তকের কথা মিথ্যা নয়। তখন বাসবদত্তা ফলকে সাগরিকাকে দেখাইয়া কহিলেন আর্য্যপুত্র! আপনাকে লিখিতে দেখিয়া কি আপনকার বয়স্যও এই নিজ প্রতিমূর্ত্তি লিখিয়াছেন? রাজা লজ্জিত হইয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন দেবি! উহা কল্পনা সহকারে লিখিত হইয়াছে; নতুবা আমরা যে এরূপ কামিনী কখন দেখিয়াছি, ইহা মনেও করিও না। বসন্তক বিপদ্ উপস্থিত দেখিয়া যজ্ঞোপবীত হস্তে লইয়া কহিতে লাগিলেন, দেবি! দেখ আমি উপবীত স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, যদি কখন পূর্ব্বে ঈদৃশী কন্যা দেখিয়া থাকি। কাঞ্চনমালা ইঙ্গিত দ্বারা রাজ্ঞীকে কহিলেন দেবি! অসম্ভব নয়। ঘুণাক্ষরে এরূপ হইতেও পারে। বাসবদত্তা কহিলেন হঁ লো সরলে! তুই ত বাঁকা কথা বুঝিতে পারিস্ না। এ

যে লো ধূর্ত্তশিরোমণি বসন্তক। অনন্তর রাজাকে কহিলেন আর্য্যপুত্র! এ চিত্রদর্শনে আমার শিরোবেদনা উপস্থিত হইয়াছে। আপনি সুখস্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করুন; আমি চলিলাম বলিয়া রাজ্ঞী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গমনের উপক্রম করিলেন।

রাজা তাঁহার গমনোদ্যম দেখিয়া অঞ্চলে ধরিলেন এবং কহিতে লাগিলেন দেবি! তোমায় কি কহিব, কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। দেখ যদি বলি প্রসন্ন হও, তাহা হইলে তোমাকে কুপিত নিশ্চয় করা হয়, আর এরূপ করিব না বলিলে আপনারও দোষ স্বীকার হইয়া উঠে; কিঞ্চিন্মাত্রও অপরাধী নহি, কহিলে তুমি মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয় করিবে। অতএব প্রিয়তমে! আমি ত বক্তব্য বিষয়ে নিরাশ হইয়াছি; যা তোমার কর্ত্তব্য হয়, কর। বাসবদত্তা ভর্ত্তার বিনয় দর্শনে কৃত্রিম বিনয় প্রদর্শন করিয়া কহিলেন আর্য্যপুত্র! যথার্থই আমার শিরঃপীড়া হইয়াছে। ইহা কহিয়া প্রস্থান করিলেন।

বসন্তক রাজ্ঞীর প্রস্থান দেখিয়া কহিলেন বয়স্য! তুমি বড় ভাগ্যধর! নতুবা কেন অকালবাত্যাবলি বাসবদত্তার হস্তহইতে পরিত্রাণ পাইবে? রাজা কহিলেন ছি ছি ভাই! তুমি কিসে সন্তুষ্ট হইলে? দেবী ত কোপ পরিত্যাগ

করেন নাই। তাঁহার মনে মনেই রহিয়াছে; দেখ, তৎকালে ভ্রূকুটী উপস্থিত হইলেও পাছে প্রকাশ পায়, এই ভাবিয়া অধোবদনে ছিলেন; প্রণয়ভঙ্গসূচক ঈষৎ হাসিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু নিষ্ঠুর কথা মুখে আনেন নাই; তাঁহার চক্ষু বাষ্পভরে মন্থর হইয়াছিল, কিন্তু না চাহিয়া তাহা সম্বরণ করিয়া গিয়াছেন; প্রিয়তমার কোপের আবির্ভাব স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে, তথাপি তিনি বিনয়পরতন্ত্র হইয়াই গিয়াছেন; এখন চল ভাই আর ত উপায় নাই। দেবীর প্রসাদনের চেষ্টা পাওয়া যাউক। ইহা কহিয়া উভয়ে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

রত্নাবলী।

তৃতীয় অঙ্ক।

মদনিকা কাঞ্চনমালার অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে দেখিতে পাইল, কাঞ্চনমালা, ধন্য বসন্তক! ধন্য! তোমাকেই ধন্যবাদ করি। তোমার এ সন্ধিবিগ্রহের কৌশল দেখিয়া আর্য্য যৌগন্ধরায়ণও তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিবেন. এই বলিয়া নানা প্রকার প্রশংসা করিতে করিতে আসিতেছে। মদনিকা কাঞ্চনমালার মুখে বসন্তকের ইত্যাকার নানা প্রকার প্রশংসাবাদ শ্রবণে কৌতুকাক্রান্ত হইয়া কহিতে লাগিল সখি! কি জন্য বসন্তকের এত প্রশংসা করিতেছ? তিনি এমত কি মহৎ কর্ম্ম করিয়াছেন? কাঞ্চনমালা কহিল সখি! এ সকল কথা তোমাদের কাছে বলিবার নয়; তোমরা কি এ রহস্য অপ্রকাশ্য রাখিতে পারিবে? মদনিকা কহিল সখি! তুমি কি পাগল হইয়াছ? আমি কার কাছে কবে কোন্ কথা ব্যক্ত করিয়াছি, যে তুমি আজি অবিশ্বাস করিতেছ? আমি বরং দেবীরও শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, কখনও কারও কাছে ঘুণাক্ষরেও এ বিষয় ব্যক্ত করিব না।

মদনিকার ঈদৃশ আগ্রহ দেখিয়া কাঞ্চনমালা কহিল সখি! আজি আমি রাজবাটী হইতে নির্গত হইয়া চিত্রশালার নিকট দিয়া আসিতেছিলাম, শুনিলাম, সেখানে সুসঙ্গতার সহিত বসন্তকের কথোপকথন চলিতেছে। মদনিকা কৌতুকাবিষ্টচিত্তে কহিল সখি! কোন্ বিষয়ের কথা বিশেষ করিয়া বল। কাঞ্চনমালা কহিল সখি! বসন্তক বলিতেছেন দেখ সুসঙ্গতে! তোমায় বলিতে কি, বয়স্য যে দিন সাগরিকাকে নয়নগোচর করিয়াছেন, সেই অবধি তাঁহাকে কেমন কেমন লাগিতেছে। এখন তাঁহার সে মন নাই, সে শরীর নাই, সে আমোদ প্রমোদ কিছুই নাই; কেবল নিরন্তর চিন্তাকুল। কিন্তু কি চিন্তা করেন, কিছুই বলেন না। আমিও তদ্বিষয়ের বিশেষ বুঝিতে পারি নাই। কি চেতন, কি অচেতন কিছুই বুঝিতে পারেন না; সম্মুখস্থ বস্তুরও পরিচ্ছেদে অপটু। কি চমৎকার! মধ্যে মধ্যে আমাকেও কে ও বলিয়া থাকেন. প্রলাপের আর বাকি কি! অলক্ষ্যেও অনেক কথা কহিয়া থাকে; ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া থাকেন; দিন দিন শরীর শীর্ণ হইতেছে; অধিক কি বলিব, মধ্যে মধ্যে শারীরিক ও মানসিক চেষ্টার লেশমাত্রও দেখিতে পাই না। জিজ্ঞাসিলেও অনেক বার উত্তর দেন না; কেবল ফ্যা

ক্ষণে দীর্ঘ নিশ্বাস দেখিয়াই জীবিত বোধ হয়। সুসঙ্গতে! আর তোমায় কি বলিব। তুমি সকলই বুঝিতে পার। এই প্রকার তাহাঁর আকার প্রকার দেখিয়া আমার মনে কতই কল্পনা, কতই আশঙ্কা, কতই ভয় উপস্থিত হইতেছে, তাহা বলিবার নয়। ফলতঃ সুসঙ্গতে! তাঁহার এইরূপ ভাব আর কিছু দিন থাকিলেই বিষম বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। সাগরিকার অসামান্য রূপলাবণ্যই এই উন্মাদের হেতু; সন্দেহ নাই। অতএব যাহাতে এ বিকারের প্রতিকার হয়, তদ্বিষয়ে ত্বরায় যত্নবতী হও। বিবেচনা করিয়া দেখ, তাঁহার মঙ্গলেই মঙ্গল ও তাঁহার সুখেই সুখ। এইরূপে বসন্তক নিজবচনের উপসংহার করিয়া উত্তর শ্রবণাভিলাষে সুসঙ্গতার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

মদনিকা কহিল সখি! সুসঙ্গতা এবিষয়ে কি বলিল? কাঞ্চনমালা কহিল সখি! সে বলিল, আর্য্য বসন্তক! আপনি ইহার নিমিত্ত ভাবিত হইবেন না; শীঘ্রই সম্পন্ন করিবার বিলক্ষণ সুযোগ অদ্য ঘটিয়াছে। বসন্তক জিজ্ঞাসিলেন সুসঙ্গতে! কি সুবিধা হইয়াছে? সুসঙ্গতা কহিল আর্য্য! অদ্য ফলকবৃত্তান্ত অবগত হইয়া দেবী নিতরাং শঙ্কিত হইয়া সাগরিকাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া এক প্রস্থ নিজ পরিচ্ছদ প্রদান করিয়াছেন এবং কহিয়া

দিয়াছেন যে সুসঙ্গতে! তুমি সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া দৃঢ়তর মনোযোগ সহকারে সাগরিকার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, যেন কোনমতে এ বিশ্বাসের ব্যভিচার না জন্মে। আমিও তাহাতে সম্মত হইয়া পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়াছি। অদ্য রজনীযোগে সাগরিকাকে সেই পরিচ্ছদ পরাইয়া আর আমিও কাঞ্চনমালার বেশ পরিগ্রহ করিয়া এখানে আসিব, আপনি এখানে উপস্থিত থাকিবেন, পরে যাহা কর্ত্তব্য হয় করা যাইবেক। বসন্তক সুসঙ্গতার এই কথায় কৃতার্থম্মন্য হইয়া কহিলেন সুসঙ্গতে! অধিক কি কহিব, তুমি বয়স্যকে প্রাণদান কর। আমি তাঁহাকে এই সকল সংবাদ দিতে চলিলাম। ইহা কহিয়া বসন্তক প্রস্থান করিলে, আমি হতবুদ্ধি হইয়া আসিতেছি।

মদনিকা কহিল সখি! বল কি? মহিষীর উপর হস্তক্ষেপ শুনিয়া আমার হৃৎকম্প হইতেছে! বলিতে কি, সখি! সুসঙ্গতা কেমন করিয়া এমন কথা মুখে আনিল! ছি ছি সুসঙ্গতে! ধিক্ তোমায়! তুমি অতি অধম ও দুরাশয়ের কার্য্য করিয়াছ। নতুবা কেন পরিজনবৎসলা মহিষীর প্রতি প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হইবে। কাঞ্চনমালা কহিল সখি! তার কথা আর কহ কেন? সে যেমন মানুষ আমি জানি। এখন তুমি কোথায় যাইতেছ বল। মদনিকা

কহিল সখি! তুমি মহারাজের অসুস্থতার সমাচার জানিতে গিয়াছিলে, তোমার বিলম্ব দেখিয়া শঙ্কিতমনে মহিষী আমায় পাঠাইয়াছিলেন। কাঞ্চনমালা কহিল সখি! মহিষী অতি সরলা; কার কি মনের ভাব, কিছুই বুঝেন না। এখন আইস, তাঁহাকে গিয়া এই বৃত্তান্ত নিবেদন করি। ইহা কহিয়া উভয়েই মহিষীর সন্নিধানে প্রস্থান করিল।

অনন্তর রাজা নির্ভর মদনবেদনায় নিতান্ত অধীর হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন হৃদয়! এত চঞ্চল হও কেন? দুঃসহ স্মরসন্তাপ সহিষ্ণুতা সহকারেই সহ্য কর। কি করিবে, উপশমের আর উপায় নাই; বৃথা কি নিমিত্ত তার জন্য ক্লেশভাগী হইতেছ? আমি অতিমূঢ়ের কার্য্য করিয়াছি! কেন না, তৎকালে গ্রহণ করিয়াও সেই সুকুমার সন্তাপহারী করকমল তোমায় সমর্পণ করি নাই। কি আশ্চর্য্য! মন স্বভাবতঃ চঞ্চল ও সূক্ষ্ম; কষ্টেও লক্ষ্য হইবার যোগ্য নহে। কিন্তু কুসুমশরের ধনুর্ব্বেদে কি নৈপুণ্য! এককালে সকল শর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে নিরন্তর জর্জ্জর করিতেছে। ইহা সচরাচর লোকে বলিয়া থাকে, মদনের বাণ পাঁচটীমাত্র। মাদৃশ শত শত কামী তাহাদের লক্ষ্য; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য ক্রমে সকলই

তাহার বিপরীত ঘটিয়াছে। আমি একাকী শত শত কামশরে জর্জ্জর হইতেছি; বোধ হয়, মরণযন্ত্রণা ইহা অপেক্ষা অনেকসুখসহনীয়। কামশরের কি অদ্ভুত মহিমা! তাহারা পঞ্চ বলিয়া লক্ষ্যভূতকে পঞ্চত্ব পাওয়াইতে যত্ন পায়।

ইহা কহিতে কহিতে সাগরিকা রাজার স্মৃতিপথে পতিত হইলে তাঁহার নয়ন অশ্রুজলে প্লাবিত হইল; দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাস নিরন্তর নির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি আত্মদুঃখাপেক্ষায় সাগরিকার দুঃখেই নিতান্ত অধীর হইয়া কহিতে লাগিলেন, যদিও আমি এ দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতেছি বটে, তথাপি সাগরিকা চিন্তাই একান্ত বলবতী হইয়া আমাকে নিতান্ত কাতর করিতেছে। কি করি, জানি না, কেমন করিয়া তপস্বিনী কোপাবিষ্ট মহিষীর সন্নিধানে রহিয়াছেন। হায়! প্রিয়তমার যে লাঞ্ছনা হইতেছে, ভাবিতে গেলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়; দুঃখ সাগর উথলিয়া উঠে; জীবন যাতনানলে দগ্ধ হইতে থাকে। বোধ করি, এখন প্রিয়া, সকলে টের পাইয়াছে ভাবিয়া সর্ব্বদা অধোবদনেই থাকেন; কাহারও নিকট মুখ তুলিতে পারেন না; দুই জনের আলাপ দেখিলেই আত্মকথা নিশ্চয় করিয়া কথা কহিতে পারেন না; কেবল

লজ্জায় একান্ত জড়ীভূত। সখীগণের হাস্য পরিহাস তাঁহার হৃদয়ে বজ্রবৎ অসহ্য যাতনাদায়ীই হয়। কিছুই উপায় দেখিতেছি নাই। বসন্তককে সংবাদ জানিতে পাঠাইলাম, সেইবা কেন এত বিলম্ব করিতেছে; জানি না, সেও কি মহিষীর কোপে পড়িয়া থাকিবে? রাজা এই রূপ নানা প্রকার চিন্তা করিতেছেন এমত সময়ে, বসন্তক আসিতে আসিতে আনন্দে গদ্গদ হইয়া মনে করিতে লাগিলেন আমি আজি যে কাজ করিয়া আসিতেছি, বয়স্য শুনিলে অপার সুখসাগরে নিমগ্ন হইবেন, সন্দেহ নাই। ইহা স্থির করিয়া বসন্তক নৃপতিসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং মহারাজের জয় হউক বলিয়া কহিতে লাগিলেন বয়স্য! তোমার সৌভাগ্যের কথা কি বলিব, অসেই জলবর্ষে।

রাজা বসন্তকের মুখ চাহিয়া ছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া প্রফুল্লমনে কহিতে লাগিলেন বয়স্য! কি করিয়া আসিলে বল? প্রেয়সী সাগরিকা ত কুশলে আছেন? বসন্তক হাসিতে হাসিতে কহিলেন বয়স্য! কথায় কি জানাইব, অবিলম্বে আপনি তাহাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া সকলই অবগত হইবেন। রাজা শ্রবণমাত্র আহ্লাদমাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিলেন বয়স্য! বল কি,

প্রিয়তমাকে দেখিতেও পাইব? বলিতে কি সখে! এক্ষণ তোমার কথা বলিয়াই বিশ্বাস করি; নতুবা এরূপ কথায় আমার প্রত্যয় হইত না। বসন্তক ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন বয়স্য! যেখানে আমি তোমার মন্ত্রী আছি, সেখানে এ কথার কি আর অন্যথা আছে। আপনি আমাকে সামান্য জ্ঞান করিবেন না। আমি ঈদৃশ স্থলে নিজবুদ্ধি-বলে বৃহস্পতিকেও পরাভব করিতে পারি।

রাজা কহিলেন বয়স্য! বিশেষ করিয়া বল দেখি শুনি, কি করিয়া আসিলে। বসন্তক আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে রাজা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া কহিলেন বয়স্য! অসীম ঔদার্য্য ও অকৃত্রিম প্রণয়ের কার্য্য করিয়াছ। কি বলিব, এক প্রকার প্রাণদান দিলে। ইহা কহিয়া রাজা নিজ হস্ত হইতে বলয় মোচন পুরঃসর বসন্তকের হস্তে সমর্পণ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিলেন। বসন্তক বলয় হস্তে পরিয়া বারম্বার আপনাকে নিরীক্ষণ করত কহিলেন বয়স্য! এমন ভূষণ ত কখন অঙ্গে ধারণ করি নাই, আর কখন যে উহা ভাগ্যে ঘটিবে, এমত প্রত্যাশাও ছিল না; এখন সৌভাগ্য ক্রমে অথবা আপনার অনুগ্রহে অঙ্গে উঠিয়াছে। অতএব ইচ্ছা করি, অনুমতি হইলে

ব্রাহ্মণীকে দেখাইয়া আসি। রাজা কহিলেন বয়স্য! ও ত তোমারই হইয়াছে; যখন মনে করিবে, তখনই তাঁহাকে গিয়া দেখাইতে পারিবে। আমি একান্ত অসুস্থ আছি, একাকী রাখিয়া কেমন করিয়া যাইতে চাহ? দেখ বেলা আর কত খানি আছে।

বসন্তক রাজার কথায় গমনোদ্যম পরিত্যাগ করিয়া দেখিলেন, সায়ংকাল উপস্থিত হইয়াছে। তখন তিনি হৃষ্ট হইয়া রাজাকে কহিলেন বয়স্য! দেখ কি, সন্ধ্যার আর বিলম্ব নাই; ভগবান ভাস্কর সন্ধ্যাবধূর সঙ্কেত প্রাপ্ত হইয়াই যেন রাগাক্রান্ত হৃদয়ে সত্বরে অস্তাচলে চলিলেন। রাজা শ্রবণমাত্র গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন, যথার্থই সায়ংকাল উপস্থিত। পক্ষিকুল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া স্ব স্ব কুলায়াভিমুখে প্রস্থান করিতেছে। তন্মধ্যে কেহ কেহ সুমধুর কলরব করিয়া জনগণের শ্রবণেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা সম্পাদন করিতেছে; কেহ বা তুষ্ণীম্ভাবেই গমন করিতেছে; কেহ বা শাবকদিগের নিমিত্ত চঞ্চুপুটে করিয়া ফলমূলাদি আহার লইয়া যাইতেছে; কেহ বা মধ্যে মধ্যে মার্গভ্রষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার গিয়া দলে মিলিতেছে; নীড়স্থ শাবকেরা ক্ষুধিত হইয়া নিজ নিজ মাতাপিতার আগমনপ্রতীক্ষায় কালহরণ করিতেছে, তন্মধ্যে কেহ কুলায়ের বহির্ভাগে

মুখ বাড়াইয়া দেখিতেছে বায়ুবেগে বা অন্য কোন কারণে আবাসতরু ঈষৎ কম্পিত হইলেই সকলে কল কল করিয়া উঠিতেছে; চক্রবাক ও চক্রবাকী আসন্ন বিরহ ভাবিয়া একান্ত আকুল হইতেছে; হংসেরা সরোবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃদুমধুরস্বরে কোলাহল করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিতেছে; গোপালেরা মস্তকে বস্ত্র বন্ধন করিয়া যষ্টি-হস্তে হৈ হৈ শব্দ করত গোষ্ঠ হইতে গোকুল লইয়া গৃহাভিমুখে আসিতেছে গাভিগণ বৎসোৎসুক হইয়া হাম্বারবে বৎসদিগকে আহ্বান করিয়া ধাবমান হইতেছে; বৎসেরাও মাতার কণ্ঠ শব্দশ্রবণে উন্মনা হইয়া শব্দ করত কণ্ঠস্থ রজ্জু লইয়া অতিব্যস্ত হইতেছে; পুঙ্গবেরা প্রণয়িনীর অনুগমন করত আগেতে প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি কখন ধাবমান হইতেছে, কখন বা তদুপলক্ষে বিষম বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেছে; অতীতশৈশব বৎসতর ও বৎসতরীরা স্ব স্ব পুচ্ছ উচ্চ করিয়া কখন পাল হইতে দ্রুতবেগে ধাবমান হইতেছে; কখন বা আসিয়া পুনর্ব্বার পালে প্রবেশ করিতেছে। পান্থগণ একান্ত ক্লান্ত হইয়াও উৎকৃষ্ট পান্থনিবাস পাইবার অভিলাষে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া চলিতেছে। তাহার মধ্যে যাহারা গমনে অক্ষম হইয়া পশ্চাৎ পড়িতেছে, তাহাদের অগ্রসর সঙ্গীরা আইস হে আইস, ঐ পান্থ

বিরাম দেখা যায় বলিয়া তাহাদিগকে আহ্বান করি-তেছে; পশ্চাদ্বর্ত্তীরা আহ্বান মাত্র সমগ্রশক্তি সহকারে দু চারি পা কথঞ্চিৎ চলিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বভাবই অবলম্বন করিতেছে; কি নদ, কি নদী, কি সাগর কি সরোবর, সকল জলাশয়ের জলই অপূর্ব্ব শোণিমা ধারণ করিয়াছে; যাহারা জলাহরণে গিয়াছিল, তাহারা শোণিতভ্রমে কক্ষে কুম্ভ করিয়া তীরেই দণ্ডায়মান রহিয়াছে; পদ্মবন ম্লান বিবর্ণ হইয়া যাইতেছে; তদ্দর্শনে সহজ শত্রু কুমুদেরা যেন বিকসিত হইয়া হাস্য করিতেছে; ভ্রমরেরা কমল-কুল পরিত্যাগ করিয়া গুন্ গুন্ রবে কুমুদসমীপে উপ-স্থিত হইতেছে; দক্ষিণাচল হইতে শীতল সুগন্ধ বায়ুর মন্দ মন্দ সঞ্চারে বৃক্ষ লতাদি উদ্ভিদেরা আকম্পিত হইতেছে, বিকসিত নানা জাতি কুসুমসৌরভে ঘ্রাণেন্দ্রিয় চরিতার্থ হইয়া উঠিতেছে; মুনিগণ আসন পরিগ্রহ করিয়া সন্ধ্যার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন; যাহারা সায়ং-কালীন ভ্রমণের স্বাস্থ্য বিধায়কতার বিষয় পরিজ্ঞাত আ-ছেন, তাহাদের মধ্যে কেহ উদ্যানে, কেহ মাঠে, কেহ বা বাপীতটে সুখসঞ্চরণ করিয়া গৃহাভিমুখে চলিতেছেন।

রাজা দেখিয়া শুনিয়া কহিলেন বয়স্য! সন্ধ্যা ত পরি-ণত হইয়াছে; আর এখানে কেন? চল সঙ্কেতস্থানে

গমন করিয়া প্রেয়সীর প্রতীক্ষায় কাল হরণ করি। বসন্তক বয়স্য! আসুন বলিয়া অগ্রসর হইলে রাজা ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বসন্তক যাইতে যাইতে কহিলেন বয়স্য! দেখ দেখি, অন্ধকার পূর্ব্বদিক কেমন আচ্ছন্ন করিয়া আসিতেছে। রাজা কহিলেন হাঁ বয়স্য! দেখিতেছি, উহার আবির্ভাবে ক্রমে ক্রমে সকল বস্তুরই তিরোভাব হইতেছে। প্রথমতঃ উহা পূর্ব্ব দিক আক্রমণ করিয়াছিল, পরে তথায় আপন আধিপত্য স্থাপন করিয়া সাহস সহকারে অপরাপর দিকেও স্বীয় প্রভাব প্রকটিত করিয়াছে। এখন অতি প্রতাপশালী হইয়া নগ নগর প্রভৃতি নানা স্থানে প্রভুত্ব সহকারে অবস্থিতি করিয়া সর্ব্বব্যাপী হইয়া উঠিয়াছে। আর ত বয়স্য! কিছুই দেখা যায় না; অন্ধকার সকলই গ্রাস করিল। বল কিরূপে মকরন্দোদ্যানে যাই। বসন্তক কহিলেন বয়স্য! বড় ভাবনা করিতে হইবেক না। আমরা উদ্যানপরিসরে উপস্থিত হইয়াছি। কিন্তু বয়স্য! এখানে প্রভুত পাদপ থাকায় বোধ হয়, যেন রম্য স্থান পাইয়া অন্ধকার রাজধানী স্থাপন করিয়াছে। এখানে ত কিছুই দেখা যায় না। কিরূপে প্রবেশ করিবেন বলুন? রাজা নানা জাতি কুসুমসৌরভ আঘ্রাণ করিয়া কহিলেন বয়স্য! প্রবেশ করিলাম না ...

জানিবার বিলক্ষণ উপায় প্রাপ্ত হইয়াছি। যেখানে যে বৃক্ষাবলি আছে, সকলই বলিতে পারিব চল। বসন্তক কহিলেন বয়স্য! কিসে পারিবে, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। রাজা কহিলেন বয়স্য! প্রফুল্ল নানা পুষ্পের গন্ধ আসিতেছে, তাহার অনুভবে যেখানে যা আছে, তাহা অনায়াসে লক্ষ্য করা যাইবে। বসন্তক কহিলেন হাঁ হাঁ বয়স্য! আসুন, তবে আমি আপনাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছি। ইহা কহিয়া বসন্তক রাজার অগ্রসর হইলেন। রাজাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিয়দ্দূরে গিয়া বসন্তক রাজাকে কহিলেন বয়স্য! যাহাকে সঙ্কেত স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম, সেই এই মাধবীলতামণ্ডপ। আপনি ইহার অভ্যন্তরে শীতল শিলা-তলে উপবেশন করুন। আমি দেবীবেশধারিণী সাগরিকাকে লইয়া যত শীঘ্র পারি আনিতেছি। রাজা কহিলেন বয়স্য! তোমাকে আর কি বলিয়া দিব, এখানে আমি একাকী রহিলাম, শীঘ্র আইস। বসন্তক কহিলেন বয়স্য! এত আমাকে আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবেক না। আপনি কিঞ্চিৎকাল অবস্থিতি করুন, অবিলম্বেই আসিব। ইহা কহিয়া বসন্তক প্রস্থান করিলেন।

রাজা শিলাতলে উপবেশন করিয়া মনে মনে চিন্তা

করিতে লাগিলেন, আহা কামিজনের কি অন্যায় কামিনীর প্রতি অনির্ব্বচনীয় পক্ষপাত! তাহারা অনায়াসেই সহজ স্বপত্নীসমাগম পরিত্যাগ করিয়া দুর্ঘট অভিনব সমাগম লালসায় কতই যন্ত্রণা, কতই লজ্জা সহ্য করে। সঙ্কেতদায়িনী কামিনী দৃষ্টিদানে ও গাঢ়ালিঙ্গনে সর্ব্বদা কাতর হয়; আগ্রহ পূর্ব্বক নিবারণ করিলেও সততই যাই যাই বলিয়া থাকে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ইহাতেও সে প্রণয়িনী পত্নী অপেক্ষা সমাধিক প্রণয়িনী ও মনোহারিণী হয়। বসন্তক যে প্রিয়তমাকে আনিতে গেল কেন তাহার বিলম্ব হইতেছে; মহিষী কি এ বিষয় অবগত হইয়া থাকিবেন? রাজা এইরূপ নানা প্রকার কল্পনা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মহিষী অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইয়া কাঞ্চনমালাকে জিজ্ঞাসিলেন ভাল কাঞ্চনমালে! সত্যই কি সাগরিকা আমার বেশ পরিগ্রহ করিয়া আর্য্যপুত্রের নিকট অদ্য অভিসার করিবে? কাঞ্চনমালা কহিল দেবি! আমার কথায় অবিশ্বাস কেন করেন। আমি কি আপনাকে কখন মিথ্যা বলিতে পারি; বলিয়াই বা আমার কি লাভ হইবে; যদি একান্তই এ কথায় প্রত্যয় না হয়, চলুন। বসন্তক চিত্রশালায় উপস্থিত থাকিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন তিনিই আপনার বিশ্বাস জন্মাইয়া দিবেন, আমার কথায়

আর প্রয়োজন কি। বাসবদত্তা কহিলেন কাঞ্চনমালে! চল, তবে সেই খান দিয়াই বসন্তকের ভদ্রতা দেখিয়া যাই। কাঞ্চনমালা আসুন দেবি! বলিয়া রাজ্ঞীর অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া চলিল। বাসবদত্তাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। উভয়ে কিয়দ্দূর গিয়া চিত্রশালার সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

বসন্তক চিত্রশালায় থাকিয়া সুসঙ্গতা ও সাগরিকার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এক্ষণে মহিষী ও কাঞ্চনমালার পদশব্দ শ্রবণে মনে মনে নিশ্চয় করিলেন, সুসঙ্গতা সাগরিকাকে লইয়া উপস্থিত হইল। কাঞ্চনমালা মহিষীকে কহিল দেবি! আপনি এখানে ক্ষণকাল দণ্ডায়মান থাকুন, আমি বসন্তকের সংজ্ঞা জন্মাইয়া দি। ইহা কহিয়া কাঞ্চনমালা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইল এবং বসন্তকের বোধ জন্মাইবার নিমিত্ত ঘন ঘন তুড়ী দিতে লাগিল। বসন্তক তুড়ী শুনিতে পাইয়া নিতরাং হৃষ্টমনে, মনে করিতে লাগিলেন যাহা হউক, এখন কৃতকার্য্য হইলাম। সুসঙ্গতা সাগরিকাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। ইহা স্থির করিয়া যেদিকে তুড়ী হইতেছিল সেই দিকেই চলিলেন এবং কতিপয় পাদনিক্ষেপের পর দেখিলেন, কাঞ্চনমালা তথায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

বসন্তকের সহিত সুসঙ্গতার পূর্ব্বাবধি কথা বার্ত্তা ছিল যে, সে কাঞ্চনমালার বেশ পরিগ্রহ করিয়া চিত্রশালায় আসিবে। তজ্জন্য বসন্তক এক্ষণে কাঞ্চনমালাকেই সুসঙ্গতা স্থির করিয়া কহিতে লাগিলেন ভাল সুসঙ্গতে তুমি ঠিক্ কাঞ্চনমালার বেশ পরিগ্রহ করিয়াছ; কোন প্রকারেই বৈলক্ষণ্য নাই। একরূপ রূপপরিবর্ত্ত কেমন করিয়া করিলে? আমি ত দেখিয়া অতি আশ্চর্য্য হইয়াছি। কি বলিব। তোমার এ নৈপুণ্যে তুমি পারিতোষিক পাইবার যোগ্য। সাগরিকাও ত তোমার মত মহিষীর বেশ পরিগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন, কোথায় তিনি দেখি না কেন, পশ্চাৎ কি পড়িয়াছেন? কাঞ্চনমালা কিছু না বলিয়া তুষ্ণীভাবে অঙ্গুলিদ্বারা মহিষীকে দেখাইয়া দিল। বসন্তক দর্শনমাত্র অতিমাত্র বিস্ময়াকুল হইয়া কহিতে লাগিলেন আহা ইনি যে সাক্ষাৎ বাসবদত্তা। মহিষী বসন্তকের কথা শুনিয়া ইঙ্গিত দ্বারা কাঞ্চনমালাকে কহিলেন কাঞ্চনমালে! যাহা হউক আজ আমি নিজেই অপ্রস্তুত হইলাম, বসন্তক আমায় চিনিতে পারিয়াছেন, এখন আমাদের ভালয় ভালয় প্রস্থান করাই ভাল। ইহা কহিয়া মহিষী শঙ্কিতমনে গমনের উপক্রম করিতেছেন এমত সময়ে বসন্তক পুনর্ব্বার কহিলেন ভাল সাগরিকে! আর ওখানে নাচিতে লাগিলা ঘোমটা

কেন? আইস এখন বয়স্যের মন প্রাণ ও শরীর শীতল করিবে। তিনি তোমার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতেছেন, তাঁহার আকার দেখিলে শরীর শুষ্ক হয়, হৃদয় বিদীর্ণ হয়, প্রাণও পলায়নের চেষ্টা পাইতে থাকে; কি করি মহিষীর ভয়ে কথাটীও কহিতে পারি না। বয়স্যের যে অবস্থা ঘটিয়াছে প্রত্যক্ষ করিয়া সকলই বুঝিতে পারিবে, চল, তিনি এখন মকরন্দোদ্যানে তোমার প্রতীক্ষায় অবস্থিতি করিতেছেন, আমি তাঁহাকে নানা সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিয়া তোমায় লইয়া যাইবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি, আর বিলম্বের প্রয়োজন কি- আমাদের বিলম্ব দেখিয়া তিনি নিতান্ত কাতর হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

বাসবদত্তা বসন্তকের আড়ম্বর দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কাঞ্চনমালার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন ভাল কাঞ্চনমালে! কি এ! বসন্তকের আগ্রহ দেখিয়া ঠিক বোধ হয় কি না, যেন আর্য্যপুত্র সাগরিকাকে না পাইলে আর একক্ষণও বাঁচিবেন না। কাঞ্চনমালা কহিল দেবি! তা বড় মিথ্যা নয়; আমি তাঁহাকে যেরূপ দেখিয়াছি, তাহাতে সকলই সম্ভব বোধ হয়।

বসন্তক কহিলেন সাগরিকে! দেখ কি, ভগবান্ অমৃতদীধিতি উদয়াচলে আরোহণ করিতেছেন, অন্ধকার

বিরলীভূত হইতেছে, বৃক্ষ লতা গুল্মপ্রভৃতি সমস্ত বস্তুজাত অল্প অল্প প্রকাশ পাইতেছে, বিকসিত কুমুদগন্ধে চারি দিক আমোদিত হইতেছে, অমৃতলোভে চকোরেরা চঞ্চল-চিত্ত হইয়া চন্দ্রমণ্ডলাভিমুখে প্রস্থান করিতেছে, চন্দ্রকান্ত-মণিনিঃসৃত জলে অমৃতময় প্রস্রবণ সকল প্রবাহিত হই-তেছে, তদীয় কণিকাজালে সুশীতল দক্ষিণানিল ইতস্ততঃ সুখসঞ্চার দ্বারা তাপিত জগৎকে শীতল করিতেছে, কম-লিনীকুল নিজ নাথবিরহে নিতান্ত মূর্চ্ছিত ও একান্ত মলিন হইয়া নলীনরূপ নেত্র মুদ্রণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অলিবৃন্দ তাহাতে মত্ত হইয়া কুমুদিনীমধুপানলালসায় ব্যাকুলভাবে করুণধ্বনি করিতেছে, দিঙ্মণ্ডল আলোকময় হইতেছে, চল চল, আর ত বিলম্ব করা বিধেয় নহে, জানি কি যদি কেহ জানিতে পারে, তাহা হইলে এত যে শ্রম, সকলই পণ্ড হইয়া যাইবে। ইহা কহিয়া বসন্তক সকলকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া, যথায় রাজা তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, তদভিমুখে চলিলেন।

এখানে রাজা একান্ত উৎকণ্ঠিতচিত্তে নিতান্ত ভাবিত হইয়া কহিতেছেন এ কি, প্রিয়সমাগম অতিনিকট-বর্ত্তী হইলেও কি নিমিত্ত অন্তঃকরণ এত উৎকণ্ঠায় উত্তপ্ত হইতেছে; অথবা একপ হওয়াও বড় অসম্ভব নহে.

জগতে দেখিতেছি কি না, অচিরবর্ষু কজলদাবলীপরি-
বেষ্টিত বর্ষাদিবসেই অত্যন্ত গ্রীষ্মের প্রাচুর্ভাব হইয়া থাকে,
ব স্তুজাত ও নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া যায়। বসন্তক, রাজ্ঞী ও
কাঞ্চনমালাকে লইয়া রাজসমীপে যাইতেছিলেন, ঐ সক-
ল রাজবাক্য তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি ব্যগ্র হইয়া
মহিষীকে কহিলেন সাগরিকে! শুন ঐ প্রিয়বয়স্য তোমার
নিমিত্ত উৎকণ্ঠাগদ্গদচিত্তে কত প্রকারই কথা কহিতেছে-
ন, ত্বরায় আইস, আমি অগ্রসর হইয়া তোমার উপস্থিতি-
রূপ প্রিয়সম্বাদ প্রদানে তাঁহাকে পরিতুষ্ট করি। বাসবদ-
ত্তা শিরশ্চালন দ্বারা সঙ্কেতেই অনুমতি প্রদান করিলেন।
বসন্তক অনুমতি পাইয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন
এবং বয়স্য সম্বোধনে রাজাকে কহিলেন ভাই! তোমার
সৌভাগ্যের সীমা নাই, দেখুন ঐ সাগরিকাকে আনিয়াছি।
রাজা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া গাত্রোত্থানপূ-
র্ব্বক কহিলেন ভাই! কৈ কোথায় আমার সঞ্জীবনৌষধি
বল? বসন্তক কহিলেন বয়স্য! দেখুন ঐ যে স্বসজ্জতার
সঙ্গে আসিতেছেন। রাজা দর্শনমাত্র আস্তব্যস্ত হইয়া
তৎক্ষণাৎ নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং রাজ্ঞীকে সাগরিকা
নিশ্চয় করিয়া কহিলেন প্রিয়ে সাগরিকে! তোমার বদন
চন্দ্রের ন্যায় আহ্লাদকর, চক্ষু উৎপলের ন্যায় মনোহর,

পাণিতল পদ্মেরন্যায় সুখস্পর্শ, ঊরুযুগল রম্ভাতরুর ন্যায় স্নিগ্ধ, বাহুদ্বয় মৃণালের ন্যায় সুশীতল, তোমার প্রত্যেক অঙ্গই বিলক্ষণ সন্তাপহারী; অতএব কৃপা বিতরণ করিয়া গাঢ়ালিঙ্গনে অনঙ্গদগ্ধ অঙ্গকে নির্বাপিত কর। বাসবদত্তা রাজার ঈদৃশ চিত্তবিকার দর্শনে সাশ্রুলোচনে কাঞ্চনমালাকে কহিলেন কাঞ্চনমালে! সাগরিকার রূপ লাবণ্যের কি আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি! দেখ, তাদৃশ আর্য্যপুত্রও একবারেই প্রমুগ্ধ হইয়াছেন। চিরপ্রণয়িনী ও কক্ষ সহবাসিনী আমাকেও সাগরিকা বলিয়া উহাঁর ভ্রান্তি জন্মিয়াছে। এখন আমি এই ভাবনাই ভাবি, আর্য্যপুত্র ত আমার সাক্ষাতেই এরূপ ব্যবহার করিতেছেন, পুনর্ব্বার আবার আমার সহিত কিরূপে আলাপ করিবেন। কাঞ্চনমালা কহিল দেবি! সাহসিক পুরুষজাতির অসাধ্য কি আছে, অক্লেশে উহারা সকলই করিতে পারে। বিদূষক বসন্তক রাজ্ঞীকে কহিলেন সাগরিকে! আর কেন মৌনভাবে থাকিয়া বৃথা কালহরণ কর, অসঙ্কুচিত চিত্তে বয়স্যের সহিত আলাপনে প্রবৃত্ত হও; তোমার সুললিত বাক্য শ্রবণে দুর্ব্বিদগ্ধ দেবীর কটুবচনকলুষিত শ্রোত্রেন্দ্রিয়কে বয়স্য আমার পরিতৃপ্ত করুন। বাসবদত্তা বসন্তকের তোষামোদের ভাব দর্শনে মনে মনে বিষম বিরক্ত হইয়া কহিলেন

কাঞ্চনমালে! চপল ব্রাহ্মণের কথা শুনিলেত? আমি অত্যন্ত পরুষভাষিণী, ইনি কেমন মধুর ভাষী দেখ। কাঞ্চনমালা গোপনে অঙ্গুলিদ্বারা তর্জ্জন করিয়া কহিল হতভাগ্য ব্রাহ্মণ! এক সময়ে একথা স্মরণ করিয়া তোমার পশ্চাৎ তাপ করিতে হইবেক।

বসন্তক ইতস্ততঃ দেখিতে দেখিতে কহিলেন বয়স্য! দেখুন কেমন ভগবান্ সুধাংশু দিগ্বধূদিগের প্রতি আসক্তিবশতঃ রক্তভাবাপন্ন হইয়া উদিত হইয়াছেন। রাজা সস্পৃহলোচনে অবলোকন করিয়া কহিলেন প্রিয়ে সাগরিকে! তোমার মনোহর বদন কর্ত্তৃক রজনী মণির সমুদয় শোভাই অপহৃত হইয়াছে। এদারুণ দীনাবস্থায় ইহাঁর উদয় হওয়াই অতিমূঢ়ের কাজ ও অন্যায় হইল। দেখ, তোমার বিমলমুখশশিসন্দর্শনে পদ্মকে কি বিশ্রী বোধ হয়না; নয়ন কুমুদিনীকে কি নিতান্ত প্রফুল্ল হইতে হয়না? আর বিষম বিষমশরের শরে শরীরকে কি জর্জ্জরিত হয় না তবে বল কোনগুণে তোমার বদনসুধাকররাজ্যে ইনি পাদার্পণ করিবার যোগ্য, যদি সুধাকর নাম থাকায় ইহাঁর স্পর্দ্ধা বাড়িয়া থাকে, সে কথাও কোন কাজের কথাই নয় দেখ তোমার রসশীল অধর অক্ষয় সুধারভাণ্ডার রহিয়াছে।

বাসবদত্তা শ্রবণমাত্র রোষবশে অবগুণ্ঠনপট অপনীত করিয়া কহিতে লাগিলেন আর্য্যপুত্র! আমি সত্যই সাগরিকা, তুমি সাগরিকাকাঙ্ক্ষায় উন্মত্ত হইয়া জগৎকেই সাগরিকাময় দেখিতেছ। রাজা অকস্মাৎ মহিষীর আবির্ভাব দেখিয়া বিষম লজ্জায় পতিত হইলেন এবং মনে মনে ধিক্ ধিক্ কি করিলাম বলিয়া ইঙ্গিতদ্বারা বসন্তককে কহিলেন যাহা হউক ভাই বিলক্ষণ সাগরিকা আনিয়াছ। বসন্তক রাজবাক্যে বিষণ্ণ হইয়া কহিলেন বয়স্য! ইহাতে আপনার ক্ষতি কী আমার জীবনসংশয়েই পড়িলাম। রাজা হতাশ চিত্তে উপবেশন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মহিষীর অনুনয় আরম্ভ করিলেন প্রিয়ে! প্রসন্ন হও। ইহা কহিবা মাত্র মহিষী আক্রোশ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন আর্য্যপুত্র! আপনি কেন দুর্ব্বাদলে মুক্তা নিক্ষেপ করেন, আমি আপনার নিকট আর এ কথার যোগ্য নহি। বসন্তক মনে মনে ভাবিতেছেন এ কি সর্ব্বনাশ! এক করিতে আর ঘটিয়া উঠিল, এবিষয়ে কি উপায় অবলম্বন করি, কিসেই বা পরিত্রাণ পাই। ইহা ভাবিয়া পরিশেষে মহিষীকে কহিলেন দেবি! তুমি মহানুভাব, বয়স্যের ও এই প্রথমাপরাধ; কৃপা প্রকাশ করিয়া ক্ষমা প্রকাশ করুন্। বয়স্য ও আমি চরিতার্থতা প্রাপ্ত হই।

বাসবদত্তা শুনিবা মাত্র লজ্জা ও জ্বলিত হইয়া কহিলেন আর্য্য! কিনিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমাদের ত এবিষয়ে কিছুই অপরাধ নাই বরং প্রথমসঙ্গমে অন্তরায় হইয়া আমিই সমস্ত অপরাধে অপরাধিনী হইলাম। রাজা রাজ্ঞীর ভাবদর্শনে বিষণ্ণ হইয়া মনে করিতে লাগিলেন কি দুষ্কর্ম্মই করিয়াছি, অমৃতে বিষ উৎপন্ন হইল, এমন জানিলে কে ইহাতে প্রবৃত্ত হইত কিকরি অনুনয় ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। ইহা স্থির করিয়া পুনর্ব্বার মহিষীকে বিনীত বচনে বলিলেন প্রিয়ে! আমি তোমার চরণদ্বয়ের লাক্ষাকৃত রাগ মস্তকদ্বারা অপনীত করিতেছি কিন্তু এ দীনের প্রতি কৃপা নাহইলে তোমার মুখচন্দ্রের কোপজনিত এ লৌহিত্য দূর করিতে সমর্থ নহি। অতএব দাসের প্রতি প্রসন্ন হও, কৃপাকটাক্ষ বিতরণ কর, তাহা হইলেই কৃতার্থ হই। ইহা কহিয়া প্রেয়সীর চরণতলে পতিত হইলেন। বাসবদত্তা হাঁ হাঁ কর কি বলিয়া নিবারণ করিয়া কহিলেন আর্য্যপুত্র! উঠ উঠ বৃথা কেন অনুনয় কর, যে তোমার এরূপ হৃদয় জানিয়া ও পুনর্ব্বার কুপিত হয় সে অতি নির্লজ্জ, আমিত কুপিত নহি, আপনি সুখে থাকুন, আমার থাকা কেবল এক্ষণে বিরক্তির হেতু মাত্র, অন্যকে বিরক্ত করা আমার স্বভাব নহে। অতএব আমি প্রস্থান

করিলাম। ইহা কহিয়া মহিষী গমনের উপক্রম করিতে- ছেন এমত সময়ে কাঞ্চনমালা কহিল দেবি! পতির প্রতি প্রসন্ন হও ঘর করিতে হইলে নানা জঞ্জাল ঘটিয়া থাকে। মহারাজ চরণতলে পতিত হইয়া কত প্রকার অনুনয় ও কাতরতা প্রদর্শন করিতেছেন। আপনার ছাড়িয়া যাওয়া কোন প্রকারে বিধেয় নহে। পশ্চাৎ কেন পশ্চা- ত্তাপে পরিতাপিত হইবেন। বাসবদত্তা শুনিয়া ক্রোধ- ভরে অধীরা হইয়া কহিলেন কাঞ্চনমালে! তুই অতি অবোধ, কেন উন্মত্তের মত মেলা বকিতেছিস্, আর ও কথা মুখে আনিস্ না। কাহার প্রতি প্রসন্ন হইব আর কার লাগিয়াই বা পশ্চাত্তাপ হইবে। এখানে থাকার প্রয়োজন নাই, আস্তে হয় আয়, আমি ত চলিলাম। ইহা বলিয়া মহিষী প্রস্থান করিলেন। কাঞ্চনমালাও তাঁহার পশ্চাৎ প- শ্চাৎ চলিল। রাজা দেবি! প্রসন্ন হও, ভূয়োভূয়ঃ বলিতে লাগিলেন তাহাতে মহিষী কর্ণপাতও করিলেন না।

বসন্তক রাজ্ঞীকে প্রস্থিত দেখিয়া সহর্ষ মনে কহিলেন বয়স্য! আর কেন অরণ্যে রোদন করেন, উঠ উঠ উঠ, এক্ষণে মহিষী প্রস্থান করিয়াছেন। রাজা মুখ তুলিয়া দেখিলেন যথার্থই রাজ্ঞী চলিয়া গিয়াছেন। তখন নিতান্ত উন্মনা হইয়া বসন্তককে কহিলেন বয়স্য! দেবী অপ্রসন্না হইয়াই

প্রস্থান করিলেন, আমার বিনয়ের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও দৃষ্টি-পাত করিলেন না। বসন্তক বলিলেন বয়স্য! দুঃখ করিবেন না; দেবী তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াই গিয়াছেন। কারণ, দেখুন আমরা এখনও অক্ষত শরীরেই রহিয়াছি। রাজা বলিলেন বিলক্ষণ, তোমার মত মূর্খ আর দুটি পাওয়া ভার। আপনিই এই অনর্থের হেতু হইয়া পুনর্ব্বার পরিহাস করিতেছ। আমাদের উভয়ের মধ্যে কখন কাহারও প্রণয়ের ব্যভিচার ছিল না; প্রণয়প্রবাহে কেমন প্রীতি বাড়িয়া আসিতেছিল। এখন এই অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যলীক দর্শনে অসহনা হইয়া প্রিয়া অদ্য অনায়াসেই জীবনযাত্রা সম্বরণ করিবেন সন্দেহ নাই; অকৃত্রিম প্রেমের কিঞ্চিন্মাত্র ব্যাঘাত জন্মিলেই দুঃসহ হইয়া উঠে। বসন্তক বলিলেন বয়স্য! আর কেন ওকথার আন্দোলন করেন! দেবী ক্রোধভরেই বাটী গমন করিয়াছেন; জানি না তিনি কি করিবেন। বোধ হয় এক্ষণে সাগরিকার প্রাণ সংশয় হইয়া উঠিল। রাজা কহিলেন বয়স্য! আমিও ঐ ভাবনা ভাবিতেছি। কি করি উপায় ত কিছুই দেখিতে পাই না।

এই রূপে রাজা সাগরিকাচিন্তায় কাতর হইয়াছেন, এমত সময়ে সাগরিকা বাসবদত্তার বেশ পরিগ্রহ করিয়া রাজবাটী হইতে নির্গত হইল এবং নিতান্ত দুঃখিত

মনে কহিতে লাগিল যাহা হউক, এখন ত রাজভবন হইতে নির্গত হইলাম, ভাগ্যক্রমে কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হই নাই। সঙ্গীতশালায় যাই, অবশ্য সেখানে সুসঙ্গতা বা বসন্তক থাকিবে। ইহা কহিয়া সঙ্গীতশালায় উপস্থিত হইল কিন্তু কাহাকেও সেখানে দেখিতে পাইল না। তখন একান্ত নিরাশ হইয়া কহিতে লাগিল একাকিনী আসিয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছি। সুসঙ্গতা বা বসন্তক উভয়ের মধ্যে কেহই ত উপস্থিত নাই; একাকিনী সঙ্কেতস্থানে গমন করিলে কি ঘটিবে তাহাও ত বুঝিতে পারি নাই। এই রূপে সাগরিকা ইতিকর্ত্তব্যতাবিষয়ে বিমূঢ় হইয়া রোদন করিতে লাগিল।

এদিকে বসন্তক রাজাকে কহিলেন বয়স্য! মূঢ়ের মত বসিয়া কি ভাবিতেছ? যাহা বলিলাম তাহার কি প্রতিকার নিরূপণ করিলেন। রাজা কহিলেন বয়স্য! সেই চিন্তাই করিতেছি, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। এদিকে সাগরিকা নানা প্রকার ভাবিয়া পরিশেষে কহিতে লাগিল আর বৃথা কেন এ প্রাণ ধারণ করিয়া ক্লেশ ভোগ করি, বরং উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ; তাহা হইলে দেবীর লাঞ্ছনার হস্ত হইতে মুক্ত হই। ইহা স্থির করিয়া সাগরিকা অশোকমূলে চলিল। এদিকে রাজা বসন্ত-

ককে বলিলেন ভাই আমি ত অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম দেবীর প্রসাদ ব্যতীত সাগরিকার প্রাণরক্ষা হইবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। অতএব চল দেবীর সন্নিধানে উভয়েই প্রস্থান করি। বসন্তক ইতিমধ্যে সাগরিকার পদ শব্দ শুনিতে পাইয়া রাজাকে কহিলেন বয়স্য! ক্ষণ কাল এই স্থানেই অবস্থিতি কর; পদশব্দ শুনিতেছি। বোধ করি দেবী পশ্চাত্তাপে তাপিত হইয়া বয়স্যের নিকট পুনর্ব্বার আসিতেছেন।

রাজা কহিলেন বয়স্য! অসম্ভব নয়। দেবী মহানুভাবা, আসিলেও আসিতে পারেন। অগ্রসর হইয়া দেখ দেখি যথার্থ কি না। বসন্তক রাজবাক্যে সত্বরে গাত্রোত্থান করিয়া চলিলেন। ওদিকে সাগরিকা অশোকমূলে উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিল উত্তম সুযোগ হইয়াছে। এই মাধবীলতায় বিলক্ষণ পাশ হইতে পারিবে। ইহা স্থির করিয়া পাশ রচনায় প্রবৃত্ত হইল এবং তাহার শেষ হইলে পর করুণস্বরে কহিতে লাগিলেন হা তাত! হা মাতঃ! হা সখীগণ! এখন তোমাদের স্বপ্নের বিষয় হইলাম। ইহা কহিয়া নিজকণ্ঠে পাশ প্রদানকরিল।

বসন্তক এই বিষম বিপাক দর্শনে, মহিষী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতেছেন নিশ্চয় করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রাজাকে

আহ্বান করিতে লাগিলেন বয়স্য! বয়স্য! সর্ব্বনাশ হইল! শীঘ্র আসিয়া পরিত্রাণ কর। দেবী বাসবদত্তা এখানে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতেছেন। রাজা সসম্ভ্রমে নিকটে আসিয়া কহিলেন কৈ বয়স্য! কোথায় তিনি? বসন্তক অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া কহিলেন ঐ দেখুন অশোকমূলে সর্ব্বনাশ হইতেছে! রাজা দর্শনমাত্র অতিমাত্র সত্বর হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং কণ্ঠ হইতে পাশ লইয়া কহিতে লাগিলেন অয়ি সাহসকারিণি প্রিয়ে! ক্ষান্ত হও, কেন তোমার এ কুমতি উপস্থিত হইল? কে তোমার এ কুকর্ম্মের প্রবৃত্তি জন্মাইল? বল কিসের জন্যেই বা এ বিষম বিষয়ে উদ্যত হইয়াছ? তোমার কণ্ঠে পাশ দেখিয়া আমার প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে। তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ এতে যে কেবল আত্মহত্যাপাপেই লিপ্ত হইবে এমত নহে; পতি হত্যা পাপও ইহার আনুসঙ্গিক নিশ্চয় জানিহ।

সাগরিকা রাজাকে দেখিয়া মনে করিতে লাগিল আমার কি সৌভাগ্য, মরণ সময়ে প্রাণেশ্বর নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন। এমন সুখের মরণ আর হইবে না কিন্তু ইঁহাকে দেখিয়া আমার জীবিত তৃষ্ণা বলবতী হইতেছে, কি করি মহারাজের নিকট বিদায় লওয়াই ভাল। ইহা স্থির করিয়া সাগরিকা রাজাকে কহিল মহারাজ! এ দীনের মরণে

বাধা দিয়া প্রতিকূলাচরণ করিবেন না। এ ব্যক্তি নিতান্ত পরাধীন, আপনি এখন সন্নিহিত আছেন এমন; আর মরিবার সম্ভব কখনই ঘটিবেক না। কেন মিছা দেবীর নিকটে আমাকে ভূয়োভূয়ঃ অপরাধী করিয়া তুলিলেন? ইহা কহিয়া সাগরিকা পুনর্ব্বার গলে পাশ প্রদান করিল। রাজা তখন সাগরিকা বলিয়া নিশ্চয় জানিতে পারিলেন এবং হর্ষোৎফুল্লনয়নে, কি প্রিয়ে সাগরিকে বলিয়া পাশগ্রহণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন ছি ছি প্রেয়সি! এ সাহস পরিত্যাগ কর, এ পরামর্শ তোমায় কে প্রদান করিল? এ কুমন্ত্রণার কে তোমার মন্ত্রী হইল? এখন এ পাশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভুজ পাশ আমার কণ্ঠদেশে প্রদান করিয়া নির্গত প্রায় জীবনের গতি রোধ কর। ইহা কহিয়া সাগরিকার ভুজপাশ লইয়া নিজ কণ্ঠে অর্পণ করিলেন এবং সহর্ষমনে বসন্তককে কহিলেন বয়স্য দেখ কি ভাই এ অনভ্র বৃষ্টি। বসন্তক কহিলেন বয়স্য! যথার্থ বটে, কিন্তু যদি দেবী ইহাতে অকাল বাতাবলী হইয়া বিঘ্নোৎপাদন না করেন তাহা হইলেই ত সকল মঙ্গল হয়।

এদিকে বাসবদত্তা রাজপ্রত্যাখ্যানে অনুতপ্ত হইয়া কাঞ্চনমালাকে কহিলেন কাঞ্চনমালে! চরণ পতিত আর্য্যপুত্রকে পরি ত্যাগ করিয়া অত্যন্ত কুকর্ম্ম করিয়াছি

এক্ষণে আমার অতিশয় লজ্জা হইতেছে, স্বয়ং গিয়া তাঁহাকে চরিতার্থ করি চল। কাঞ্চনমালা কহিল দেবি! আমি পূর্ব্বেই ত আপনাকে সঙ্কেত করিয়াছিলাম, আপনি না শুনিয়াই ক্রোধভরে চলিয়া আসিলেন। জানি কি না, আপনি যেরূপ সরল, তাতে কখনই অমনি অমনি থাকিতে পারিবেন না। এবিষয়ে মহারাজকেই সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যাইতে পারে; যেহেতু তিনি অন্যায়সেই তোমাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কি বলিব, দেবি! আমি দেখিয়া শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়াছি; আপনি ত থাকিতে পারিবেন না, চলুন তাঁহাকে এক প্রকার লজ্জা দিয়া আসিবেন। ইহা কহিয়া উভয়ে উদ্যানাভিমুখে প্রস্থান করিল।

এ দিকে রাজা সাগরিকাকে বলিতেছেন অয়ি মুগ্ধে! কেন এখনও মনোরথ বিফল কর। সত্বর হও, আলাপের দোষ কি? কাঞ্চনমালা রাজার শব্দ পাইয়া মহিষীকে কহিল দেবি! মহারাজের কথার মত শুনিতে পাই। বোধ করি তিনি আপনার অনুনয় করিতে আসিতেছেন। আপনি তাঁহার অগ্রসর হউন, দেখিয়া এখন পরম পরিতৃপ্ত হইবেন। বাসবদত্তা হৃষ্টান্তঃকরণে কহিলেন ভাল কাঞ্চনমালে! উত্তম পরামর্শ দিয়াছ। আমি অজ্ঞাতসারে আর্য্যপুত্রের পৃষ্ঠদেশে উপস্থিত হই এবং অতর্কিত রূপে

কণ্ঠগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিও। এই অবসরে বসন্তক সাগরিকাকে কহিলেন সাগরিকে! আর কেন বিলম্ব কর, বিশ্বস্ত হইয়া বয়স্যের সহিত আলাপনে তৎপর হও। বাসবদত্তা বসন্তকের এই বাক্য শ্রবণে কোপে অধীর হইলেন এবং কাঞ্চনমালাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন কাঞ্চনমালে! দেখিস্ কি, সাগরিকাও এখানে আছে, এখন না যাইয়াই শুনা উচিত, কিরূপ ইহাদের আলাপ হইয়া উঠে। এই বলিয়া তূষ্ণীম্ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

সাগরিকা রাজাকে কহিল মহারাজ! আর কেন অলীক দাক্ষিণ্য প্রকাশ করেন; আর কত বার দেবীর নিকট আমাকে অপরাধী করিবেন। রাজা শুনিয়া আস্তে ব্যস্তে কহিলেন প্রিয়ে! তুমি অতিশয় মিথ্যাবাদিনী হইলে; দেখ, আমি যে দেবী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলে কেন প্রিয়ে! করিয়া উঠি, মৌনভাবে থাকিলে যে চাটু বচন প্রয়োগ করি আর কুপিত হইলে যে চরণতলে পতিত হই, এ সকল আমাদের পূর্ব্বাপর চলিত রীতির অনুবর্ত্তী হইয়া করিতে হয়, নতুবা প্রণয়ের অনুরোধে নহে; প্রণয়সম্বলিত অকৃত্রিম পবিত্র প্রীতি যাহাকে বলিতে হয়, তাহা তোমাতেই নিয়মিত হইয়াছে, প্রিয়ে! তুমি নিশ্চয় জানিও।

বাসবদত্তা রাজার কথা শুনিয়া আর গোপনে থাকিতে

পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ গিয়া সমীপে উপস্থিত হইলেন কহিলেন আর্য্যপুত্র! এক্ষণকার উপযুক্ত কথাই হইতেছিল। নিবৃত্ত হইলেন কেন? রাজা মহিষীকে দেখিবামাত্র হতবুদ্ধি হইয়া কহিলেন প্রিয়ে! অকারণে তিরস্কার করিও না; আমরা বেশসাদৃশ্যে ভ্রান্ত হইয়া এখানে আসিয়াছি; এ বিষয়ে আমাদের অণুমাত্র অপরাধ নাই; ক্ষমা কর, কুপিত হইও না। ইহা কহিয়া চরণতলে পতিত হইলেন। রাজার কথা বার্ত্তা শুনিয়া বাসবদত্তার কোপ আরও দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি কহিতে লাগিলেন আর্য্যপুত্র! উঠ উঠ। আর পূর্ব্বাপর চলিত রীতির অনুবর্ত্তী হইয়া ক্লেশ পাইও না। রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন কি সর্ব্বনাশ! এও দেবীর কর্ণগোচর হইয়াছে! এখন প্রসাদ বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে নিরাশ হইলাম। ইহা ভাবিয়া অধোমুখ হইয়া রহিলেন আর একটীও কথা কহিতে পারিলেন না।

বসন্তক রাজাপরাধ মার্জ্জনানিমিত্ত বিনীতভাবে বুঝাইয়া মহিষীকে কহিলেন দেবি! এবার আমাদের কিঞ্চিন্মাত্রও অপরাধ নাই। বয়স্যের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কৃপানেত্রে অবলোকন করিয়া দেখ, পৃথিবীপতি তোমার চরণতলে পতিত হইয়াছেন। তুমি উদ্বন্ধনদ্বারা আত্ম হত্যা করিতেছ বোধ করিয়া আমিই এখানে বয়স্যকে

আহ্বান করিয়াছিলাম। নতুবা ইঁহার কিঞ্চিন্মাত্রও অপরাধ নাই। যদি আমার কথায় আপনি বিশ্বাসই না করেন,তবে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখুন, এই লতাপাশ রহিয়াছে। ইহা কহিয়া রাজ্ঞীকে সাগরিকাকৃত পাশ তুলিয়া দেখাইলেন। বাসবদত্তা বসন্তকের হস্তের পাশকে কাল্পনিক মনে করিয়া একান্ত রোষসহকারে কাঞ্চনমালাকে আদেশ করিলেন কাঞ্চনমালে! এই প্রবঞ্চক ব্রাহ্মণকে ও দুর্ম্মতি সাগরিকাকে পাশবদ্ধ করিয়া লও। কাঞ্চনমালা মহিষীর শাসন শিরোধার্য্য করিয়া রাজসমীপেই বসন্তক ও সাগরিকাকে পাশবদ্ধ করিল এবং প্রগল্ভতা প্রকাশ করিয়া বসন্তককে কহিল এখন আপনার অবিনয়ের ফল আপনিই ভোগ কর। কে এ ক্লেশের ভাগ লইবে; মনে করিয়া দেখ দেবীর উপর কত কি দোষারোপ করিয়াছ; দেবীর দুর্ব্বাক্যে মহারাজের শ্রোত্রেন্দ্রিয় নিরন্তর কটু হইয়াছে; ছি ছি একথা মুখে আনিতে লজ্জা হইল না? এই রূপ বসন্তকের উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া সাগরিকাকে কহিল সাগরিকে! আর কেন এখানে, চল, এখন ভালয় ভালয় গমন করাই ভাল হইতেছে। সাগরিকা কাঞ্চনমালার বাক্যে মুমূর্ষুপ্রায় হইয়া মনে করিতে লাগিল হায়! আমি কি হতভাগিনী! স্বেচ্ছাক্রমে মরিতেও পারিলাম না।

রাজ্ঞী যৎকালে বসন্তক ও সাগরিকাকে বন্ধন করিয়া বাটী গমন করেন, তখন বসন্তক রাজাকে কহিলেন বয়স্য! দেবীর দৃঢ়বন্ধনে আমাদের প্রাণান্ত হইল। মনে রাখিও, যে যন্ত্রণা হইতেছে বোধ করি আর আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। রাজা এই দারুণ ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া একান্ত ক্ষুণ্ণমনা হইলেন এবং মনে মনে নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া কহিতে লাগিলেন হায়! কি কষ্ট! সর্ব্বশরীরেই ক্ষত হইল, কোথায় ঔষধ প্রদান করি, কিই বা এ রোগের উত্তম ঔষধ হইবে; এমন চিকিৎসকই বা কে আছে যে তাহার সহিত পরামর্শ করি। কেবল একমাত্র বসন্তক অবলম্বন ছিল, তাহাকেও দেবী বন্ধন করিয়া লইয়া গেলেন, কি করি, কি তাহার ভাবনাই ভাবিব, কি তপস্বিনী সাগরিকারই চিন্তা করিব, কি রোষরাহুগ্রস্ত দেবীর বদনসুধাকর স্মরণ করিয়াই খেদিত হইব। অনুপায় হইয়াছি, আর এখানে থাকিয়াই বা কি করি, উপায়ান্তরও দেখি নাই; এখন কর্ত্তব্য যাহাতে দেবী প্রসন্ন হন এমত বিষয়ে সচেষ্ট হই। ইহা স্থির করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তঃপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ অঙ্ক।

সুসঙ্গতা হস্তে রত্নমালা লইয়া সবাষ্পবদনে বিলাপ করিয়া কহিতে লাগিল হা প্রিয়সখি সাগরিকে! হা লজ্জাশীলে! হা বিনীতবচনে! হা সখীজনবৎসলে! হা উদারচরিতে! হা সৌম্যদর্শনে! এখন তোমায় আর কোথায় দেখিব। কেই বা তোমার বসতি স্থান দেখাইয়া দিবে। তোমার মত মনোমত প্রিয়সখী আর কোথায় পাইব। কার কাছে আর মর্ম্মবেদনা ব্যক্ত করিয়া সুস্থ হইব। তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয় ছিলে। তোমা.. ই আমি বিশ্বাসভূমি বলিয়া জানিতাম। আমার প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা তোমাতেই নিয়মিত ছিল। ক্ষণেক তোমায় না দেখিলেই আমার মন আকুল হইয়া উঠিত। প্রাণও কেমনই করিতে থাকিত। হা প্রিয়সখি! এখন তোমার একান্ত বিরহে কি বলিয়া সেই মনকে প্রবোধ দি। কি বলিয়াই বা এ দগ্ধ-প্রাণ ধারণ করি। অরে নির্দ্দয় হতবিধে! কে তোরে প্রিয়সখীর তাদৃশ অসামান্য রূপলাবণ্য নির্ম্মাণের পরামর্শ দিয়াছিল। কেই বা তোরে এ অনর্থ ঘটাইবার মন্ত্রণা প্রদান করিল। ভাল যদি স্বীয় শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়েই প্রিয়সখীর সৃষ্টি করিয়াছিলি তবে ত

প্রিয়সখী তোর স্পৃহণীয় বস্তু, তার এ দুর্ঘটনা ঘটাইতে কি রূপে তোর প্রবৃত্তি হইল। সর্ব্বথা তুই যে নির্দ্দয়ের শেষ, নিষ্ঠুরের শেষ, তার আর কিছুই সন্দেহ নাই। নতুবা কেন প্রিয়সখী তাদৃশ দারুণ দুঃখে নিপতিত হইবেন। কেনই বা সর্ব্বথা তাদৃশ লাঞ্ছনা ভোগ করিবেন। হা প্রিয়সখি। তুমি যে এই রত্নমালা আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছ। দেখিয়া আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে। প্রাণ কোন মতেই প্রবোধ মানিতেছে না। মরিলেই নিস্তার হয়। নিরন্তর তোমার এ দুঃখ সকল দেখিয়া বাঁচিয়া কি ফল বল। সখি! তুমি যাত্রাকালে আমাকে কহিয়াছিলে যে এই রত্নমালা ব্রাহ্মণের হস্তে সমর্পণ করিও। যাই, তোমার মনোরথ সম্পন্ন করি।

ইহা কহিয়া সুসঙ্গতা ব্রাহ্মণ অন্বেষণে যাইতে ছিল। দেখিতে পাইল হৃষ্টচিত্তে বসন্তক আসিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া সে মনে মনে স্থির করিল ভাল হইল আর কাহার অন্বেষণ করিব। বসন্তক আমার দিকেই আসিতেছেন। ইঁহারই হস্তে রত্নমালা দিয়া সখীর নিকট প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্ত হই। ইহা স্থির করিয়া সুসঙ্গতা বসন্তকের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান রহিল।

বসন্তক আসিতে আসিতে মনে করিতে লাগিলেন

অদ্য আমার কি সুপ্রভাত। বোধ করি, প্রতিকূল গ্রহসকল অনুকূল হইয়া থাকিবে। নতুবা কেন মহিষী বয়স্যের অনুনয়ের বশীভূত হইবেন। কেনই বা আমার বন্ধন মোচন করিয়া দিবেন কেনই বা আমাকে সুমধুর মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া পট্টবস্ত্র ও কর্ণভূষণ সমর্পণ করিবেন। যাহা হউক মহিষীর গর্জ্জন বর্ষণ দুই গুণই সমান রূপে বর্ত্তিয়াছে। এখন এ সৌভাগ্য দেখাইয়া বয়স্যকে দেখিয়া আসি, তিনি এখন কি অবস্থায় রহিয়াছেন। ইহা কহিতে কহিতে বসন্তক সুসঙ্গতার সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

সুসঙ্গতা তাঁহাকে সন্নিহিত দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে কহিল আর্য্য যাইবেন না, বিশেষ কথা আছে, ক্ষণকাল বিলম্ব করুন, নিবেদন করি। বসন্তক তাহাকে রোরুদ্যমান দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, সুসঙ্গতে! কিনিমিত্ত রোদন করিতেছ? তোমার প্রিয়সখীর সম্বাদ কি? সকল মঙ্গল ত? তোমাকে কাঁদিতে দেখিয়া সন্দিগ্ধ হইয়াছি সবিশেষ কহিয়া সন্দেহ দূর কর। সুসঙ্গতা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল আর্য্য! এ অভাগিনীকেই বলিতে হইল। দগ্ধমুখে কেমন করিয়া বাহির করিব। সাগরিকার উজ্জয়িনীপ্রেরণ প্রচারিত করিয়া দেবী তপস্বিনীকে কোথায় কি করিলেন; কিছুই নিদর্শন পাই নাই।

বসন্তক শুনিবামাত্র নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া খিদ্যমান চিত্তে দুঃখ করিয়া কহিতে লাগিলেন হা তপস্বিনি সাগরিকে! হা অসামান্যরূপশালিনি! হা মৃদুভাষিণি! দেবী তোমার প্রতি প্রতিকূল হইয়া কি নিষ্ঠুর ব্যবহারই করিয়াছেন। জানিতে না পারিয়া চিত্ত বিষম উৎকলিকাকুল হইতেছে। সুসঙ্গতা, রত্নমালা দেখাইয়া কহিল আর্য্য! প্রিয়সখী জীবনে নিতান্ত নিরাশ হইয়া আমার হস্তে রত্নমালা সমর্পণ করিয়া কহিয়াছিলেন সখি! ইহা আর্য্য বসন্তকের হস্তেই প্রদান করিবে। অতএব প্রিয়সখীর প্রতি অনুগ্রহেই হউক, অথবা আমার অনুরোধেই হউক, কৃপা করিয়া আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবেক। শুনিতে শুনিতেই বসন্তকের নেত্র অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল। করুণরসে অন্তঃকরণ আর্দ্র হইয়া উঠিল। সুসঙ্গতার কথাবসান হইলে তিনি রাম রাম বলিয়া কর্ণপুটে করাচ্ছাদন করিলেন এবং কিয়ৎ ক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া সুসঙ্গতাকে কহিলেন ভাল সুসঙ্গতে! তুমিই বিবেচনা করিয়া বলদেখি। আমি কিরূপে এ বিষয়ে হস্ত বিস্তার করি। এই বলিয়া বসন্তক মৌনী হইয়া রহিলেন।

সুসঙ্গতাও কাঁদিতে কাঁদিতে আগ্রহাতিশয়ে পুনর্ব্বার কহিল আর্য্য! যদিও আপনি গ্রহণে সম্মত নহেন

কি করিবেন, উপরোধে সকলই করিতে হয়। আপনাকে অবশ্যই কৃপা করিতে হইবে। আমি ত মহাশয়কে একা-কই ছাড়িব না। বসন্তক কি করেন, অগত্যা সম্মত হইয়া কহিলেন ভাল সুসঙ্গতে! দাও, আমি এ রত্নমালা বয়স্যকে সমর্পণ করিব। পাইলে তোমার সখীবিরহবিধুর তাঁহার অন্তঃকরণ অনেক অংশে সুস্থ হইবে। সুসঙ্গতা বসন্ত-কের বাক্যে কৃতার্থম্মন্য হইয়া রত্নমালা সমর্পণ করিল। তিনি গ্রহণান্তে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন প্রত্যেক মণিই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, কোটি মুদ্রাও এক একটীর প্রকৃত মূল্য নহে। তখন বিস্ময়াপন্ন হইয়া সুসঙ্গতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন সুসঙ্গতে! বলিতে পার, কেমন করিয়া ঈদৃশ মহামূল্য মালা তোমার সখীর কণ্ঠগত হইয়াছিল। সুস-ঙ্গতা কহিল আর্য্য! আমি এক দিবস কৌতুকপরতন্ত্র হইয়া এ বিষয় সখীকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি কিছুই বিশেষ উত্তর প্রদান করিলেন না, কেবল দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে এইমাত্র বলিলেন প্রিয়সখি! একে ত মরিয়া আছি, আর কেন হতভাগিনীকে ওকথা জিজ্ঞাসা কর। এই বলিয়া গদ্গদস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

বসন্তক কহিলেন সুসঙ্গতে! আর কি বিশেষ বলিবেন বল। ইহাতেই যে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, তোমার সখী

মহাকুলে জন্মিয়াছিলেন। নতুবা এতাদৃশ রত্নমালা কণ্ঠগত হওয়াই অসম্ভব হইত। ইহা কহিয়া জিজ্ঞাসিলেন সুসঙ্গতে! বয়স্য কোথায়, আমায় বলিতে পার। সুসঙ্গতা কহিল আর্য্য! এইমাত্র তাঁহাকে স্ফটিকশিলামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়াছি। বোধ করি, তিনি সেই খানেই থাকিতে পারেন। এক্ষণে আপনি প্রস্থান করুন। আমিও গিয়া দেবীর চিত্তবৃত্তির অনুবৃত্তি করি। বসন্তক ভাল আইস বলিয়া রাজসমীপে চলিয়া গেলেন। সুসঙ্গতাও রাজ্ঞীর নিকটে চলিল।

রাজা স্ফটিকশিলামণ্ডপে প্রবিষ্ট ও উপবিষ্ট হইয়া মনে করিতেছেন অদ্য আমার কি পুণ্যের ফলে কি কৌশলবলে কি বা কোন সৌভাগ্যোদয়ে জানি না কেন দেবী একেবারেই আমার প্রতি এতাদৃশ সুপ্রসন্ন হই লেন। যাহা হউক এখন নিশ্বাস পরিত্যাগের পথ হইয়াছে। কি করি, প্রেয়সী সাগরিকার চিন্তাই কেবল নিত ন্ত কাতর করিয়া তুলিতেছে। বসন্তক হৃদয়ের একমাত্র বিশ্রামস্থান ছিল, তাহাকেও ত দেবী বন্ধন করিয়া অন্তঃপুরে রাখিয়াছেন। কেই বা আর উপায় কহিয়া দিবে, কেই বা আর তাপিত প্রাণ শীতল করিবে।

বসন্তক নরপতির অন্বেষণে যাইতেছিলেন। তাহাকে

স্ফটিকশিলামণ্ডপে উপবিষ্ট দেখিয়া পরম হৃষ্ট হই-লেন মনে কহিতে লাগিলেন বয়স্য, বিরহে নিতান্ত ক্ষীণ-তনু হইয়া, উদিত দ্বিতীয়াচন্দ্রের ন্যায় অধিকতর লোচ-নানন্দদায়ী হইয়াছেন। যাই, এখন নিকটবর্ত্তী হই। এই বলিয়া বসন্তক অবিলম্বে রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন, কহিলেন বয়স্য! তোমার সৌভাগ্যের পরিসীমা নাই। নতুবা কেন দেবী আমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিবেন। কেনই বা আমি আপনাকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাইব।

রাজা বসন্তকের নিমিত্ত একান্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন কহি-লেন বয়স্য! আইস ভাই! গাঢ়রূপে আলিঙ্গন কর। বস-ন্তক বয়স্যের কথায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন ভাই! দেবী তোমার অনুনয়ের একান্ত বশীভূত হইয়াছেন। রাজা কহিলেন বয়স্য তোমার বেশ দেখি-য়াই বুঝিতে পারিয়াছি। আর ওকথা বলিতে হইবেক না। যদি সাগরিকার কোন সমাচার জান, বল, শুনিয়া শীতল হই। বসন্তক কোন কথা না বলিয়া অধোমুখ হইয়া রহিলেন।

রাজা উত্তরদানে তাঁহাকে পরাঙ্মুখ দেখিয়া সন্দিগ্ধ-

চিত্তে কহিলেন বয়স্য! কেন তুষ্ণীম্ভাবেই রহিলে। বসন্তক কহিলেন অপ্রিয় কেমন করিয়া মুখে আনিব। রাজা উদ্বিগ্নমনে সসম্ভ্রমে কহিলেন বয়স্য! বল কি? কি অপ্রিয় ঘটিয়াছে। তোমার কথা শুনিয়া আমার প্রাণ উড্ডীন হইল। বুঝি, প্রেয়সী সাগরিকার কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, হা প্রিয়ে সাগরিকে! এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। বসন্তক রাজাকে বিচেতন দেখিয়া সান্ত্বনাবাক্যে নানা আশ্বাস দিয়া কহিতে লাগিলেন বয়স্য! স্থির হও, কেন মিছা মূর্চ্ছিত হইলে। কিয়ৎক্ষণের পর রাজার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। তিনি সচেতন হইয়া সজলনয়নে কহিতে লাগিলেন অরে অবোধ প্রাণ! এখনও আমার শরীরে রহিয়াছ? ত্বরায় বাহির হও। অদ্যাপি বুঝিলে না এ ব্যক্তি কেমন পাষণ্ড, যা বলি, অবহিত হইয়া শুন। প্রিয়ার অনুবর্ত্তী হও। এখনও আমার গজগামিনী প্রিয়তমা দূরগামিনী হইতে পারেন নাই।

বসন্তক রাজভাবদর্শনে হতবুদ্ধি হইয়া কহিলেন বয়স্য! কেন তুমি অন্য মনে করিয়া ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থাগ্রস্ত হইতেছ? শুনিতে পাই দেবী সেই তপস্বিনীকে উজ্জয়িনী প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাতেই বলিতেছিলাম তোমার অপ্রিয় কেমন করিয়া মুখে আনিব।

রাজা শ্রবণমাত্র পুনর্জীবিতের ন্যায় হইয়া কহিলেন বয়স্য! বল কি, প্রিয়তমা জীবিত আছেন। ভাই! তোমাকে আমার শপথ, যথার্থ বল, বঞ্চনা করিও না, পরে প্রকাশিত হইবে। বসন্তক কহিলেন বয়স্য! আপনাকে মিথ্যা কেন বলিব, সত্যই বলিয়াছি। রাজা কহিলেন বয়স্য! যথাকথঞ্চিৎ বাঁচিবার পথ হইল। হায়! ভাই! দেবী আমার অনুরোধ কিঞ্চিন্মাত্রও রাখিলেন না, অনায়াসেই প্রিয়তমাকে উজ্জয়িনী প্রেরণ করিলেন। ভাল ভাই, তোমায় এ কথা কে বলিল। সে ব্যক্তি তোমার বিশ্বাসপাত্র বটে? বসন্তক কহিলেন বয়স্য! অপর নহে, আমাকে এ কথা সুসঙ্গতা বলিয়াছে। বিশ্বাসী না হইলে আপনাকে কেন বলিব। আর দেখুন তোমার প্রেয়সী কোন কারণে তাহার নিকট রত্নমালা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাও সে সমর্পণ করিয়াছে। রাজা কহিলেন বয়স্য! আর কোন কারণে কেন বল, বল না যে, তোমারই বিনোদের নিমিত্ত রাখিয়া গিয়াছিলেন। ভাল বয়স্য! কোথায় তাহা দাও দেখি। এই বলিয়া আস্তে ব্যস্তে হস্ত বিস্তার করিলেন। বসন্তকও তৎক্ষণাৎ নরপতির প্রসারিত করে রত্নমালা বাহির করিয়া দিলেন। রাজা গ্রহণান্তে নিরীক্ষণ করিয়া বক্ষঃস্থলে স্থাপন করি-

লেন। তাঁহার দুঃখসাগর উথলিয়া উঠিল। মেত্রজলে গাল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। ধৈর্য্য একবারেই পরাহত হইল। নিশ্বাস দ্বিগুণভাবে বহিতে লাগিল, সর্ব্বশরীর একবারেই অবসন্ন হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতেই নরপতি মূর্চ্ছিত হইলেন। বসন্তকও নানা উপায়ে তাঁহাকে পুনর্ব্বার সচেতন করিয়া তুলিলেন। রাজা মূর্চ্ছাবসানে কহিতে লাগিলেন প্রিয়তমে! তুমি যাহাকে বিনোদনোপায় বলিয়া রাখিয়া গিয়াছ। সে ত কোন কার্য্যকারক হইল না। তোমার বিরহাকুল হৃদয়কে কই স্থির করিয়া রাখিতে পারে। এমত এ রত্নমালার কি শক্তি আছে? যদি প্রেয়সী আমার জীবনরক্ষা তোমার একান্তই প্রিয় হইয়াছিল; তবে কেন আপনি না রহিলে। আহা প্রাণসমে! কোথায় আছ, আসিয়া তাপিত প্রাণ সুস্থ কর। রাজা এই রূপে বিলাপ করিয়া বসন্তককে কহিলেন বয়স্য। আর ত বিনোদের উপায় অন্য নাই। যাহা হউক ভাই! রত্নমালা যত্ন করিয়া রক্ষা কর। প্রিয়তমা আমার নিমিত্ত রাখিয়া গিয়াছেন। পরিত্যাগ করা আমারও কোনক্রমেই বিধেয় নহে। বসন্তক রত্নমালা লইয়া কণ্ঠদেশে ধারণ করিলেন। রাজা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন বয়স্য! এক্ষণে প্রেয়সী সাগরিকার দর্শন আমার সম্বন্ধেই দুর্লভ হইল।

বসন্তক নিবারণ করিয়া কহিলেন বয়স্য! আস্তে আস্তে বল, জানি কি, যদি কেহ সাগরিকার নাম শুনিতে পায়, তবে মহানর্থ ঘটিবে।

এই রূপে বসন্তক রাজাকে নিষেধ করিতেছেন। এমত সময়ে কনকপাণি বসুন্ধরা নাম্নী প্রতিহারী আসিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক নিবেদন করিল মহারাজ! সেনাপতি রুমণ্বানকে কোশলদেশজয়ের ভার দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার ভাগিনেয় বিজয়বর্ম্মাও সমভিব্যাহারী হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে সে আপনাকে বিশেষ প্রিয় সম্বাদ প্রদান করিবে বলিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছে। কি আজ্ঞা হয়। রাজা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র আগ্রহে কহিলেন বসুন্ধরে! শীঘ্র যাও, লইয়া আইস। প্রতিহারী যে আজ্ঞা মহারাজ! বলিয়া প্রস্থান করিল এবং অবিলম্বেই বিজয়বর্ম্মাকে লইয়া পুনর্ব্বার উপস্থিত হইল।

বিজয়বর্ম্মা রাজদর্শনে পরিতৃপ্ত হইয়া জয়াশীঃপ্রয়োগ পুরঃসর কহিল মহারাজ! আপনার অখণ্ড জয়ভাগ্য, আপনারই প্রভাবে দুর্জ্জয় কোশলরাজ্যেরও জয় হইয়াছে। রাজা শ্রবণমাত্র অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদে পুলকিতগাত্র হইয়া রুমণ্বানকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন, কহিলেন বিজয়বর্ম্মন্! বল, তোমার মাতুল কিরূপে কোশল-

জয়ী হইলেন। কিরূপেই বা উভয়পক্ষের সংগ্রাম হইল সবিশেষ সমস্ত বর্ণন কর, শুনিতে বিলক্ষণ কৌতুক জন্মিয়াছে।

বিজয়বর্ম্মা মহীপালের প্রার্থনায় কৃতার্থম্মন্য হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল মহারাজ! শ্রবণ করুন, আদ্যোপান্ত সমর বৃত্তান্ত নিবেদন করিতেছি। আপনকার আদেশানুসারে মাতুল মহাশয় দুর্নিবার চতুরঙ্গিনী সেনা লইয়া অচিরকালমধ্যেই কোশলরাজ্যে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় কোশলরাজকে নিজ দুর্গমধ্যে অবস্থিত জানিয়া দ্বারাবরোধপূর্ব্বক শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। কোশলেশ্বর তাদৃশ অরি পরিভব সহিতে না পারিয়া স্বাস্তিকপ্রায় স্বীয় সৈন্যগণে সন্নহনের আদেশ প্রদান করিলেন। তাহারাও সমুচিত সন্নাহ করিয়া, যুদ্ধার্থে তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইল। কোশলরাজ আর কালব্যাজ না করিয়া দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক সসৈন্যে মার্ মার্ শব্দে দুর্গের বহির্ভাগে উপস্থিত হইলেন। মাতুল মহাশয়ও সংগ্রাম সজ্জায় সজ্জিত ছিলেন; তাঁহাকে যুদ্ধার্থী বুঝিয়া অবিলম্বে সম্মুখীন হইলেন। উভয় দলে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিল। পত্তিতে পত্তিতে ও রথীতে রথীতে প্রবল যুদ্ধানল প্রজ্বলিত

হইল। অশ্বারোহীরা অশ্বারূঢ়দিগকে হতাহত করিতে লাগিল। সংগ্রামনির্ঘোষে কর্ণরন্ধ্র বিদীর্ণপ্রায় হইল। রণরেণু সমীরণে উড্ডীন হইয়া গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। দেখিতে দেখিতে কোশলেশ্বরের সৈন্যচয় সমরানলে আহুতপ্রায় হইল। মাতুল মহাশয় সময় বুঝিয়া শরাসনে শর সন্ধান করিলেন এবং লঘুহস্ত হইয়া স্বীয় শিক্ষানৈপুণ্য সহকারে কোশলপতির প্রতি বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তিনিও পরাঙ্মুখ না হইয়া শরবর্ষণের ত্রুটি করিলেন না। পরিশেষে মাতুল মহাশয়ের শরজালে আহত ও হত হইয়া সমরশয্যায় শয়ন করিলেন। বিপক্ষ পক্ষমধ্যে হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল। আমাদিগের আহত সৈন্যও আহ্লাদে মহারাজের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

রাজা কোশলরাজকে সমরে অপরাঙ্মুখ শুনিয়া ধন্য কোশলরাজ! ধন্য! বলিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বসন্তকও মহামোদে হস্ত তুলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। বিজয়বর্ম্মা পুনর্ব্বার কহিল মহারাজ! এক্ষণে মাতুল মহাশয় মদীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর জয়বর্ম্মার উপর জিতবশীকৃত রাজ্যের সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়া, ব্রণিত বাহিনীবর্গ সমভিব্যাহারে ধীরে সুস্থে আসিতেছেন।

আর মহারাজকে মহারাজের জয়সমাচার জানাই-বার নিমিত্ত আমাকে অগ্রেই পাঠাইয়া দিলেন। রাজা আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন এবং প্রতীহারীকে আদেশ প্রদান করিলেন বসুন্ধরে! বিজয়কে সঙ্গে লইয়া যাও; অমাত্য যৌগন্ধরায়ণ যেন পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় করেন। প্রতীহারী যে আজ্ঞা মহারাজ! বলিয়া তাহাকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া প্রস্থান করিল।

প্রতীহারী বিদায় হইলে পর, কাঞ্চনমালা আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল মহারাজ! সম্বরসিদ্ধি নামে এক জন ঐন্দ্রজালিক উজ্জয়িনী হইতে আসিয়াছে; আপনি তাহার ইন্দ্রজাল দর্শনে কৃপাকটাক্ষ করেন; দেবী এই অনুরোধ করিয়া আমাকে পাঠাইলেন। আপনার কি আজ্ঞা হয়। রাজা কৌতুকপরতন্ত্র ছিলেন। বিশেষতঃ বিশেষ কার্য্যান্তরও ছিল না। তাহাতে আবার মহিষীর অনুরোধ। অতএব তৎক্ষণাৎ অনুমতি করি-লেন কাঞ্চনমালে। তাহাকে শীঘ্র লইয়া আইস। কাঞ্চন-মালা আজ্ঞা লাভে কৃতার্থ হইয়া ঐন্দ্রজালিককে লইয়া অবিলম্বে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইল।

ঐন্দ্রজালিক দূর হইতে মহারাজের জয় হউক বলিয়া

আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিল, কহিল মহারাজ! আজ্ঞা হইলে ভূতলে নিশানাথ, মধ্যাহ্নে প্রদোষ, আকাশে ভূধরাবলি, অসম্ভব সকলই দেখাইতে পারি।

বসন্তক ঐন্দ্রজালিকের এইরূপ আড়ম্বর শুনিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন বয়স্য! অবহিত হইয়া ইহার কথা শুনিলেন? এ যে বিলক্ষণ গর্জ্জন করিতেছে। ঐন্দ্রজালিক কহিল মহাশয়! এ শরতের মেঘ নহে; ইহাতে বহুবৃষ্টি দেখিতে পাইবেন; অধিক কি কহিব, আপনারা মনে মনেও যাহা দেখিতে বাসনা করেন; আমি গুরুর চরণকৃপাবলে তাহাও দেখাইয়া দিব। রাজা ঐন্দ্রজালিকের কথায় আশ্চর্য্য হইয়া কাঞ্চনমালাকে কহিলেন ভদ্রে! দেবীকে এখানে আসিতে বল। ঐন্দ্রজালিক তাঁহারই পিত্রালয় হইতে আসিয়াছে। অতএব একত্র বসিয়াই ইহার শিক্ষানৈপুণ্য দর্শন করিব। কাঞ্চনমালা রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া প্রস্থান করিল এবং অবিলম্বে মহিষীকে লইয়া রাজসমীপে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইল।

রাজ্ঞী আর্য্যপুত্রের জয় হউক বলিয়া প্রিয়তমের সম্মুখীন হইলেন। রাজাও তাঁহার সমাগমে পরমপ্রীত হইয়া, সাদরে কর গ্রহণ করিয়া মধুর বচনে কহি-

লেন প্রেয়সি! তোমার ঐন্দ্রজালিক বিলক্ষণ গর্জ্জন করিতেছে, উপবেশন কর, ইহার শিক্ষানৈপুণ্য কিরূপ তাহাও দেখ। এই বলিয়া প্রিয়তমায় লইয়া আসনার্দ্ধে উপবেশন করাইলেন এবং ঐন্দ্রজালিকের প্রতি আদেশ করিলেন ভদ্র! তোমার ইন্দ্রজাল আরম্ভ কর। ঐন্দ্রজালিক কৃতাঞ্জলিপুটে যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া, বহুবিধ ভূমিকা করিয়া নানাপ্রকার বাদ্য আরম্ভ করিল। কহিল মহাশয়! আপনারা অবধান করুন, হরি হর ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ ও দেবরাজকেও দেখাইতেছি। অনুগ্রহ করিয়া দর্শন করিলেই অধীন চরিতার্থ হয়। সকলেই বিস্মিতনেত্রে দেখিতে লাগিলেন। রাজা, দেবগণ দর্শনে উপবেশন অনুচিত ভাবিয়া আসন হইতে অবতীর্ণ হইলেন কহিলেন দেবি! দেখ কি অপরূপই অদ্য নয়নগোচর হইল। বসন্তক যেমন দেখিতে ছিলেন, বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তেমনই রহিলেন; তাঁহার মুখ দিয়া একটি কথারও স্ফূর্ত্তি হইল না। বাসবদত্তা দর্শন করিয়া অতিমাত্র চমৎকৃত হইয়া কহিলেন আর্য্যপুত্র! অদ্য সৌভাগ্যক্রমে দ্রষ্টব্য বস্তু দর্শন করিলাম। আজি আমাদের জন্ম সার্থক, জীবন সফল, চক্ষুও চরিতার্থ হইল। দেখুন, কেমন আশ্চর্য্যই দেখাইতেছে। রাজা কহিলেন

প্রেয়সি! ইহার পর আর কি অদ্ভুত হইতে পারে, ব্রহ্মা-ণ্ডের পর্য্যন্ত আজই দর্শন করিলাম। প্রিয়ে! ঐ দেখ, সরোজে ব্রহ্মা বিরাজমান হইয়াছেন। শশিখণ্ডধারী ত্রিপুরারি বৃষভোপরি বিহার করিতেছেন। চক্রপাণি চারি হস্তে চক্রাদি অস্ত্র শস্ত্র লইয়া দৈত্য চক্র-নিধনার্থ সংগ্রামস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। দেবরাজ গজরাজ ঐরাবতে আরোহণ করিয়া শচীর সহিত নন্দনবনে প্রস্থান করিতেছেন। অন্যান্য দেবগণ ও দেবীবর্গ নিজ নিজ বাহনে সুখসঞ্চারে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। অপ্স-রারা অশেষ হাব ভাব প্রকাশ করিয়া নৃত্য করিতেছে। কিন্নর কিন্নরী গণের সুমধুর গানে চিত্ত পরিতৃপ্ত হইতেছে। দেবি! ঈদৃশ অদ্ভুত ইন্দ্রজাল ও ঐন্দ্রজালিক কখনই নয়নগোচর করি নাই; অদ্য সৌভাগ্যক্রমেই দেখিতে পাইলাম। বাসবদত্তা বিস্ময়রসে অভিষিক্ত হইয়া রোমাঞ্চিত হইলেন। বসন্তক ঐন্দ্রজালিকের অসামান্য নৈপুণ্য দেখিয়া তাহাকে ইঙ্গিতদ্বারা জানাইলেন অরে মূঢ়! কি নিমিত্ত বৃথা পরিশ্রম করিয়া মরিস, যদি মহা-রাজকে সন্তুষ্ট করাই তোর উদ্দেশ্য হয়, তবে আর চারি-মুখ প্রভৃতি বিকৃতাকৃতি গুলায় দেখাইস না। পারিস্ ত সাগরিকাকে দেখা, যাহাতে বয়স্য অবশ্যই পরম

পরিতুষ্ট হইবেন। তোরও প্রচুর পারিতোষিক লাভ হইবে।

এই বলিয়া বসন্তক ঐন্দ্রজালিককে উৎসাহিত করিতে ছিলেন এমন সময়ে, প্রতীহারী আসিয়া অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া নিবেদন করিল মহারাজ! অমাত্য যৌগন্ধরায়ণ আপনাকে বিজ্ঞাপন করিলেন যে, সিংহলাধিপতি আমাদের বাভ্রব্য কঞ্চুকীর সহিত নিজ অমাত্য বসুভূতিকে পাঠাইয়াছেন, এই শুভ সময়ে মহারাজ যেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। আমিও কার্য্য শেষ সমাধা করিয়া মহারাজের নিকটস্থ হইতেছি। বাসবদত্তা মাতুলামাত্য আসিতেছেন শুনিয়া, ব্যগ্রভাবে রাজাকে কহিলেন আর্য্যপুত্র! এক্ষণে ইন্দ্রজাল স্থগিত থাকুক। নানাগুণালঙ্কৃত মাতুলামাত্য বসুভূতি আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ সম্ভাষণ অতীব কর্ত্তব্য। রাজা কহিলেন প্রেয়সি! অমাত্য বসুভূতি মহাশয় লোক, আমি তাঁহার গুণগ্রাম সবিশেষ অবগত আছি। এই বলিয়া ঐন্দ্রজালিকের প্রতি আদেশ করিলেন ভদ্র! বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত; তোমারও পরিশ্রম হইয়াছে; এক্ষণে গিয়া বিশ্রাম কর। ঐন্দ্রজালিক যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রজালের উপসংহার করিল, কহিল মহারাজ!

আমার এক বিশেষ বিদ্যা আছে; অনুগ্রহ করিয়া মহা-রাজকে দেখিতে হইবে। রাজা দেখিব বলিয়া স্বীকার করিলেন। রাজ্ঞী কাঞ্চনমালাকে কহিলেন ভদ্রে! সমুচিত পারিতোষিক দিয়া ইহাকে বিশ্রাম স্থানে লইয়া যাও। কাঞ্চনমালা আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র ঐন্দ্রজালিককে লইয়া প্রস্থান করিল।

রাজা বসন্তককে কহিলেন বয়স্য! মহানুভব বসুভূতি আসিতেছেন; তুমি অগ্রসর হইয়া যাও, তাঁহার বিশেষ সংবর্দ্ধনা করিয়া আন। বসন্তক, বয়স্য চলিলাম বলিয়া প্রস্থান করিলেন; দেখিলেন কিয়দ্দূরে বাভ্রব্যের সহিত বসুভূতি আসিতেছেন। বসন্তক তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া সন্নিহিত হইলেন। পরস্পর মিলিত হইয়া প্রথম দর্শনোচিত শিষ্টাচার পরম্পরা পরিসমাপ্ত করিলেন। বসন্তক তাঁহার পথপ্রদর্শক হইয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন। কঞ্চুকীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ক্রমে সকলে প্রথম প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইলেন। বসুভূতি প্রবিষ্ট হইয়া বিস্মিত নেত্রে চারি দিক অবলোকন করিয়া কহিলেন, আহা! মহারাজ উদয়নের কি রাজবিভব! দেখিয়া শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। জয়হস্তী দ্বারদেশে হিরণ্ময় শৃঙ্খলে সংযত রহিয়াছে। মন্দুরা মধ্যে অশ্বগণ অন-

বরত হেষারব করিতেছে। স্থানে স্থানে কৌতুকাবহ ব্যাপারসমূহ প্রকটিত রহিয়াছে। শকুন্তশালার শুক শারিকা প্রভৃতি বিবিধ পক্ষিজাতি সুমধুর কলরবে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে। নবীন কৃষ্ণসার রুরু প্রভৃতি নানা জাতি চঞ্চল মৃগশাবক ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষবাটিকার অভূতপূর্ব্ব মনোরম শোভা দর্শনে দর্শনেন্দ্রিয় চরিতার্থতা লাভ করিতেছে। অন্যত্র জাতি জুতি মল্লিকা মালতী টগর কেশর গন্ধরাজ প্রভৃতি সুরভি কুসুমনিকরের সৌরভে ঘ্রাণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হইতেছে। সিংহলেশ্বরামাত্য বসুভূতি এই সমস্ত দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বাভ্রব্যকে কহিলেন বাভ্রব্য! অনেকানেক রাজবাটী অবলোকন করিয়াছি, এমনটি আর কুত্রাপি নয়নগোচর হয় নাই; দেখিয়াছ ত আমাদিগের মহারাজের বাটীতেও ঈদৃশী শোভাপরিপাটী শৃঙ্খলাবদ্ধ নাই। বাভ্রব্য কহিল, অমাত্য! আপনি গুণগ্রাহী, আপনি দেখিলেই শোভার সার্থকতা হয়, বলিতে কি দুরবস্থায় পড়িয়া আমার মনের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। আহা! ঈশ্বরের কি অসীম মহিমা! দুস্তর সাগর সলিলে নিমগ্ন হইয়া রক্ষা পাইব ও স্বামিদর্শন সুখানুভব করিয়া আত্মাকে চরি-

তার্থ করিব, এরূপ আশাই ছিল না। সম্প্রতি আসন্ন রাজদর্শন প্রত্যাশায় আনন্দভরে যেরূপ ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাতে জরার বিলক্ষণ সাহায্য হইতেছে। দেখুন, আহ্লাদ প্রভাবে বার্দ্ধক্য নিবন্ধন গাত্রকম্প প্রবল হইয়া উঠিতেছে; অস্পষ্ট দৃষ্টি, বাষ্পজলাচ্ছন্ন হইয়া অধিকতর অস্পষ্ট হইতেছে; কথার ত পদে পদেই স্খলন হয়, গদ্গদতার সহায়তায় আরও স্খলিত হইতেছে। বসন্তক অগ্রসর হইয়া মধ্যে মধ্যে গ্রীবাবর্ত্তন পূর্ব্বক আসুন অমাত্য! আসুন বলিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন ইত্যবসরে, তাঁহার কণ্ঠস্থ রত্নমালা, বসুভূতির দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তিনি কঞ্চুকীকে দেখাইয়া কহিলেন বাভ্রব্য! মহারাজ প্রেরণকালে রত্নাবলীকে যে রত্নমালা প্রদান করিয়াছেন, বোধ হয় সেই রত্নমালাই বসন্তকের কণ্ঠে দৃষ্ট হইতেছে; তোমার কি অনুমান হয়? বাভ্রব্য দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল অমাত্য! সাদৃশ্য আছে বটে, নিশ্চয় বলিতে পারি না। আপনার অনুমতি হইলে জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহ দূর করি। বসুভূতি নিষেধ করিয়া কহিলেন, বাভ্রব্য! জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। কারণ, ঈদৃশ ধনসম্পন্ন পূর্ব্বতন নরপতিদিগের ভবনে বহুসংখ্যক অমূল্য রত্ন ও রত্নমালার অসদ্ভাব নাই। সুতরাং রত্নাবলীর

রত্নমালার সাদৃশ্য থাকিবার অসম্ভাবনা কি? বিবেচনা করিয়া দেখ, রাজকন্যা যেরূপ বিপদে পড়িয়াছেন, তাহাতে জীবিত থাকাই একান্ত অসম্ভব। আর যদিই জীবিত থাকেন, তাঁহার রত্নমালা বসন্তকের কণ্ঠগত হওয়া কিপ্রকারে সম্ভবে। বসুভূতি ও বাভ্রব্য পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন এমত সময়ে, বসন্তক দুর হইতে রাজাকে নিদর্শন করিয়া কহিলেন, অমাত্য! ঐ দেখুন, মহারাজ উৎকণ্ঠিতচিত্তে মহিষীর সহিত আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। আসুন, এদিক দিয়া আসুন। বসুভূতি কহিলেন চলুন মহাশয়! চলুন, যাইতেছি।

কিয়ৎক্ষণ পরে সকলে রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। বসুভূতি অগ্রসর হইয়া হস্ত তুলিয়া, মহারাজ! বিজয়ী হউন বলিয়া, রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজাও তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক মহাসমাদরে তাঁহাকে লইয়া আসনে উপবেশন করাইলেন। মহারাজ! বাভ্রব্য প্রণাম করিতেছে বলিয়া, কঞ্চুকী মস্তক অবনত করিল। রাজা তাহার প্রতি প্রসাদসরল দৃষ্টিপাত করিয়া বসিতে আজ্ঞা করিলেন। বাসবদত্তা ভক্তিভাবে বসুভূতিকে প্রণাম করিলেন। বসুভূতি, আয়ু-

স্মতি! বৎসরাজসদৃশ পুত্রবতী হও বলিয়া, আশীর্ব্বাদ
করিলেন। পরে কঞ্চুকী মহিষীর পাদবন্দন করাতে, তিনি
তাঁহার সমুচিত সংবর্দ্ধনা করিতে ত্রুটি করিলেন না।
এইরূপে পরস্পরের প্রথম সমাগমোচিত শিষ্টা-
চার পরম্পরা পরিসমাপ্ত হইলে, রাজা বসুভূতিকে
জিজ্ঞাসিলেন অমাত্য! সে বাটীর সমুদয় কুশল
ত? বসুভূতি উর্দ্ধদৃষ্টে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া,
সবাষ্প ও নির্ব্বিষয়নয়নে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।
মহিষী বসুভূতিকে রোদন করিতে দেখিয়া মাতুল
গৃহের অমঙ্গল শঙ্কায় বিষণ্ণভাবাপন্ন হইলেন। মনে
করিতে লাগিলেন কি সর্ব্বনাশ! কেন অমাত্য উত্তরদানে
কাতর হইতেছেন, কেনই বা রোদন করেন. জানি না
কি দুর্ঘটনাই ঘটিয়াছে। রাজা বসুভূতির বৈরূপ্য
দেখিয়া সাতিশয় শঙ্কিতচিত্তে কহিলেন, আর্য্য! কি
নিমিত্ত আপনি এত আকুল হইয়া উঠিলেন। রাজা
কাতরতা প্রদর্শন পূর্ব্বক আগ্রহ সহকারে ভূয়োভূয়ঃ
জিজ্ঞাসা করায় কঞ্চুকী কহিল অমাত্য! অবশ্য-
বক্তব্য বিষয়ে সঙ্কোচ করিয়া আর কি হইবে? মহারাজ
নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, ত্বরায় বলিয়া মহারাজের,
উৎকণ্ঠা দূর করুন। বসুভূতি অগত্যা দীর্ঘ নিশ্বাস পরি-

ত্যাগ করিয়া সজলনয়নে কহিতে লাগিলেন মহারাজ! কি বলিব, বলিবার কথা নয়। আপনি শুনিয়া থাকিবেন, লোকত্রয়ললামভূতা সুলক্ষণা রত্নাবলী নামে সিংহলেশ্বরের এক দুহিতা ছিল। মন্ত্রীপ্রবর যৌগন্ধরায়ণ সিদ্ধ পুরুষের নিটক শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, যিনি ঐ সুলক্ষণা কন্যারত্নের পাণিগ্রহণ করিবেন, তিনি এই সসাগরা সদ্বীপা মেদিনীর একাধিপতি হইবেন। অমাত্য এই কথার উপর নির্ভর করিয়া, কন্যা প্রার্থনায় সিংহলে দূত-প্রেরণ করেন। মহারাজের মাতুলশ্বশুর নিজকন্যা ও ভাগিনেয়ীর বক্ষঃস্থলে সাপত্ন্য শল্য রোপণ করা অনুচিত ভাবিয়া, কোন ক্রমেই তাহাতে সম্মত হন নাই।

রাজা এ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও অবগত ছিলেন না। এক্ষণে বসুভূতির কথা শুনিয়া তাঁহার বিলক্ষণ বিস্ময় জন্মিল। তিনি অবাক্ হইয়া মহিষীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ইঙ্গিতে কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার মাতুলামাত্য কি অলীক উপন্যাস করেন শুন। বাসবদত্তা কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আর্য্যপুত্র! আমি অলীক উপন্যাস বুঝিতে পারি নাই; স্ত্রীলোক অন্তঃপুরে থাকি, কেমন করিয়াই বা বুঝিব। বসন্তক কহিলেন, ভাল অমাত্য! আপনি সে কন্যার বিষয় কি বলিতেছিলেন,

বিশেষিয়া বলুন, ক্লান্ত হইলেন কেন? বসুভূতি কহিলেন, অনন্তর বাসবদত্তা দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন সংবাদ পাইয়া মহারাজ নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করেন। পরে শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া মহারাজের সহিত পূর্ব্ব কুটুম্বিতা রক্ষা করা কর্ত্তব্য বিবেচনায়, আমাদিগের সহিত প্রাণভূতা নিজ কন্যা রত্নাবলীকে সমুদ্রযানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দৈবদুর্ব্বিপাকে সমুদ্র মধ্যে যান-ভঙ্গ হওয়ায়——এইমাত্র বলিয়া বসুভূতি বাষ্পনিরুদ্ধকণ্ঠে অধোমুখে রোদন করিতে লাগিলেন। বাসবদত্তা বুঝিতে পারিয়া উন্মূলিত মহীরুহের ন্যায় ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। রাজা, মহিষীকে মূর্চ্ছাপন্ন দেখিয়া কহিলেন, অমাত্য! দেখিতেছেন কি, আর এক সর্ব্বনাশ উপস্থিত! বসুভূতি প্রভৃতি সকলে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নানা কৌশলে রাজ্ঞীকে সচেতন করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণের পর মহিষীর মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল, তাঁহার সর্ব্ব শরীর অভিষিক্ত হইতে লাগিল, [illegible] বিদীর্ণপ্রায় হইয়া গেল, সর্ব্ব শরীর অবসন্ন হইল, গাত্র থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তখন শোকাবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার বিচেতন হইলেন। সুশীতলজলাভিষিক্ত উশীর ব্যজনা-

নিল দ্বারা তাঁহার মোহ পুনর্ব্বার অপনীত হইল। তিনি গাত্রোত্থান করিয়া হা হতাস্মি মন্দভাগিনী বলিয়া নানাচ্ছন্দে পরিতাপ ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। হা মাতুলপ্রাণভূতে! হা অসামান্যরূপশালিনি! হা হংসগামিনি! কোথায় রহিলে, একবার দেখা দিয়া যাও! আমার প্রাণ শোকানলে দগ্ধ হইতেছে, তোমাকে দেখিয়া শীতল করি! আমি তোমার নিমিত্ত নিতান্ত কাতর হইয়াছি! হায় ভগিনি! শুনিয়াও কেন শুনিতেছ না, জন্মের মত বিদায় হইলে, একবার সম্ভাষণ করিয়াও গেলে না? হায়! তোমার হৃদয় কি নির্দ্দয়! পিতা মাতারও অনুরোধ রাখিলে না? হা মাতুল! হা মাতুলানি! তোমরা অনপত্য হইলে! এখন, হে পিতঃ হে মাতঃ বলিয়া কে তোমাদের সম্বোধন করিবে? কেইবা আর অপুত্রতা নিবন্ধন দুঃখে জলাঞ্জলি দিয়া রাখিবে? হায়! কি সর্ব্বনাশ হইল! ভগিনি! কোথায় গেলে? অভাগিনীর কথা রাখ, একবার আসিয়া প্রতিবচন প্রদান কর!

রাজা রাজ্ঞীর বিলাপে নিতান্ত কাতর হইয়াও সান্ত্বনা বাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন, প্রিয়ে! শোকাবেগ সম্বরণ কর, কেন এত অধীর হইলে, দৈবের গতি কি বলা যায়?

দেখ ইঁহারাও জলমগ্ন হইয়াছিলেন। এই বলিয়া বসু-ভূতিও বাভ্রব্যকে হস্ত নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইয়া দিলেন। বাসবদত্তা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, আর্য্যপুত্র! এ হতভাগিনীর কি এত ভাগ্য হইবে যে পুনর্ব্বার রত্নাবলীকে দেখিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিব? রাজা ও রাজ্ঞীর এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল এমত সময়ে, তুমুল কোলাহল শব্দ কর্ণগোচর হইল। রাজা শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া বসন্তককে কহিলেন, বয়স্য! দেখ দেখ, অকস্মাৎ এরূপ কোলাহল হইতেছে কেন? বসন্তক তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিয়া অবিলম্বেই আসিয়া সসম্ভ্রমে রাজাকে কহিলেন, বয়স্য! দেখেন কি, সর্ব্বনাশ উপস্থিত! অন্তঃপুরে প্রলয় কালীন বহ্নির ন্যায় প্রবল অনল, ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। ধূমোদ্গমে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছে। বোধ হয় যেন বর্ষাকালের শ্যামল মেঘমণ্ডলী গগন প্রাঙ্গনে উত্তীর্ণ হইয়াছে। ধূমপা-নাভিলাষে নানা জাতি বিহঙ্গমগণ অম্বর তলে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতেছে। ক্রমাগত শত শত বন্দুক পরিত্যাগ করিলে যেরূপ কেহ পতিত, কেহ বা উৎপতিত হয়, সেইরূপ উল্কা সকল নিরন্তর পতিতোৎ-পতিত হইতেছে। বয়স্য! নিকটে যায় কাহার সাধ্য,

বিলোল শিখাজাল সন্দর্শনে বোধ হয়, যেন বহ্নি বিকট জিহ্বাজাল বিস্তার করিয়া যাবতীয় গৃহের আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বয়স্য! বাটীর উপরিভাগে দৃষ্টি করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে, যেন সন্ধ্যাকালীন পাটল মেঘমণ্ডলের আবির্ভাব হইয়াছে। কি কর্ত্তব্য, আমি ও কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।

রাজা সহসা বিপদ্ উপস্থিত শুনিয়া প্রতীকার চেষ্টায় ব্যস্তসমস্ত হইয়া অন্তঃপুরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে মহিষী প্রভৃতি সকলে একান্ত ব্যগ্র হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। রাজা কিয়দ্দুর যাইয়া শুনিতে পাইলেন, "দেবী অনলে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন এই যে প্রবাদ সিংহলে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা যথার্থ করিবার নিমিত্তই যেন অগ্নি অন্তঃপুরে লাগিয়াছে।" রাজা, দেবী অনলে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন এই মাত্র শুনিয়া স্নেহবশে তাঁহাকে মৃত নিশ্চয় করিয়া হা প্রিয়ে বাসবদত্তে! বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। বাসবদত্তা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই যাইতেছিলেন। তিনি রাজার এইরূপ অসম্বদ্ধ প্রলাপ শুনিয়া কহিলেন, মহারাজ! পরিত্রাণ করুন, আমি যে আপনকার সঙ্গেই রহিয়াছি, আপনি আমার নিমিত্ত কেন এত ব্যাকুল হইতেছেন? বাস

সংকারে রশ্মিকে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্ বহ্নে! আপনি শীতল হউন, বৃথা কেন প্রবল হইতেছেন? কেনই বা ধূম বিস্তার করেন? আমি আপনার এ করাল শিখা জালে কখনই ভয় পাইব না, বৃথা পরিশ্রমে ক্ষান্ত হউন। আপনি যদিও শত গুণ শক্তি সহকারে বিভীষিকা প্রদর্শন করেন, কিছুতেই আমাকে ফিরাইতে পারিবেন না। যখন দাবানলসম প্রেয়সী সাগরিকার বিরহানলে আমাকে ভস্মসাৎ করিতে পারে নাই; তখন আপনি আর কি করিবেন? এই বলিয়া যেমন অগ্রসর হইতেছেন, অমনই দেখিতে পাইলেন সাগরিকার বস্ত্রাঞ্চলে অগ্নি লাগিয়া ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। তখন তিনি হায় কি সর্ব্বনাশ! বলিয়া তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। বাসবদত্তা রাজাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া হায় আর্য্যপুত্র! বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং মনে করিলেন, আমি অতি হতভাগিনী, আমার কথাক্রমেই আর্য্যপুত্র অনলে প্রবেশ করিলেন। আর জীবনে কি ফল, এখন সংসার অন্ধকারময় হইল। আমি আর্য্যপুত্রের সহগমন করিবে, স্বর্গে অনন্তকাল অনন্ত সুখ ভোগ করিতে পাইব। এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অনলাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

বসন্তক রাজার মরণ অবধারিত করিয়া বন্ধুবিরহ জনিত অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করা অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করাই বিধেয়। এই ভাবিয়া প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রবেশ করিলেন। বসুভূতি সকলকে অনলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মনে করিতে লাগিলেন আমিই বা আর কেন জীবিত থাকি। যখন রাজতনয়া রত্নাবলীর তাদৃশ বিপদ্ দর্শন করিয়াছি, তখন এ প্রাণ রাখাই অন্যায় হইয়াছে। আর কেমন করিয়া সিংহলে মুখ দেখাইব, কেমন করিয়াই বা এ সকল সমাচার মহারাজের কর্ণগোচর করিব। ভাবিয়া চিন্তিয়া আর বাঁচিতে ইচ্ছা নাই, মরিলেই সকল জ্বালা ঘুচিয়া যায়। ইহা স্থির করিয়া তিনিও অনলে প্রবিষ্ট হইলেন।

এখানে সাগরিকা চারি দিক অগ্নিময় দেখিয়া মনে করিল, হায় কি সর্ব্বনাশ! সর্ব্বত্রই অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে। কি করি পলাইবার উপায় নাই, পাদদ্বয় নিগড়িত রহিয়াছে। বোধ হয় এতদিনে ক্লেশের অবসান হইল। নতুবা কি নিমিত্ত ভগবান বৈশ্বানর অন্তঃপুরেই বিহার করিবেন। আজি আমার কি শুভদিন! কি শুভক্ষণেই রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল, প্রভাতে কোন মহাত্মারই বা মুখ দর্শন করিয়াছিলাম, জানি না কোন গ্রহ আজি সুপ্র-

আর জীবিত থাকিয়া কি করিব। এই বিবেচনায় আপনার অনুগামিনী হইয়াছি। যাহা হউক, আর্য্য-পুত্র! আপনার শরীর অক্ষত দেখিয়া পরম আপ্যা-য়িত হইলাম। এইরূপে বাসবদত্তা প্রিয়তমকে প্রিয় সম্ভা-ষণ করিতেছেন এমত সময়ে রাজা, বসুভূতি বসন্তক ও বাভ্রব্যকে দেখিয়া কহিলেন এই যে সকলকেই আমার অনুবর্ত্তী দেখিতেছি। বসুভূতি প্রভৃতি সকলে রাজদর্শনে মহা আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন মহারাজ! আমাদের ভাগ্যের পরিসীমা নাই; আপনাকে পুনর্ব্বার দেখিব এমত প্রত্যাশাই ছিল না, তবে যে একবারেই নিরাপদ দেখিতেছি, সে কেবল ভাগ্যবলেই বলিতে হইবে।

রাজার অমি নির্ব্বাণ বিস্ময় প্রবাহ তৎকাল পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ছিল। সুতরাং সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, ভাল, এই বিস্ময়াবহ ব্যাপারের মর্ম্ম কি? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, এ কি স্বপ্ন? না ইন্দ্রজাল? রাজবাক্য শ্রবণমাত্র বসন্তকের ঐন্দ্রজা-লিকের কথা স্মৃতিপথে পতিত হওয়ায় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন বয়স্য। স্বপ্ন নয়, এ ইন্দ্রজালই হইবেক। আপনার কি মনে পড়ে নাই সেই দুষ্ট ঐন্দ্রজালিক বেটা

যাবার সময় কহিয়াছিল যে মহারাজকে অনুগ্রহ করিয়া আমার একটি ইন্দ্রজাল অবশ্য দেখিতে হইবে। আপনিও তাহার প্রার্থনা স্বীকার করিয়াছিলেন। সে বেটাই এই খেলা খেলিয়াছে সন্দেহ নাই। রাজা, হাঁ হাঁ ঐন্দ্রজালিক বলিয়াছিল বটে, এক্ষণে আমার স্মরণ হইল। এই বলিয়া রাজ্ঞীকে কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার কথায় সাগরিকার উদ্ধার সাধন করিলাম। তোমার অভিপ্রায় কি, জানিতে পারিলে সম্পাদন করিয়া চরিতার্থ হই। বাসবদত্তা রাজার অভিলাষ বুঝিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন আর্য্যপুত্র! আমার অভিপ্রায় যাহা হউক, আমি আপনকার অভিপ্রায় বুঝিয়াছি। বসুভূতি সাগরিকার আকার প্রকার দেখিয়া কঞ্চুকীকে সঙ্কেতে কহিলেন বাভ্রব্য! সাগরিকাকে রত্নাবলী বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি এক বার নিরীক্ষণ করিয়া দেখ, তিনিই কি না? বাভ্রব্য কহিল অমাত্য! সহসা কোন কথা কহিতে পারি নাই। কি জানি, পাছে অন্যথা হইয়া পড়ে। ভাল, ইহার প্রাপ্তির বিষয় আপনি মহারাজকে জিজ্ঞাসিলেও জিজ্ঞাসিতে পারেন। সংশয়ের প্রয়োজন কি, সন্দেহ দুর করুন।

বসুভূতি বাভ্রব্যের কথানুসারে রাজাকে কহিলেন

হইতে মুক্ত করুন। রাজা রাজ্ঞীর ইঙ্গিতে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন দেবি! যাহা অনুমতি করিতেছেন আজ্ঞাবহ ভৃত্য তাহাতে সম্মত আছে। এই বলিয়া অবিলম্বে রত্নাবলীকে নিগড়মুক্ত করিলেন। মহিষী বসুভূতিকে সলজ্জভাবে কহিলেন আর্য্য! অমাত্য যৌগন্ধরায়ণ হইতে আমি দুর্জ্জনের একশেষ হইয়াছি। তিনি সবিশেষ সমুদয় অবগত হইয়াও এ হতভাগিনীকে কোন দিন কোন কথা ঘুণাক্ষরেও জ্ঞাত করেন নাই। আমি ভগিনীকে কত যন্ত্রণা ও কত ক্লেশ দিয়াছি বলিতে পারি নাই।

এইরূপে পরস্পর কথোপকথন হইতেছে এমত সময়ে যৌগন্ধরায়ণ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং মহারাজের জয় হউক বলিয়া বিনয় বাক্যে কহিতে লাগিলেন মহারাজ! আপনাকে না জানাইয়া কোন কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম তাহাও সিদ্ধপ্রায় দেখিতেছি; আপনি কৃপা করিয়া তন্নিবন্ধন অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, প্রভুর নিকট ভৃত্যের অপরাধ পদে পদে ঘটিয়া থাকে; অতএব মহারাজ ভৃত্যবাৎসল্যানুরোধেই হউক, অথবা প্রথমাপরাধ বলিয়াই হউক, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। রাজা কহিলেন অমাত্য! এমন

কি কর্ম্ম করিয়াছ যে, তোমাকেও ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয়? যৌগন্ধরায়ণ কহিলেন মহারাজ আসন পরিগ্রহ করিলে সমুদয় বিজ্ঞাপন করি। রাজা মন্ত্রিবচনে আসনে উপবেশন করিলে সকলেই উপবিষ্ট হইলেন।

মন্ত্রী শ্রবণ করুন বলিয়া, বলিতে আরম্ভ করিলেন, মহারাজ! কিয়দ্দিন অতীত হইল মহানুভব কোন সিদ্ধ পুরুষের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলাম যে "যিনি লোকললামভূতা সুলক্ষণা সিংহলেশ্বরতনয়া রত্নাবলীর পাণিগ্রহণ করিবেন, তিনি এই সসাগরা ধরার একাধিপতি হইবেন।" মহাপুরুষের কথা অন্যথা হইবার নহে। অতএব যেরূপে হউক, রত্নাবলীর সহিত মহারাজের উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন করা বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া রত্নাবলীপ্রার্থনায় সিংহলেশ্বরের নিকট বারম্বার দূত প্রেরণ করিয়াছিলাম, মহারাজ সিংহলাধীশের ভাগিনেয়ীপতি, মহারাজকে কন্যাদান করিলে ভাগিনেয়ী ও কন্যা উভয়কে সপত্নীদুঃখে নিক্ষেপ করা হয়। এই ভাবিয়া সিংহলেশ্বর মহারাজকে কন্যা দিতে সম্মত হন নাই। আমি উপায়ান্তর না দেখিয়া পরিশেষে সাংযাত্রিকমুখে সিংহলে এরূপ প্রবাদ প্রচারিত করিয়াছিলাম যে মহিষী হুতাশনে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ

করিয়াছেন। আর বাভ্রব্যকেও প্রবাদানুরূপ সংবাদ সহকারে কন্যা প্রার্থনায় সিংহলে পাঠাইয়াছিলাম।

রাজা কহিলেন অমাত্য! পরে যাহা যাহা হইয়াছে, সমুদায়ই অবগত হইয়াছি; সম্প্রতি আমার এই মাত্র জিজ্ঞাস্য, তুমি কি নিমিত্ত রত্নাবলীকে অন্তঃপুরে রাখিয়াছিলে? বসন্তক কহিলেন বয়স্য! অমাত্যের অভিপ্রায় ত স্পষ্টই ব্যক্ত হইতেছে যে, আপনি যখন যখন অন্তঃপুরে যাইবেন, তখন তখন আপনাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে ক্রমে উভয়ের প্রণয়সঞ্চার হইবে; তাহা হইলেই অমাত্যের মনোরথ অচিরে সম্পন্ন হইবে। রাজা কহিলেন অমাত্য! ইহাই কি তোমার অভিপ্রেত, না আর কিছু ছিল? মন্ত্রী কহিলেন মহারাজ! বসন্তক যাহা কহিতেছেন তাহাই বটে। রাজা কহিলেন অমাত্য! তবে তুমিই কি ঐন্দ্রজালিক সংক্রান্ত ব্যাপারের প্রবর্ত্তক? মন্ত্রী কহিলেন হাঁ মহারাজ! আমিই ইন্দ্রজালঘটনার প্রবর্ত্তয়িতা।—মহারাজ! যদ্যপি ইন্দ্রজাল ঘটনা না হইত, তবে নিগড়িত রত্নাবলীর সহিত আপনকার সাক্ষাৎকার লাভ কি প্রকারে ঘটিত, আর কি প্রকারেই বা বসুভূতি রত্নাবলীকে চিনিতে পারিতেন?

মন্ত্রীর কথার শেষ হইলে রাজা বাসবদত্তাকে কহিলেন প্রিয়ে! সমুদয় অবগত হইলে; ভগিনী বলিয়া চিনিয়াছ; এখন যাহা বিবেচনা সিদ্ধ হয় কর। বাসবদত্তা হাসিতে হাসিতে কহিলেন আর্য্যপুত্র! আপনাকে কেন এত করিয়া বলিতে হইবে। যাহা আমার বিবেচনা সিদ্ধ হয় করিব। আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আপনার অভিপ্রায় অবগত হইয়াছি। আপনি স্পষ্ট করিয়া বলুন না যে, আমার সহিত তোমার ভগিনী রত্নাবলীর বিবাহ বিধি নির্ব্বাহ কর। বসন্তক কহিলেন দেবি! আপনি যখন বয়স্যের বচনভঙ্গীর যথার্থ অর্থগ্রহ করিয়াছেন, তখন আমাদের এ বিষয়ে আর কি বক্তব্য আছে?

মহিষী মনে মনে বিবেচনা করিলেন আর্য্যপুত্রের সহিত রত্নাবলীর পাণিপীড়ন হইলে আর্য্যপুত্র সসাগরা ধরার একাধিপতি হইবেন, এই জন্যই মন্ত্রিপ্রবর যৌগন্ধরায়ণ বহুকালাবধি কতই আয়াস ও কতই ক্লেশ পাইয়াছেন, আর আমিও ভগিনীকে অনেক যন্ত্রণা দিয়াছি; এখন পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত লজ্জিত আছি। সিংহলেশ্বর মাতুল মহাশয় আর্য্যপুত্রের সহিত বিবাহের নিমিত্তই প্রাণাধিক প্রিয়তমা তনয়া রত্নাবলীকে নিজ

সচিব বসুভূতির সমভিব্যাহারে পাঠাইয়াছেন; মাতুল-সচিবও সমক্ষে রহিয়াছেন; আর সকলেই অনুরোধ করিতেছেন, বিশেষতঃ রত্নাবলীর প্রতি আর্য্য-পুত্রের যেরূপ অনুরাগ দেখিতেছি, প্রতিবন্ধকতাচরণ করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। অতএব প্রসন্নমনে আর্য্যপুত্রের হস্তে রত্নাবলীকে সমর্পণ করি যে, সকল দিক্ রক্ষা পাইবে।

মহিষী এই ভাবিয়া রত্নাবলীকে সস্নেহ প্রণয়গর্ভ সম্ভাষণে কহিতে লাগিলেন ভগিনি! আমি তোমার পরিচয় পাই নাই, তাহাতেই তোমাকে এত ক্লেশ পাইতে হইয়াছে; এখন আর সে সকল কথা স্মরণ করিয়া দুঃখিত হইও না। এই বলিয়া আপন অঙ্গ হইতে সমুদয় অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া তদ্দ্বারা রত্না-বলীকে অলঙ্কৃত করিলেন এবং রত্নাবলীর করগ্রহণ পূর্ব্বক সন্নিহিত হইয়া রাজার হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিতে লাগিলেন আর্য্যপুত্র! আমার ভগিনী আপনকার নিমিত্ত যথেষ্ট কষ্ট পাইয়াছে, বিশেষতঃ ইহার পিতা মাতা প্রভৃতি বন্ধুবর্গ সকলে দূরদেশে আছেন; আমার প্রার্থনা এই যে, ভগিনী যাহাতে সর্ব্ব প্রকারে সুখিনী হয় ও দুঃখ পাইয়া পিতামাতাকে স্মরণ না

করে, তাহা করিবেন; আপনাকে অধিক কি কহিব রত্নাবলী সুখিনী হইলেই আমি যাবজ্জীবন মনের সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিব।

রাজা মহিষীর অমৃতরসাভিষিক্ত বচন শ্রবণ করিয়া হর্ষবিস্ফারিতলোচনে চিরপ্রার্থিত রত্নাবলীর কোমল কর-পল্লব গ্রহণ করিয়া আনন্দ গদ্গদস্বরে কহিতে লাগি-লেন প্রিয়ে! তোমার প্রসাদলব্ধ বলিয়া যখন সামান্য পদার্থও আমার পরম প্রণয়াস্পদ ও সমধিক যত্ন ও আদরের আস্পদ হয়, তখন সাম্রাজ্যপ্রাপ্তিনিদানভূত ঈদৃশ কন্যারত্ন রত্নাবলীর কথা আর কি কহিব। বসন্তক দেখিয়া শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। বসুভূতিও আহ্লাদ-সাগরে মগ্ন হইলেন এবং রত্নাবলীকে কহিলেন রাজ-পুত্রি! এত দিনে আমরা চরিতার্থ হইলাম। তোমার অগ্রজা ভগিনীকে প্রণাম কর। এক্ষণে ইনিই তোমার জনকজননীস্থানীয় হইলেন। রত্নাবলী বাসবদত্তার পাদ-বন্দন করিলেন। রাজ্ঞী প্রীতমনে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও দেবীশব্দে সম্ভাষণ করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিলেন।

রাজা কহিলেন এত দিনে যৌগন্ধরায়ণ হইতে আমি চরিতার্থ হইলাম। দেখ, সিংহলেশ্বর বিক্রমবাহু

এক্ষণে আমার পরম বন্ধু হইলেন; সসাগরা পৃথিবীর নিদানভূত অবলারত্ন রত্নাবলী প্রাপ্ত হইলাম; সমুদয় কোশলরাজ্য অধিকৃত হইল; দেবীর চিত্ত ভগিনীর শোকে একান্ত কলুষিত ছিল, এক্ষণে রত্নাবলীলাভে তাহাও সুপ্রসন্ন হইল।

যৌগন্ধরায়ণ রাজবাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইলেন। অপরাপর সকলে এই দুইটি ঘটনা দর্শনে মোহাপন্ন হইয়া মন্ত্রীর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী প্রশংসাবাদ শ্রবণে লজ্জিত হইয়া গমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, রাজা তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন এবং বসুভূতিকে বিশ্রামভবনে লইয়া যাইবার নিমিত্ত বসন্তক ও বাভ্রব্যের প্রতি আদেশ দিয়া মহিষী ও নবপ্রণয়িনীর করগ্রহণ পূর্ব্বক প্রমোদভবনাভিমুখে চলিলেন।

সম্পূর্ণ।